Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

35

PRESENTED

LIBRARY 2/216
No. 9330

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিগম-প্রসাদ গ্রন্থাবলী—সংখ্যা ১৭

আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দ

LIBRARY

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

প্রথম প্রকাশ

ঝুলন-পূর্ণিমা—১৩৬৮ ব্রাহ্মাব্দ

দক্ষিণা : তিন টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২, ঠাকুরবাটী ষ্ট্রীট,
পোঃ শ্রীরামপুর, জিলা হুগলী

মুদ্রাকর :
এইচ: এস, প্রেসের পক্ষে
পি, বি, টাট
কলিকাতা - ৩৬

—: প্রাপ্তিস্থান :—
মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার)
কলিকাতা - ১২
ও
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২, ঠাকুরবাটী ষ্ট্রীট,
পোঃ শ্রীরামপুর, জিলা হুগলী

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

সূচীপত্র

LIBRARY
No.....

বিষয়	পত্রাঙ্ক
নিগমানন্দদেবের সাধন-বৈশিষ্ট্য ও উদারতা	১
আধিকারিকপুরুষ	৬
আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ	১২
তান্ত্রিকসাধনার বৈশিষ্ট্য	১৭
শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীনিগমানন্দের অভিনব অবদান	২২
যোগীগুরু স্বামী নিগমানন্দের যোগসাধনা	২৯
সমাধি-পরিপাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহজাবস্থা	৩৭
যোগীগুরু স্বামী নিগমানন্দের প্রেমিকগুরুরূপে পরিণতি	৪১
নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে গুরুরূপে ব্যুৎথান	৪৯
ধ্যানদৃষ্ট জ্ঞানচক্র	৫৬
জ্ঞানচক্র সম্পর্কে নিগমানন্দের উক্তি	৬৪
আধিকারিকপুরুষ-দৃষ্ট ভাবলোক বা ভাবজগৎ	৭২
আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের সহজাবস্থা	৮৩
ভাবের সাধনা	৯১
আধিকারিকপুরুষের চেতনার ব্যাপ্তি	১০১
আর্য্যঋষিদের ব্রহ্মোপাসনার সঙ্গে আধিকারিকপুরুষের মতৈক্য	১১২
নিগম-সূত্র	১১৮
নিগমানন্দদর্শন	১২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়			পত্রাঙ্ক
সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ও অসাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্ম্মের বিস্তার	....	....	১৪৪
সমন্বয়বাদী শ্রীশ্রীঠাকুর	....	....	১৫১
গুরুবাদী নিগমানন্দ	....	....	১৮৭
আধিকারিকপুরুষের অভয়বাণী	....	....	১৯৫
সমাজকল্যাণচিন্তায় স্বামী নিগমানন্দ	....	....	২০২
জীবদুঃখমোচনে বিভূতি-প্রয়োগ	....	....	২১৩

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

9/330

পরিচায়িকা

'আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দ' অভিনবপদ্ধতিতে লেখা একখানি চরিতগ্রন্থ। গ্রন্থকার তথ্যের সঙ্কলনের চাইতে তত্ত্বের বিশ্লেষণের উপর জোর দিয়েছেন। এটি বীতরাগবিষয় চিত্তের অনুধ্যানের অনুকূল হয়েছে। বর্ত্তমান যুগের সম্প্রদায়প্রবর্তক মহাপুরুষদের মধ্যে এদেশে শ্রীনিগমানন্দই সর্ব্বপ্রথম তাঁর দর্শনকে একটি সুশৃঙ্খল এবং বিধিবদ্ধ রূপ দিয়ে আমাদের কাছ থেকে হৃদয়োচ্ছ্বাসের চাইতে বুদ্ধির উদ্দীপনাই দাবি করেছেন বেশী—এটি তাঁর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থকার আধিকারিকপুরুষের জীবন-দর্শনকে বুদ্ধির দীপ্তিতে আলোকিত করে তাঁর সে দাবিকে পূরণ করেছেন দেখে সুখী হয়েছি। তাঁর বহুমুখী আলোচনায় প্রায় সব কথা তিনি বেশ গুছিয়েই বলেছেন। আমি শুধু তাঁর আলোচনার উপক্রমণিকা হিসাবে দু-একটি কথা বলেই নিরস্ত হব।

শ্রীনিগমানন্দ তাঁর জীবন-দর্শন ও সাধনপদ্ধতিকে পাঁচখানি গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন—এ আমরা জানি। এ সম্পর্কে 'প্রেমিকগুরু'র এক জায়গায় তিনি বলছেন—

"মৎপ্রণীত 'ব্রহ্মচর্য্য-সাধন' নামধেয় পুস্তকের নিয়মানুসারে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে। তখন মনঃস্থির করিবার জন্য 'যোগীগুরু' পুস্তকের লিখিত আসন, মুদ্রা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যোগোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে এবং 'জ্ঞানীগুরু' পুস্তকের লিখিত জ্ঞানালোচনা করিবে। তৎপরে 'যোগীগুরু' বা 'জ্ঞানীগুরু' পুস্তকোক্ত সাধনায় সূক্ষ্মভাবে ব্রহ্মোপলব্ধি কিম্বা 'তান্ত্রিকগুরু' পুস্তকোক্ত স্থূলসাধনায় ভগবৎ সাক্ষাৎকার করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদনন্তর 'প্রেমিকগুরু' পুস্তকের লিখিত সাধনার গোপিকানিষ্ঠ প্রেমময় স্বভাব লাভ করতঃ ভগবানের অসমোর্দ্ধ লীলা-রস-মাধুর্য্যে অনন্তকালের জন্য নিমগ্ন হইয়া যাইবে। সুতরাং মৎ-প্রণীত পুস্তক কয়খানিতে হিন্দু-শাস্ত্রের সার গৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তক কয়খানিতে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল অভাব পূর্ণ করিবে।"

সর্বসাধারণের প্রতি এই তাঁর অনুশাসন। অথচ লক্ষণীয়, তিনি নিজের জীবনে কিন্তু সাধনার এই ধারা অনুসরণ করেন নি। তাঁর প্রথম সাধনা তন্ত্রপথে, তারপর জ্ঞানপথে, তারপর যোগপথে এবং সবার শেষে প্রেমপথে। এ বিন্যাসের রহস্য কি?

মনে পড়ে একদিন আমাকে তিনি বলেছিলেন, 'আমি ঘর ছেড়েছিলাম ভগবান খুঁজতে নয়, "তাকে" খুঁজতে। মৃন্ময়ীকে খুঁজতে গিয়ে পেয়ে গেলাম চিন্ময়ীকে। সাধনার পথে আমার সম্বল কিছুই ছিল না—ছিল শুধু সংযম সত্যনিষ্ঠা আর ভালবাসা।' এই স্বল্পাক্ষর কথা কয়টির গভীরতা অতলস্পর্শ।

তন্ত্রের সাধনা বস্তুভিত্তিক। শ্রীনিগমানন্দেরও সাধনার শুরু বস্তু-তন্ত্রকে আশ্রয় করে, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করে। জীবনের উপর এসে পড়্‌ল মরণের পরঃকৃষ্ণ যবনিকা। যবনিকার অন্তরালে কি আছে? আঁধার না আলো? মৃত্যু কি বস্তুতই বৈনাশিক, না সে বৈবস্বত? এই ছিল তাঁর জিজ্ঞাসা এবং এষণা।

ইষ্টকে বস্তুরূপে পেতে হলে তন্ত্র ছাড়া পথ নাই। তার ক্ষিপ্রসিদ্ধি অমিত পুরুষকারের অপেক্ষা রাখে। পথ দুঃসাহসিকের, মৃত্যুঞ্জয় জীবন-রসিকের। শ্রীনিগমানন্দ প্রথমেই সে পথ ধর্‌লেন। বরং বলা চলে, মহাশক্তি যেন ধরা দেবার জন্যই তাঁকে সেই পথ ধরালেন।

শ্রীনিগমানন্দ সেদিন বলেছিলেন, 'আমি তাকে পেলাম, দেবী নেমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এলেন মানবীর রূপে। যখন খুশি তখনই তাকে পাই, কিন্তু দেখি, তার মুখে ছায়া, চোখে জল। আমার চিত্ত হাহাকার করে উঠল। এ কী হল! রূপে ত তৃষ্ণা মেটে না। হৃদয় রূপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। রূপ ছেড়ে ঝাঁপ দিলাম অরূপে।'

বৌদ্ধ সাধনার পরিভাষায় তাঁর সাধনার এই বিবর্তনকে বলতে পারি কামাবচর ভূমি হতে রূপাবচরে এবং রূপাবচর হতে অরূপাবচরে উত্তরণ। চেতনার উত্তরায়ণের এই শাশ্বত ধারা।

তন্ত্রসাধক হলেন জ্ঞানের সাধক। বিবর্তনের পরের ধাপগুলি বুঝবার জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি শ্লোক স্মরণ করি—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥১।২।১১

'তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণ বলে থাকেন যে, অদ্বৈত জ্ঞানই তত্ত্ব এবং ঐ তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ নামে অভিহিত'।

এই শ্লোকটি যেমন ভাগবতধর্মের সার, তেমনি শ্রীনিগমানন্দেরও জীবন-দর্শনের রহস্যকুঞ্চিকা।

একই তত্ত্বকে অনুভব করা ব্রহ্মরূপে, আত্মারূপে, ভগবান্ রূপে। তিনটি অনুভবের মাঝে একটি পরম্পরা আছে, গাঢ়তার তারতম্য আছে। যদি পথের দিক দিয়ে দেখি, জ্ঞানের পথে ব্রহ্মের সাধনা, যোগের পথে পরমাত্মার সাধনা, আর প্রেমের পথে ভগবানের সাধনা। খণ্ডদর্শী তিনটি সাধনাকে বিবিক্ত মনে করতে পারেন, কিন্তু অখণ্ডবিজ্ঞানী তত্ত্ববিৎ বল্‌বেন, তিনটি সাধনার সমাহারে এবং সমন্বয়ে এক অদ্বয়-তত্ত্বেরই সাধনা।

মহাজনেরা উপমা দেন আদিত্যের। বলেন, এক আদিত্যই যুগপৎ প্রভায় পরিব্যাপ্ত, মণ্ডলে সংহত, আবার মণ্ডল মধ্যে হিরণ্ময়বিগ্রহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনটি বিভাবের একটিকেও যিনি দেখ্‌ছেন, তিনি আদিত্যকেই দেখছেন। আর তিনটি মিলিয়ে যিনি দেখছেন, তিনিও সেই আদিত্যকেই দেখছেন—পূর্ণপ্রজ্ঞার দৃষ্টিতে।

তেমনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর ভগবান্। তিনই এক আদিত্য, কি-না সৎ-চিৎ-আনন্দ। সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম—যেন আদিত্যের সর্বব্যাপ্ত প্রভা। অনুভবের আরও পরিপাকে এবং গাঢ়তায় সচ্চিদানন্দ ঘন পরমাত্মা—যেন আদিত্যের মণ্ডল। আরও গাঢ়তায় সচ্চিদানন্দ ঘনবিগ্রহ—যেন আদিত্যমণ্ডল মধ্যস্থ হিরণ্ময়পুরুষ।

শ্রীনিগমানন্দ ব্রহ্মকে জেনে জ্ঞানী, পরমাত্মাকে জেনে যোগী, ভগবান্‌কে জেনে প্রেমিক। সব মিলিয়ে তিনি গুরু। তাঁর সাধনা চতুষ্পাৎ অথবা পঞ্চপাৎ। পাদ ব্যবস্থা আকস্মিক নয়, তার মাঝে ধারাবাহিকতা আছে।

এমনি করে তাঁর রূপের সাধনা অরূপে উত্তীর্ণ হয়ে আবার যখন রূপে নেমে এল, তখনই হল স্বরূপের প্রতিষ্ঠা। যিনি ছিলেন সুরূপা, অরূপা হয়েই তিনি হলেন অপরূপা। বৈদেহীর অশ্রুবাষ্পে স্ফুরিত হল মহা-ভাবোল্লাসের বিদ্যুদ্দাম। তারই প্রচ্ছটায় উদ্ভাসিত তাঁর জীবন-দর্শন।

হৈমবতী
ঝুলনপূর্ণিমা, ১৩৬৮

অনির্বাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

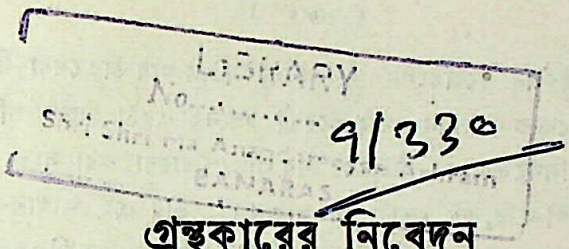

গ্রন্থকারের নিবেদন

'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' পড়ে, প্রাণে সাধ জাগে, ভারতের বিখ্যাত সাধক 'আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দ' সম্পর্কেও ভারতবাসীর চৈতন্যোদয় হওয়া প্রয়োজন। এই মহাপুরুষ—মহামানবের জীবনদর্শন ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার নিগূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম কর্‌বারই সহায়ক হবে। কিন্তু লোকোত্তর জীবনী সম্পর্কে লেখার শক্তি বা ক্ষমতা কি আমার আছে? কিছু সময়ের জন্য ভাববিহ্বলতা নিয়ে শ্রীগুরুর রাতুলচরণ ধ্যান কর্‌লাম। হঠাৎ মানস-নেত্রের সম্মুখে ফুটে উঠ্‌ল বৈদ্যুতিক অক্ষরে 'আধিকারিক-পুরুষ'। এর অর্থ কি তখনও কিন্তু কিছুই জান্‌তাম না। সঙ্গে সঙ্গে বেদান্তদর্শনালোচনার সময় 'আধিকারিক' কথাটীর তাৎপর্য্য বিশ্লেষণমূলক একটি সূত্র পেয়ে গেলাম। এই সূত্র অবলম্বনেই লিখিত—'আধিকারিক-পুরুষ শ্রীনিগমানন্দ'।

আমার অবিচলিত প্রত্যয়, আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দ সম্পর্কে কিছু লিখ্‌বার একমাত্র যোগ্য অধিকারী শ্রীমৎ অনির্ব্বাণজী। 'নিগম' বল্‌তে বেদকেই বুঝায়, সেই বেদের ভাষ্যপ্রণেতারই বেদ সম্পর্কে বল্‌বার অধিকার আছে। নিগমব্যাখ্যা তিনি ছাড়া কর্‌বেন আর কে? কারই বা রয়েছে এই যথার্থ সামর্থ্য? তথাপি স্নেহবশে তিনি আমাকে লিখেছিলেন—"তাঁর বইগুলির ভিতর দিয়ে আর্যদর্শনের তিনি একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নতুন পরিকল্পনা করেছিলেন। বইগুলিকে ভিত্তি করে তাঁর লেখা চিঠি-পত্রগুলি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ঐ দর্শনের একটা বিস্তৃত পরিচয় তোমরা লিখ্‌তে পার। ঠাকুরের ভাব পূর্ণরূপে ধারণা করা সহজ নয়, তবুও আশা করি, হয় তো তুমি পারবে।" তাঁর এই আশ্বাস-বাণী সম্বল করেই আমি দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হয়েছি। যদি আধিকারিকপুরুষের মহিমা আমা দ্বারা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে, তবে সে অপরাধ আমারই —উপদেষ্টার নয়। 'নিবেদন' লিখ্‌তে বসেও অনির্ব্বাণজীর চিঠি হতে আরেকটি মূল্যবান বিষয় উদ্ধৃত না করে থাক্‌তে পার্‌লাম না। যথা—

"একটা কথা মনে পড়্‌ল। ১৯১৩ সাল, আমার বয়স তখন সতের বছর। কলেজের ছুটিতে আশ্রমে এসেছি। সন্ধ্যার পর আসন ঘরের সামনে আঙিনায় আমি আর ঠাকুর—আর কেউ নাই। তিথিটা বোধ হয় অমাবস্যা ছিল। নির্মেঘ আকাশ একেবারে নিকষ কালো। হঠাৎ ঠাকুর গড়গড়া টানা বন্ধ করে আস্তে আস্তে বল্‌লেন, 'এই যে কালো আকাশ দেখ্‌তে পাচ্ছ, এ-ও যেমন সত্য, তেমনি এই আকাশই আবার আলোর আকাশ। দিনরাতের পর্যায়ে নয়—একই সঙ্গে। সেখানে দিনরাত নাই। ব্রহ্ম যুগপৎ আলো এবং কালো—এইটি যেদিন বুঝ্‌বে সেই দিন তোমার সম্যক্ জ্ঞান হবে।' বলেই উঠে ভিতরে চলে গেলেন। সেই দিন থেকে আমার চেতনায় এ নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব রইল না।"

আধিকারিকপুরুষের কথা অধিকারীরই বলা সাজে, এই সম্পর্কে বাস্তবিকই আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য। কোকিলামুখ মঠে ক্রমান্বয়ে দীর্ঘদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গলাভ করেও, তাঁর অলৌকিক জীবন-রহস্য কিছুই বুঝ্‌তে পারতাম না, যদি আচার্য্য অধ্যাপক উপদেষ্টারূপে অনির্ব্বাণজীর সঙ্গলাভের সুযোগ না পেতাম। বাস্তবিকই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রকাশ-শক্তি হলেন তিনি। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রভাবকে যেমন ভুল্‌তে পারি না, তেমনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESERVED
No.(...)

তাঁরও আশ্চর্য্য বিশ্লেষণ-ক্ষমতাকে বিস্মৃত হতে পারি না। সূত্রকার এবং ভাষ্যকার উভয়ই আমার কাছে চিরপূজ্য।

ভারতের অনেক সাধকের কথা শুনেছি, দেখেছিও অনেককে। কিন্তু এমন সমন্বয়মূর্ত্তি বড় একটা লক্ষ্যে পড়ে না। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেও, সাধন মত-পথে সমন্বয়-সাধন সকলের দ্বারা হয় না। এই পথে পথিকৃৎ বাস্তবিকই বিরল।

অনির্ব্বাণজীকে লক্ষ্য করে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর কোকিলামুখ মঠে আমার সম্মুখেই গৌরাঙ্গ ঘরের বারান্দায় বলেছিলেন—"তুই আমার নরেন অর্থাৎ বিবেকানন্দ॥" আর্য্যধর্ম্মের প্রচারের ভার শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর উপরই ন্যস্ত করেছিলেন। সে দায়িত্বপালনে তাঁর কোনদিন নিষ্ঠার অভাব দেখিনি। আর্য্যদর্পণ মাসিক পত্রিকার সম্মুখভাগেই নিম্নলিখিত যে শ্লোকটি—

আর্য্যশাস্ত্রগহনার্থদীপকশ্চেতসস্তিমিরবারবারকঃ।
দ্যোতয়ন্বিজয়তাম্বিপশ্চিতামর্চ্চিষা হৃদয়মার্য্যদর্পণঃ॥

আমরা দেখি, এ-ও তাঁরই বিরচিত। আর্য্যভাবধারা সম্পর্কে কিছু বল্‌বার অধিকার যোগ্য অধিকারীবোধে 'আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দ' তাঁর উপরই অর্পণ করেছিলেন।

সময় সঙ্কীর্ণ বলে, ঝড়ের বেগে তিনি 'পরিচায়িকাটি' লিখে দিয়েছেন। 'আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দ' সম্পর্কে তিনি আরও অনেক মূল্যবান্ তথ্য এবং তত্ত্ব পরিবেশন কর্‌তে পার্‌তেন। নিগম-ব্যাখ্যায় তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার। শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে যা শুনেছি, শুধু তাই দিয়ে একটী মূল্যবান্ জীবনী হতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঝুলন-পূর্ণিমা তিথি আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দের আবির্ভাব তিথি। এই তিথিতে, তাঁর ইচ্ছা এবং কৃপাতেই পুস্তকখানা প্রকাশ করা সম্ভবপর হ'ল বলে নিজেকে ধন্য এবং কৃতার্থ মনে কর্‌ছি। এই পুস্তক প্রকাশে যাঁরা আমাকে যে কোন রকমেই হউক সাহায্য-সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলের জন্য আধিকারিকপুরুষের রাতুলচরণে মঙ্গল এবং অভ্যুদয় কামনা কর্‌ছি।

ঋতম্ভরা—শ্রীরামপুর
ঝুলন-পূর্ণিমা—১৩৬৮ বাং

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
সত্যানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
PRESENTED
9/330

আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দ

নিগমানন্দদেবের সাধন-বৈশিষ্ট্য ও উদারতা

অধ্যাত্ম-জগতে, বাংলার ধর্ম্মগুরুদের মধ্যে স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। তত্ত্বদর্শী সিদ্ধমহাপুরুষ ভারতবর্ষে অনেকেই আছেন; কিন্তু সকলের সাধন পথ এক নহে। বিভিন্ন মত অবলম্বন করিয়া এক একজন মহাপুরুষের জীবনে সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে। প্রত্যেক মহাপুরুষেরই সাধনবৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যের কথা স্মৃতিপথে উজ্জ্বল রাখিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত মতবাদ সম্পর্কে আলোচনাই সমীচীন। মতপথের বৈশিষ্ট্য না থাকিলে, সেই মহাপুরুষের আবির্ভাবের কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকে না। অন্যে যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই যদি চরম হইত, তাহা হইলে—'সম্ভবামি যুগে যুগে' এই ভগবদ্বাণীর কোন সার্থকতাই থাকিত না। প্রত্যেক মহাপুরুষের আবির্ভাব দ্বারাই এক একটি বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। একই ভগবান্ যেমন ধর্ম্মগ্লানি বিদূরিত করিবার জন্য বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন; তেমনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভিন্ন সদ্‌গুরু মহাপুরুষগণও ধর্ম্মের অবরুদ্ধ প্রাণ-স্রোতকে মুক্ত করিবার জন্য নূতন মত, নূতন পথ দেখাইতে আসেন। প্রত্যেক মহাপুরুষের সাধন-পথের বৈশিষ্ট্যের কথাটীই আমাদের চিত্তে প্রদীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে। মুখ্য হেতুকে বাদ দিয়া মহাপুরুষ-চরিত্র বিশ্লেষণ করা চলে না।

তন্ত্র, জ্ঞান, যোগ ও প্রেমভক্তির—এক একটি পথে সিদ্ধমহাপুরুষ অনেকেই আছেন; কিন্তু সকল মত-পথে সিদ্ধিলাভ করিয়া বিভিন্ন সাধন-মত-পথের মধ্যে যে ঐক্যসূত্রটী রহিয়াছে, তাহা অনেকের চক্ষুর সম্মুখেই প্রতিভাত হয় না। তন্ত্রপথে, যোগপথে, জ্ঞানপথে অনেক উগ্র সিদ্ধ মহাপুরুষই আমরা দেখি; কিন্তু সকল মত-পথের সমন্বয় ঘটিয়াছে বাস্তব-জীবনে—এইরূপ মহাপুরুষ বাস্তবিকই দুর্ল্লভ। শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসদেব ছিলেন, সেই জাতীয় মহাপুরুষদের মধ্যেই অন্যতম।

তান্ত্রিকসাধনায় মহাশক্তিকে তিনি বশীভূত করিতে পারিয়াছিলেন। মহাশক্তিকে আয়ত্ত করিবার কৌশলটী তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। তন্ত্রমার্গ বা রহস্য সম্পূর্ণ অধিগত করিয়াও সেই আধিকারিক মহাপুরুষের জীবনে তৃপ্তি আসে নাই। তারাপীঠে মহাশক্তির প্রকট-মূর্ত্তিকে তিনি মনোময়ীরূপে সন্দর্শন করিয়াছিলেন, এইখানেও তন্ত্রসাধনার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার জীবনে। ত্রিরূপা মহাশক্তিকে তিনি পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিলেন। বীরসাধক না হইলে, এই মার্গের অধিকারী হওয়া যায় না। বিভূতি-ঐশ্বর্য্যের মোহে আজ অনেক সাধকের জীবনে ক্রমিক উন্নতি বা দিব্যভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। এক জীবনে আমরা তিনটি ভাব বা আচারের পরাকাষ্ঠা দেখি স্বামী নিগমানন্দের জীবনে। অনেক সাধক সাধনা করেন শক্তিলাভের জন্য; কিন্তু শক্তি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনার চরম লক্ষ্য যে শিবত্বলাভ, অনেকের ভাগ্যেই তাহা ঘটে না। স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব শিবগুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন।

মহাশক্তির প্রকট মূর্ত্তি দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে তৃপ্তি আসে নাই। তাঁহার অনুসন্ধিৎসু মন আরও গভীরতম প্রদেশে ডুবিয়া গিয়া মূল কারণের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছিল। শক্তির অধিষ্ঠান কে —এই প্রশ্ন তাঁহার চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল। রামাক্ষেপার জীবনে যে প্রশ্ন জাগে নাই, সেই প্রশ্ন নিগমানন্দের জীবনকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মহাশক্তি সন্দর্শনের পর প্রশ্ন জাগিল—"আমি কে?"

এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজিতে গিয়া তিনি 'আসল আমি'র রহস্যবিদ্ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলেন। বেদান্তের সাধনায় বিরাট আমি বা ব্রহ্মচৈতন্যের সঙ্গে তাঁহার চিত্তের সম্পূর্ণ লয় হইয়া গেল। সেই নির্ব্বিকল্প ভূমি হইতে অনেকেই ফিরিয়া আসেন না; কিন্তু আধিকারিক পুরুষ বলিয়াই তাঁহার হইল পুনরভ্যুত্থান। বিরাটের অনুভূতি লাভ হইল। সমষ্টি-চৈতন্যের সঙ্গে একাত্মতা লাভ হইল বটে, কিন্তু তাহার পরেও ত আরও কথা আছে। প্রত্যক্-চৈতন্য বা ব্যষ্টি-চৈতন্যের সাক্ষাৎকারও ত এই দেহভাণ্ডেই সম্ভব। আত্মদর্শনের জন্য, অজ্ঞান বিদূরিত করিয়া যোগের ষট্‌কর্ম্মে তিনি মনোনিবেশ করিলেন। মলশূন্যচিত্তে আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করিয়া যোগপথে তাঁহার সিদ্ধিলাভ ঘটিল। যে শক্তিকে বাহিরে তিনি মনোময়ী মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই মূলাধার শক্তিই অন্তর্জগতে সূক্ষ্ম আত্মচৈতন্য বা জ্যোতির আকারে ফুটিয়া উঠিলেন। আর কি কিছু বাকী আছে? এর পরও আবার সাধনা? সেই সাধনা হইল—লীলার সাধনা, ভাব-জগতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনা। প্রেমাস্পদ পরমাত্মা যিনি তিনিই প্রকট মূর্ত্তিতে—প্রেমময়ী হ্লাদিনী শক্তিতে প্রকাশিত হইলেন। বিষয়জাতীয় সুখ—'সোঽহম্'-এর সাধনা, 'দাসোঽহম্' এর সাধনায় অর্থাৎ আশ্রয়জাতীয় সুখে পর্য্যবসিত হইল। তান্ত্রিকাচার্য্য, জ্ঞানীগুরু, যোগসিদ্ধ মহাপুরুষই পরিণত হইলেন —প্রেমিক শিরোমণিতে। ভাব-জগতের সন্ধান পাইয়া শঙ্কর-পন্থী সন্ন্যাসী এক অভিনব বার্ত্তা জগৎকে শুনাইয়া গেলেন। সাধনবিভূতি প্রেমসরোবরে সম্পূর্ণ বিধৌত হইয়া গেল। সাধক, সিদ্ধ নিগমানন্দ ভাব-জগতে থাকিয়া ভালবাসার পথে চিত্তনিরোধ নয়, চিত্তবিকাশ করিয়া তুলিলেন।

সাধনার ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত একটা পরিচয় দেওয়া হইল। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবন—স্বামী নিগমানন্দের। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন অনেকেই, কিন্তু সমন্বয়-সাধন করাটা সকলের দ্বারা সম্ভবপর হয় না। সাধনজীবনের ক্রমবিকাশ এবং বৈশিষ্ট্যের কথাই আজ নিগমানন্দ-চরিত্র বুঝিতে হইলে অনুধ্যান করিতে হইবে।

সাধন-বৈশিষ্ট্য আছে দেখিতে পাই; কিন্তু উদারতা সকলের জীবনে ফুটিয়া উঠে না। নিষ্ঠা পরিণামে গোঁড়ামীতেও পরিণত হইতে দেখি। স্বামী নিগমানন্দের সাধন-জীবনে বৈশিষ্ট্যও আছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে উদারতাও পরিলক্ষিত হয়। দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিত সংস্কারমুক্ত মন ছিল তাঁহার। ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে এক একটি সাধন পথে সত্যলাভের জন্য প্রাণপাত করিয়াও, সেই মত-পথের সংস্কারে তাঁহার চিত্ত আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। আবাহন-বিসর্জ্জনে তাঁহার কোন পক্ষপাত ছিল না। যতখানি আবেগ লইয়া এক একটি মতকে তিনি আঁকড়াইয়া ধরিতেন, ততখানি আবেগ লইয়াই তিনি তাহাকে বিসর্জ্জনও দিতে পারিতেন। সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষ তাঁহার জীবনে কোনও দিন লক্ষ্য করি নাই। সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধা করিয়াও সংস্কার-মুক্ত মন লইয়া তিনি কালাতিপাত করিতেন। সাধনার অহঙ্কার ছিল না তাঁহার, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্য আছে—এই বিশ্বাস তাঁহার অস্থি-মজ্জাগত ছিল। আউল-বাউল-দরবেশ সম্প্রদায়ে পর্য্যন্ত তাঁহার অবাধ গতাগতি ছিল। আস্বাদনলোলুপতা ছিল তাঁহার অসীম। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-জর্জ্জরিত দিনে এই জাতীয় মহাপুরুষদের সাধনবৈশিষ্ট্য এবং উদারতার কথা যত আলোচিত হয় ততই মঙ্গল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধিকারিক পুরুষ

মহাপুরুষ জগতে অনেকই আছেন; কিন্তু জীবন্মুক্ত আধিকারিক পুরুষের সংখ্যা খুবই বিরল। অনাবৃত্তিই একমাত্র পুরুষার্থ, ভারতীয় দর্শনে এইরূপ মতবাদের প্রভাব কম নহে। অনেক মহাপুরুষ অনাবৃত্তি বা নির্ব্বাণকেই চরম আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; কিন্তু এই আধখানা সত্য লইয়া সকল মহাপুরুষের জীবনে তৃপ্তি আসে নাই। নির্ব্বাণ অমৃতত্ত্বের একদিক, জীবন্মুক্তি অন্যদিক্। লয়ের সাধনা বা বিনাশের সাধনাকে সকল মহাপুরুষ চরম আদর্শ বা সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। স্বামী নিগমানন্দও ছিলেন এই মতবাদেরই সমর্থক। নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়াও অর্থাৎ আত্মমুক্তি হইয়া যাওয়ার পরও দেখা যায়, তাঁহার ভিতর জগদ্ধিতের একটা জাগ্রত-বাসনা। ব্যষ্টি-জীবনের পূর্ণতা বা তৃপ্তির পরও, সমষ্টির জন্য কাজ থাকে। অবশ্য সকল মহাপুরুষের জীবনে থাকে না। প্রারব্ধের সংবেগ যদি আত্মমুক্তি বা মোক্ষ পর্য্যন্ত আসিয়াই নিঃশেষিত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহারা আধিকারিক পুরুষ হইতে পারেন না। নিজের নির্ব্বাণেই আধিকারিক পুরুষের অধিকার পরিসমাপ্ত হয় না। তাঁহাদের প্রারব্ধ জড়াইয়া থাকে বিশ্বের প্রারব্ধের সঙ্গে। সুতরাং আত্মমুক্তির পরও জগদ্ধিতের দায় আসিয়া তাঁহাদের স্কন্ধে চাপে। অবতার বা আধিকারিক পুরুষ—'জগদুদ্দিধীর্ষুঃ'। 'তস্যাত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্, জ্ঞানধর্ম্মোপদেশেন কল্পপ্রলয় মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষান্ উদ্ধরিষ্যামীতি।' 'তাঁহাদের নিজের সম্বন্ধে কোন প্রয়োজন না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

No. 9/330

থাকিলেও জীবের প্রতি অনুগ্রহ-করা-রূপ প্রয়োজন আছে। কল্পপ্রলয় ও মহাপ্রলয় হইতে সংসারী পুরুষদের জ্ঞানোপদেশ দ্বারা উদ্ধার করিব, প্রাণিগণের প্রতি এইমাত্র অনুগ্রহই সেই প্রয়োজন।'—পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যে ব্যাসদেব এই নিগূঢ়ার্থ অর্থাৎ আধিকারিক পুরুষদের অভিনব প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিজের দায় হইতে মুক্তি পাইলেও, পরের দায়ে আবার তাঁহাদিগকে আবদ্ধ হইতে হয়। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। আত্মমুক্তির পরের কর্ত্তব্য হইল জগতের হিত। এই বাসনা ভগবান্ সকল মহাপুরুষের আধারে জাগ্রত করেন না। জগদ্ধিতের চাপরাস সকলে পান না। যাঁহারা সেই অধিকার পান, তাঁহারা 'বসন্তবৎ লোকহিতং চরন্ত।' তাঁহাদের নিকট মুক্তির অর্থ অনাবৃত্তি নহে, তাঁহারা বলেন—"সম্ভবামি যুগে যুগে"। মুক্তপুরুষ বা আধিকারিক পুরুষ নির্ব্বাণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, "আমি আবার আসিব, আমার কাজ এখনো পরিসমাপ্ত হয় নাই।" আধিকারিক মহাপুরুষের বিশ্বের মুক্তির জন্য প্রাণ ছট্‌পট্ করে। আত্মমুক্তি তাঁহাদের নিকট তুচ্ছ। সম্যক্-সম্বুদ্ধ নির্ব্বাণের কূল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, বিশ্বজগৎকে সেইখানে লইয়া যাইবার জন্য। তথাগত বারংবার আসিতেছেন এবং আসিবেনও। অমিতাভ বুদ্ধ নির্ব্বাণের উপান্তে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—'আমি নির্ব্বাণ চাই না, জন্মনিরোধ চাই না, সবার মাঝে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে চাই, তাঁহাদের দুঃখকে বিদূরিত করিতে।' বিবেকানন্দও কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"আমি মুক্তি চাই না, দুঃখকে বরণ করিবার জন্য বারংবার আমি পৃথিবীতে আসিব, আর তাঁহারই উপাসনা করিব, যিনি—দেবতা হইতে কীট পর্য্যন্ত সবই হইয়াছেন, অতীত ভবিষ্যৎ, জীবন-মৃত্যু আসা-যাওয়া সব যাঁহার মধ্যে একাকার হইয়া রহিয়াছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুধু এই পার হইতে ওপারে যাওয়াই মুক্তি নহে, মুক্তি হইল, তাঁহার মাঝে মিশিয়া গিয়া সকলের সঙ্গে আবার এক হওয়া। যে শক্তি আমাকে মুক্ত করিয়াছে, সেই শক্তি যদি জগৎকেও মুক্ত না করে, তবে আর সেই শক্তির মহিমা কি? এক হওয়া অর্থাৎ অদ্বৈতানুভূতির নিগূঢ় রহস্য হইল—অখণ্ডসত্তায় চেতনায় আনন্দে এবং শক্তিতে একাত্মবোধ। কেবল একচোখা হরিণের মত হইলে ত চলিবে না। যুগপৎ দুইদিকে অর্থাৎ এইপারে এবং ওপারে দৃষ্টি সমানভাবে সঞ্চালিত থাকিবে। অহংশূন্য আধিকারিক পুরুষের মধ্যেই পুরুষোত্তম নব-জন্ম লাভ করেন। উত্তরণের পরেও আবার অবতরণের দিক্ রহিয়াছে। অভিমন্যুর মত কেবল ব্যূহপ্রবেশের পথ জানা থাকিলেই চলিবে না, নিষ্ক্রান্তির পথও জানা থাকা চাই। উত্তার এবং অবতার—দুই পথেরই সন্ধান জানা প্রয়োজন। নেতিবাদে অভিজ্ঞ হইলেই চলিবে না, আবার ইতিবাদেও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আধিকারিক পুরুষ নির্ব্বাণ-মোক্ষ এবং নির্ম্মাণ-মোক্ষ দুই মোক্ষের কথাই জানেন। তাঁহারা ইচ্ছামাত্র নামিতেও পারেন, আবার ঊর্দ্ধে উঠিয়াও যাইতে পারেন। কেবল সমাধি নহে, সমাধিকে পরিপাক করিবার প্রণালী সম্পর্কেও আধিকারিক পুরুষ সম্পূর্ণ সচেতন।

অনির্ব্বাণজী লিখিয়াছেন—"*আধিকারিক পুরুষ তাঁরাই, যারা তত্ত্ব-লাভের পরও সেই তত্ত্বপ্রকাশের একটা সার্বকালীন অধিকার লাভ করেন। এঁরা জগদ্‌গুরু। আধিকারিক পুরুষের ভাবটা বৌদ্ধদের মাঝে বেশ পরিস্ফুট। যেমন বর্ত্তমান যুগটা গৌতমবুদ্ধের অধিকারে। এরপর আস্‌বে মৈত্রেয়বুদ্ধের অধিকার। মনুরাও আধিকারিক পুরুষ। ব্যাস শুক ত বটেই।"

---

* গ্রন্থকারকে লিখিত অনির্বাণজীর চিঠির অংশবিশেষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের ভাবনা লইয়া সকলেই অস্থির, সমষ্টির ভাবনায় প্রাণ ব্যাকুল হয় কয়জনার? আত্মমুক্তি লাভ হইলেই আধারের পরিতৃপ্তি ঘটে; কিন্তু আধিকারিক পুরুষের তাহা হয় না। ঈশ্বরেচ্ছার সঙ্গে যাঁহাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিলয় ঘটে, তাঁহারা মুক্ত হইয়াও আবার ঈশ্বরের ন্যায় কর্ম্ম-জগতে দিব্যকর্ম্ম সাধন করিয়া থাকেন। এক সঙ্গে সকলের মুক্তি হয় না, সুতরাং ভগবানকেও বারংবার আসিতে হয়। ভগবদিচ্ছার সঙ্গে যে আধিকারিক মহাপুরুষের ইচ্ছা বিলীন হইয়া যায়, ভগবান্ সেই আধিকারিক পুরুষকে ছাড়েন না অর্থাৎ মুক্তি প্রদান করেন না। তিনি তাঁহার নিজের মত আধিকারিক পুরুষদেরও নিয়োগ করেন বিশ্বহিত-সাধনে। এই দায়িত্বগ্রহণে আধিকারিক পুরুষ কখনও পরাঙ্মুখ হন না। আধিকারিক মহাপুরুষ নিগমানন্দের আধার ছিল, খুব বড় আধার; তাই তিনি সমাধি হইতেও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জীবকোটির যেখানে প্রলয়, ঈশ্বরকোটির হয় সেখানে ব্যুত্থান। স্বামী নিগমানন্দ নির্ব্বাণ-সুখের আস্বাদন পাইয়াও, জগতের দুঃখী জীবের কথা ভুলেন নাই। অবসিতাধিকারী হইয়াও পুনঃ তিনি অধিকার-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রজ্ঞাপ্রসাদমারুহ্য অশোচ্যঃ শোচতো জনান্।
ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্ব্বান্ প্রাজ্ঞোঽনুপশ্যতি॥

'পর্ব্বতারোহণ করিয়া পর্ব্বতশিখরস্থিত পুরুষ যেমন ভূমিস্থিত সকল জীবকে বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত প্রভৃতি দ্বারা ক্লিষ্ট দেখে, তদ্রূপ প্রজ্ঞাসম্পন্ন পুরুষ প্রজ্ঞাপ্রসাদ লাভ করিয়া স্বয়ং শোকমুক্ত হইয়া অপর সকলকে রোরুদ্যমান্ দর্শন করেন।'

আধিকারিক পুরুষের হয় এই অবস্থা। নিজে দুঃখমুক্ত হইলেও বিশ্বের দুঃখ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসে। এইজন্যই সিদ্ধিলাভের পর আরম্ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় তাঁহাদের নূতন সাধন-জীবন অর্থাৎ দিব্যকর্ম্মের সূত্রপাত। আধিকারিক পুরুষের মুক্তি হয়, সকলের মুক্তির সঙ্গে। একাকী তিনি মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। তাঁহার দায়, বড় দায়। নিজে খাইলেই তাঁহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না, সকলকে উপবাসী রাখিয়া নিজের পেট ভরিলেই তাহার সন্তুষ্টি আসে না, সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া তবে তিনি সন্তুষ্ট হন। অধিকার সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, আধিকারিক পুরুষের ছুটি নাই। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে আধিকারিক পুরুষ নিগমানন্দেরও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হইতে পারে না; কেন না তিনি যে বহু দায়-দায়িত্ব লইয়া আসিয়াছিলেন। একজনও অমুক্ত থাকিতে তাঁহার মুক্তি নাই। নিজের মুক্তি অপেক্ষা, জগতের মুক্তিই আধিকারিক পুরুষের একান্ত কাম্য। নির্ব্বাণ-সুখ তাঁহাদিগের নিকট তুচ্ছ। 'বহুজনহিতায়, বহুজন সুখায়'—আধিকারিক পুরুষের দিব্য-জীবন। সকলের পাপের বোঝা বহন করিয়া, সকলকে মুক্তি দিয়াই আধিকারিক-পুরুষের মহানন্দ। তাঁহারা আসেন মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা লইয়া নহে, অপরকে মুক্ত করিতে গিয়া বন্ধন স্বীকার করিতে। ইহাই আধিকারিক পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

নিজের বোঝাই সকলে বহন করিতে পারে না, জগতের বোঝা ত দূরের কথা; কিন্তু আধিকারিক পুরুষ অপরের দুঃখের বোঝা বহন করিতে বেশী উৎফুল্ল হইয়া ওঠেন। নিজে হলাহল হজম করিয়া, জগৎকে অমৃত-বিতরণই আধিকারিক পুরুষের একমাত্র কর্ত্তব্য। আধিকারিক পুরুষ স্বামী নিগমানন্দ পাপী-তাপীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোরা কে কোথায় আছিস্‌রে, ছুটে আয়, আমি যে তোদের প্রতীক্ষাতেই আছি। তোদের সকলকে মুক্তি দিয়ে যদি আমাকে চিরবন্ধন স্বীকার কর্‌তে হয়, আমি সানন্দে তা বরণ কর্‌ব। তোদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তিতেই যে আমারও মুক্তি। আমি যে তোদের সঙ্গে এক হয়ে আছি।" সমষ্টির বেদনায় আকুল হইয়া উঠিতেন আধিকারিক পুরুষ নিগমানন্দ। সাধন-ভজনের তাপ বা ক্লেশ নিজে সহ্য করিয়া, সকলকে তিনি অভয়-বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন, 'তোদের আর পৃথক্ সাধন-ভজনের প্রয়োজন নাই। আমি যে তোদের হয়ে সব করেছি।' সকল দায় হইতে মুক্ত করিয়া, পাপী-তাপীর সঞ্চিত-পাপের বোঝা নিজ স্কন্ধে বহন করিয়া, যাঁহার বিন্দুমাত্র ক্লান্তি দেখা দেয় নাই, পাপী-পুণ্যবান নির্ব্বিশেষে যিনি পদাশ্রয় দিয়াছিলেন, সেই ক্ষমাভূপ দরদী আধিকারিক মহাপুরুষ নিগমানন্দের অভয়-বাণী বিশ্ববাসীকে পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন করুক। এই আধিকারিক পুরুষের আশ্রিত ভক্ত-সন্তানগণও পরম ভাগ্যবান্। তাঁহাদের মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আধিকারিক পুরুষেরও মুক্তি নাই। মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ ভাগ্যের কথা, কিন্তু তদপেক্ষাও ভাগ্যবান্ তাঁহারা যাঁহারা আধিকারিক মহাপুরুষের আশ্রয় লাভে ধন্য হইয়াছেন। কেন না, তাঁহাদের মুক্তি-মোক্ষের দায় গ্রহণ করিয়াছেন, আধিকারিক পুরুষ স্বয়ং। এইরূপ সমর্থ আধিকারিক পুরুষ জগতে বাস্তবিকই দুর্ল্লভ।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ

বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের বত্রিশ সূত্রে বেদব্যাস লিখিয়াছেন—"যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্" ৩।৩।৩২ বেদান্ত-দর্শন। তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিরা, যাঁহারা লোক স্থিতিকারণ বেদপ্রবর্ত্তনাদি কার্য্যে নিযুক্ত (অদৃষ্ট সহায় ঈশ্বরের আজ্ঞায়), তাঁহারা যাবৎ তাঁহাদের সে অধিকার সমাপ্ত না হয়, তাবৎ জীবন্মুক্তভাবে সেই সেই অধিকার সম্পাদনে অবস্থান করেন। অধিকার সমাপ্ত হইলেই তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান-ফল কৈবল্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তত্ত্বজ্ঞ ঋষিদের মাঝে সকলেই আধিকারিক পুরুষ নহেন। জগদ্‌গুরু বা ঈশ্বরেচ্ছায় ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ এই অধিকার প্রাপ্ত হন। ব্যাসদেব, শুকদেব এঁরাও আধিকারিক পুরুষ ছিলেন। পরম্পরাক্রমে স্বামী নিগমানন্দদেবও জগদ্‌গুরুর ইচ্ছায় এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। এই জন্যই তিনিও আধিকারিক পুরুষদের মধ্যে অন্যতম।

তত্ত্ব-জ্ঞানীর পুনর্জ্জন্ম হয় কিনা—ইহা এক সমস্যা-সমাকুল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর বেদান্তদর্শনে ব্যাসদেব এবং তাহার ভাষ্যে জগদ্‌গুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মবিদামপি কেষাঞ্চিদিতিহাসপুরাণয়োর্দ্দেহান্তরোৎপত্তি দর্শনাৎ। তথা হ্যপান্তরতমাঃ নাম বেদাচার্য্য পুরাণর্ষিবিষ্ণু-নিয়োগাৎ কলিদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সম্বভূবেতি স্মরণম্।" "শ্রুতিস্মৃতি, ইতিহাস পুরাণাদিতে ব্রহ্মজ্ঞেরও পুনর্জ্জন্ম হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। অপান্তরতমনামা জনৈক পুরাতন ঋষি ও বেদাচার্য্য ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশে কলিদ্বাপরের সন্ধিসময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (ব্যাস) হইয়া জন্মিয়া-ছিলেন। ভাষ্যে আরও আছে—"বশিষ্ঠ একজন ঋষি, বিশেষতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি ব্রহ্মার মানস-পুত্র, তিনিও নিমিরাজার শাপে গতদেহ ও ব্রহ্মার আদেশে পুনর্ব্বার মিত্রাবরুণের দ্বারা পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগু প্রভৃতি কতিপয় ঋষিও বরুণের যজ্ঞে পুনরুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার অপর মানসপুত্র সনৎকুমার। তিনিও রুদ্রের বর উপলক্ষ্যে কার্ত্তিকেয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ স্মৃতিতে দক্ষ, নারদ প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানীর সেই সেই কারণে দেহান্তরোৎপত্তি হইতে শুনা যায়।" (৺দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক শাঙ্করভাষ্যের অনুবাদ)।

"অপান্তরতম ঋষিরা সকলেই ঈশ্বর অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশালী বা অধিকার প্রাপ্ত (কর্ম্মবলে)। তাঁহারা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সেই সেই অধিকারে নিযুক্ত। কৈবল্যোৎপাদক তত্ত্বজ্ঞান থাকিলেও তাঁহারা কর্ম্মক্ষয় না হওয়ায় কর্ম্মানীত অধিকারে অবস্থান করেন—কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্তই অবস্থান করেন, কিন্তু কর্ম্মক্ষয় হইলে আর তাঁহারা তদধিকারে থাকেন না, অধিকারবিযুক্ত ও কেবল হন অর্থাৎ মুক্ত হন। এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা অবিরুদ্ধ।"—(৺দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক ভাষ্যানুবাদ)।

আধিকারিক তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদের কর্ত্তব্য এক দেহে পরিসমাপ্ত না হইলে পুনরায় তাঁহারা দেহান্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন কিম্বা সেই দেহেই যোগৈশ্বর্য্যবলে যুগপৎ বহু দেহ (অর্থাৎ কায়ব্যূহ) সৃষ্টি করিয়া অধিকার সমাপ্ত করেন। তত্ত্বজ্ঞ ঋষিরা পরকায়ে প্রবেশ করিয়াও কার্য্যসাধন করিয়া থাকেন। সুলভা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী ঋষি রাজর্ষি জনকের সহিত যোগবিবাদ করিবার ইচ্ছায় নিজদেহ পরিত্যাগান্তর জনকের দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কার্য্যসিদ্ধি করিয়া পুনরায় নিজদেহে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এ সংবাদ "ইতি স্মর্য্যতে" বলিয়া ভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও উল্লেখ করিয়াছেন। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যও পরকায়ে প্রবেশ করিয়া কামকলাতত্ত্ব অধিগত করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোট কথা, আধিকারিক পুরুষদের এক দেহে ভগবানের অভিপ্রেত কার্য্য সিদ্ধ না হইলে, পুনরায় দেহান্তর পরিগ্রহ করিতে হয়। ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপরিসমাপ্তির পর তাঁহাদের মুক্তি। ব্রহ্মজ্ঞ আধিকারিক পুরুষ সর্বত্রই দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হইতে পারেন না। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"তস্মাদুপপন্না যাবদধিকারমাধিকারিকাণামবস্থিতিঃ।" অতএব আধিকারিক অর্থাৎ গৃহীতাধিকার জ্ঞানীদিগের অধিকারসমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তভাবে অবস্থান, এ কথা শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়-প্রসিদ্ধ।

ব্যাস-শুক ইহারাও জগদ্‌গুরু। নির্বিকল্পসমাধি হইতে সকলে ফিরিয়া আসিতে পারেন না। যাঁহারা ফিরিয়া আসেন, ঈশ্বরেচ্ছাতেই তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে। সদ্‌গুরু নিগমানন্দদেবও জগদ্‌গুরুর ইচ্ছায় গুরুভাব লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার শ্রীমুখ হইতেই শ্রবণ করিয়াছি। তিনিও ভগবান্ কর্ত্তৃক জগদ্ধিতে নিয়োজিত একজন আধিকারিক ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনিও ভারপ্রাপ্ত জগদ্‌গুরুদের মধ্যে অন্যতম। ঈশ্বরেচ্ছাতেই নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতেও তাঁহার ব্যুত্থান ঘটিয়াছিল। নতুবা জীবকোটির ব্রহ্মজ্ঞরা সেই ভূমি হইতে ফিরিয়া আসিতে পারেন না।

অধিকারপ্রাপ্ত হইয়া বা অধিকার লইয়া স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস-দেব জগদ্‌গুরুরূপে এই জগতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে কথা এই যে, সেই আধিকারিক পুরুষের উপর ন্যস্ত কর্ত্তব্য-ভার কি তিনি সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন? যদি না গিয়া থাকেন, তবে অন্যান্য ব্রহ্মজ্ঞের মত পুনর্জ্জন্ম বা পরকায়প্রবেশ ভিন্ন তাঁহারও গত্যন্তর নাই। "শুদ্ধ আধার" পাইলে তিনি আবিষ্ট হইবেন—এই প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় নাই। অর্থাৎ আধিকারিক পুরুষের আধিকার সমাপ্ত হয় নাই। অতএব তাঁহার উপর ন্যস্ত কর্ত্তব্য উদ্‌যাপনের জন্য নিজে দেহধারণ না করিলেও উপযুক্ত আধারে তাঁহাকে প্রবেশ করিতেই হইবে। নতুবা তাঁহার কার্য্য অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। আধিকারিক পুরুষরা এই দিক্ দিয়া আবদ্ধ। জগদ্ধিতকর কার্য্য সমাপ্ত না হইলে, তাঁহাদিগকে দেহান্তর পরিগ্রহ কিংবা পরকায়প্রবেশ করিতেই হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মজ্ঞ হইলেই আধিকারিক পুরুষ হওয়া যায় না। ঈশ্বরেচ্ছাতেই (তাঁহাদের নিজের কোন ইচ্ছা তখন থাকে না) তাঁহাদের ব্যুত্থান ঘটে। যে স্তর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের কোন আশা নাই, সেই স্তর হইতে একমাত্র ঈশ্বরেচ্ছা বা অন্যের ইচ্ছা ব্যতীত ব্যুত্থান হইতে পারে না। জগদ্‌গুরু নিগমানন্দের জগদ্ধিতকার্য্য যদি পরিসমাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে যোগ্য আধারকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্য তাঁহাকে সম্পন্ন করিতেই হইবে। নতুবা আধিকারিক পুরুষ হিসাবে তাঁহার মুক্তি নাই। মুক্তিলাভ করিতে হইলে ভগবৎ-প্রদত্ত কর্ত্তব্যভার কাহারও আধারে ন্যস্ত করিতে হইবে, নতুবা ব্রহ্মজ্ঞকেও পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিতে হইবে। আধিকারিক পুরুষের এ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পরমহংস নিগমানন্দদেব বলিয়াছেন—"নির্ব্বিকল্প ভূমিতে আমার কোন ইচ্ছা ছিল না, জগদ্‌গুরুর বিশেষ ইচ্ছাই আমার ভিতর সঙ্কল্পাকারে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।" আধিকারিক ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদের ভিতর ঈশ্বরেচ্ছাই লীলায়িত হইয়া ওঠে। এই অলৌকিক লীলা বুঝিয়া উঠা বড়ই দুষ্কর।

সাধন-সিদ্ধ মহাপুরুষ হইলেও নির্ব্বিকল্প ভূমিতে ঠাকুর নিগমানন্দ-দেবের বিশেষ কোন ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু জগদ্‌গুরু ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহার ভিতর গুরুভাব জাগিয়া উঠিলেই, তাঁহার উপর জীবোদ্ধারের দায়িত্বও আপনি আসিয়া পড়ে। আধিকারিক মহাপুরুষ নিগমানন্দ পরমহংসদেব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্ত্বজ্ঞানলাভের পরও জীবোদ্ধারকার্য্যের জন্য নির্ব্বিকল্প ভূমি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার এই জীবোদ্ধার-ব্রত নিগমানন্দ-দেহে পরিসমাপ্ত হইয়াছে কি ? তিনি কি তাঁহার বিরাট ইচ্ছাকে সেই দেহে সম্পূর্ণভাবে রূপ দিতে পারিয়াছিলেন ? নতুবা শত শত নিগমানন্দ সৃষ্টি করিয়া অর্থাৎ কায়ব্যূহ রচনা করিয়া তাঁহার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব তাঁহাকে পরিসমাপ্ত করিতেই হইবে। আধিকারিক নিগমানন্দ পরমহংস-দেবের কাজ নিগমানন্দ ছাড়া আর কে সম্পন্ন করিবে ? এই জন্যই, আধিকারিক মহাপুরুষ তাঁহার বিরাট ইচ্ছা সম্পূরণার্থ শত শত নিগমানন্দ সৃষ্টি করিয়া তবে মুক্ত হইবেন। ইহা অমোঘ সত্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

9/330

তান্ত্রিকসাধনার বৈশিষ্ট্য

বাংলা দেশ তন্ত্রসাধনার দেশ। এই দেশের জল, বায়ু এবং সংস্কার তান্ত্রিক সাধনার সম্পূর্ণ অনুকূল। এই জন্যই বাংলা দেশে এত তান্ত্রিক সাধকের আবির্ভাব। মহাপুরুষ এই দেশে অনেকেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, প্রায় সকলের জীবনেই তন্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উত্তরজীবনে অনেকে হয়ত অন্য মত-পথের প্রদর্শক হইলেও, প্রাথমিক সাধন-জীবনের সূত্রপাত হইয়াছে তন্ত্রসাধনাকে অবলম্বন করিয়াই। বাংলার রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ, কমলাকান্ত, শ্রীনিগমানন্দ সকল মহাপুরুষই মহাশক্তির সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শক্তিসাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্রই হইল—বাংলা দেশ।

তান্ত্রিকসাধনার লক্ষ্য হইল—মহাশক্তিকে আয়ত্ত করা। তাহার একটা পদ্ধতি বা আচার আছে। এই মার্গে চলিতে হইলে একটা বিশিষ্ট ভাব বা আচারকে অবলম্বন করিতে হয়। পশ্বাচার, বীরাচার এবং দিব্যাচার কিংবা পশুভাব, বীরভাব, দিব্যভাবকে অবলম্বন ব্যতিরেকে তান্ত্রিকসাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। তন্ত্রমার্গ—প্রয়োগ মার্গ। উপযুক্ত উপদেষ্টা মহাকৌলের কৃপালাভ করিতে পারিলে এই পথে সিদ্ধি অনিবার্য্য। তবে এই পথের আধিকারিক সাধক খুবই বিরল। সংস্কার লক্ষ্য না করিয়া তান্ত্রিকীদীক্ষা প্রদান করিলে, তাহাতে ফল কিছুই হয় না। এই জন্যই সিদ্ধ কৌল শারীরিক লক্ষণ দেখিয়াই বলিয়া দিতে পারেন, তাহা দ্বারা তান্ত্রিকসাধনা হইবে কিনা।

শ্রীরামচন্দ্র এবং রাবণ উভয়েই তান্ত্রিক ছিলেন। মহাশক্তির কৃপায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উভয়ের জীবনেই সিদ্ধিঋদ্ধি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু একজন শক্তির মর্য্যাদা দিয়া শক্তিকে বশীভূতা বা ঘরণীরূপে পাইয়াছিলেন, অন্য জন শক্তির অমর্য্যাদা করায় শক্তিলাভ করিয়াও শক্তিহারা হইয়াছিলেন। উগ্রসাধনায় শক্তি পরিতুষ্টা হইয়া সাধককে সর্ব্বত্রই বরপ্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই বরের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারায় অনেক সাধকেরই পতন ঘটে। শক্তিআরাধনার ক্ষেত্রে মহাশক্তির মোহিনীরূপে মুগ্ধ-বিভ্রান্ত হইয়া কত সাধকের জীবনে যে পতন ঘটিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বজ্রদৃঢ়সঙ্কল্পে এবং লক্ষ্যের প্রতি অটুট নিষ্ঠা না থাকিলে তান্ত্রিকসাধনায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবারও খুব সম্ভাবনা আছে। আধিকারিক মহাসাধক ভিন্ন এই পথের চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব।

মহাশক্তিরও ভর্ত্তা আছেন। তিনি হইলেন শিব বা মহাকাল, শুম্ভ-নিশুম্ভ নহে। কেবল ইচ্ছা বা সাধ থাকিলেই মহাশক্তিকে স্ত্রীরূপে লাভ করা যায় না। জন্মজন্মান্তরের তপস্যা ব্যতীত, শিব সতীকে লাভ করিতে সক্ষম হন না। **শক্তি অশোধিত অবস্থায় বিষ, শুদ্ধ হইলেই অমৃত।** একমাত্র শৈবচেতনাতেই শক্তি শোধিতা হন। তান্ত্রিকের **শোধন-প্রক্রিয়াটী** সাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ। তান্ত্রিকের কাছে প্রত্যাখ্যান নাই বটে, কিন্তু শোধন না করিয়া পঞ্চমকারগ্রহণও তান্ত্রিকের ধর্ম্ম নহে। এই শোধন-ক্রিয়া-অভিজ্ঞ হইলেন **রসায়নাচার্য্য মহাকৌল শিব।** শিব না হইলে শক্তিকে পাওয়া যায় না। চণ্ডীর উত্তরচরিত্রে দেখা যায়, শিবের অভিমান লইয়া শুম্ভ দেবীর পাণিগ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পরিণাম কি হইল—শুম্ভের মরণ বা পতন। প্রকৃত তান্ত্রিক শম্ভু বা শিব হইয়া তবে মহাশক্তিকে স্ত্রীরূপে বা সহধর্ম্মিণীরূপে লাভ করিতে পারেন। শম্ভুই সতীর ভর্ত্তা, শুম্ভ নহে। এই জন্যই চণ্ডীদেবীর উক্তি, যথা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যো মাং জয়তি সংগ্রামে
যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে
স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥

'যিনি সংগ্রামে আমাকে জয় করিবেন, যিনি আমার গর্ব্ব বিনষ্ট করিতে পারিবেন কিংবা জগতে যিনি আমার তুল্য বলশালী তিনিই আমার স্বামী হইবেন।'

দেবীর এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার একমাত্র অধিকারী শিব। শুম্ভের প্রলোভন ছিল; কিন্তু ত্যাগ ব্যতীত—সামর্থ্য ব্যতীত মহাশক্তিকে বরণীরূপে লাভ করা কি যাহার তাহার কর্ম্ম? ভৈরবী গ্রহণ করিলেই তান্ত্রিক হওয়া যায় না। শোধন-প্রক্রিয়া না জানিয়া শক্তিগ্রহণ শক্তি-বিনাশেরই প্রশস্ত পথ মাত্র। মহেশ্বর এবং মহেশ্বরীর কৃপা না হইলে তান্ত্রিকমার্গে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। স্থান-কাল এবং পাত্রের প্রতিও তান্ত্রিকের সুতীব্র নজর। শক্তির সহায়তার জন্যই শক্তির সাহচর্য্য; কিন্তু শক্তি যদি অবিদ্যারূপিণী হন, তবে সাধকের ভাগ্যে সিদ্ধিলাভ সুদূর-পরাহত। লক্ষণযুক্তা ভৈরবী ব্যতীত তান্ত্রিকসাধকের যে-কোনও নারীকে সাহায্যকারিণীরূপে গ্রহণ করিতে নাই। তন্ত্রে এই সম্পর্কে কঠোর নির্দ্দেশ আছে। নারীর সাহচর্য্যই যদি তান্ত্রিকসাধনার লক্ষ্য হইত, তবে ঘরে ঘরেই ত তান্ত্রিকসাধনা চলিয়াছে। কিন্তু সংসারে শিবের দর্শন ত বিরল। সমর্থ পুরুষ এবং সমর্থা নারীর একত্র সাধনাতেই সিদ্ধি ঘটে। নিজের নির্ব্বাচন এ ক্ষেত্রে বিনাশই ডাকিয়া আনে, এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কৌলের নির্দ্দেশ ব্যতীত একপদও অগ্রসর হওয়া উচিত নহে।

তান্ত্রিক সাধক রামপ্রসাদের পদাবলীতে আছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে॥

মহাশক্তি ত্রিরূপিণী। বাংলাদেশে মহাশক্তিকে মাতৃরূপে সাধনা করিয়া অনেক সাধকই সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ মাকে কন্যারূপে পাইয়াছিলেন। জগদীশ্বরী প্রসাদের কন্যা জগদীশ্বরীতে প্রকটিতা হইয়াছিলেন। মাতৃরূপে বা কন্যারূপে সাধনা তত কঠিন নহে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সাধনা হইল জায়ারূপে—পত্নীরূপে। বীরাচারী সমর্থ সাধক ব্যতীত এই সাধনার অধিকার সকলের নাই। এ ক্ষেত্রে স্বামী নিগমানন্দের তান্ত্রিকসাধনার বৈশিষ্ট্যের কথাই আলোচনা করিব।

তান্ত্রিকমার্গে মহাশক্তিকে মাতৃরূপে বা কন্যা পার্ব্বতীরূপে লাভ করিয়া গিয়াছেন, এইরূপ সাধকের কথা আমরা শুনি; কিন্তু মহাশক্তিকে পত্নীরূপে লাভ করিবার আধিকারিক সাধকের কথা সচরাচর খুবই কম শুনা যায়। নিভৃতে, বনে-জঙ্গলে তান্ত্রিকসাধনার পথে কোন কোন সাধক সিদ্ধিলাভ করিলেও তাহার তেমন প্রচার নাই। এমন কি শ্রীরামকৃষ্ণের তান্ত্রিকসাধনায় সারদামণিকে ষোড়শীদেবীর আসনে বসাইয়া পূজার কথা উল্লেখ থাকিলেও, পরমহংসদেব ভাবমুখেই থাকিতেন। সেই গুহ্যসাধনার কথা তিনি তেমন ভাবে জনসমাজে প্রচার করেন নাই। তান্ত্রিকসাধনার এই উচ্চমার্গে ঈশ্বরকোটি বলিয়া তাঁহার অধিকার ছিল; কিন্তু এইরূপ সাধনার দৃষ্টান্ত আর বড় বেশী দেখা যায় না। কিন্তু বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ ভৈরব বামাক্ষেপার কৃপায় ঠাকুর নিগমানন্দ মহাশক্তিকে স্ত্রীরূপে কি ভাবে লাভ করিয়াছিলেন, তাহার রোমাঞ্চকর বিবৃতি তিনি স্বয়ং জগৎসমক্ষে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আধিকারিক মহাপুরুষ না হইলে সকল সাধকের জীবনে এই সামর্থ্য ফুটিয়া উঠে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিব অংশে বা শিববীর্য্যে যাঁহাদের জন্ম তাঁহারাই এই ক্ষুরধার সাধন-পথে সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন। মহাশক্তির ভর্ত্তা তান্ত্রিক হইলেই হওয়া যায় না—আধিকারিক পুরুষ হওয়া চাই। অর্থাৎ জন্মজন্মান্তরের তপস্যায় অচল-অটল থাকিয়া যাঁহারা সিদ্ধিলাভের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই আধিকারিক পুরুষ। ইঁহারা সাধনসিদ্ধ অর্থাৎ পুরুষকার বা স্বীয় সাধনা-বলে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আধিকারিক পুরুষের পদটী লাভ করিয়াছেন।

মহাশক্তিকে মাতৃসম্বোধন করিয়া তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এইরূপ সিদ্ধ তান্ত্রিক বাংলাদেশে অনেকেই আছেন, কিন্তু মহাশক্তিকে সাধনায় স্ত্রীরূপে লাভ করিয়াছেন—এইরূপ শিবকল্প সিদ্ধ মহাকৌল খুবই বিরল। তন্ত্রমার্গটাই দুঃসাহসিক মার্গ। সাধকের পক্ষে অসীম সাহসের নিদর্শন—মহাশক্তিকে পত্নীরূপে লাভ করা। তান্ত্রিকগুরু নিগমানন্দ ছিলেন, এইরূপ অসাধারণ তান্ত্রিকের মধ্যে এক বিশেষ মহাজন। তাঁহার শ্রীমুখেই কতবার শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি যে, পূর্ব্বজন্মে তিনি ছিলেন কেদার রায়ের তান্ত্রিকগুরু ব্রহ্মানন্দ, যিনি মহাশক্তিকে দাসীর মত আজ্ঞাকারিণী করিয়া রাখিতে সমর্থ ছিলেন। আজ বাংলাদেশে হঠাৎ-সিদ্ধি, কৃপাসিদ্ধির কথা প্রায়ই শুনিতে পাই; কিন্তু বাংলার যাহা বৈশিষ্ট্য—বাংলার সেই পুরুষকার-সম্পন্ন মহাকৌল সাধনসিদ্ধ তান্ত্রিকাচার্য্য আজ কোথায়? বাংলার গৌরব তান্ত্রিকগুরু শ্রীনিগমানন্দ। কলিযুগে সাক্ষাৎ শিব নিগমানন্দ-রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার তান্ত্রিকসাধনা, সাধারণ তান্ত্রিকের মত ছিল না। তিনি ছিলেন বীরাচারী, পুরুষকারসম্পন্ন আধিকারিক সাধন-সিদ্ধ সমর্থ মহাকৌল মহাপুরুষ। মহাশক্তি তাঁহার গলায় বর-মাল্য প্রদান করিবেন না ত করিবেন কাহাকে? বাংলাদেশ ধন্য, বাঙ্গালী ধন্য, আমরা ধন্য তাঁহার মত একজন সাধন-সিদ্ধ মহাপুরুষ লাভ করিয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীনিগমানন্দের অভিনব অবদান

তন্ত্রের পর জ্ঞানের সাধনা। দ্বৈতের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, অদ্বৈতরাজ্যের রহস্য অবগত হইবার জন্য স্বামী নিগমানন্দের জীবনে প্রবল অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠিল। সত্য বলিয়া, ঈশ্বরানুগ্রহ বলিয়া যে অনুভূতিকে চরম সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিচারে সেই অনুভবের রাজ্যকেও অতিক্রম করিয়া তিনি বিশ্লেষণ-পথে—অদ্বৈতমতে আবার আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তারিণীর কৃপায় স্বামী নিগমানন্দের প্রাণে জ্ঞানস্পৃহা প্রবল হইয়া দেখা দিল। সব কিছুকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। সাধারণ সাধকের যেখানে ইতি, 'এহ বাহ্য' বলিয়া স্বামী নিগমানন্দ তাহাকেও অতিক্রম করিয়া গেলেন। এবার অদ্বৈতমতাবলম্বী হইয়া পড়িলেন তিনি।

অদ্বৈতের ব্যাখ্যা অনেক রকমই আছে। শঙ্করের মতে অদ্বৈত-সিদ্ধি হইলে জগৎ মিথ্যা হইয়া পড়ে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা। জগতের কোন পারমার্থিক সত্তা নাই। তবে যে জগৎ দৃষ্ট হয় তাহার কারণ মায়া। মায়ার কার্য্যই হইল যেখানে যাহা নাই, সেখানে তাহা সৃষ্টি করা। এই জন্যই মায়াকে অঘটনঘটনপটীয়সী বলা হয়। মরুভূমিতে মরীচিকার সৃষ্টি করে এই মায়া। রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় অবিদ্যা বা মায়ারই শক্তিতে। আবরিকাশক্তিতে ব্রহ্মের স্বরূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন বিক্ষেপশক্তির বলে বিপরীত জ্ঞান বা প্রতীতি জন্মে। অদ্বৈতবাদী শঙ্করের এই সিদ্ধান্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগৎকে নস্যাৎ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা দেখি আচার্য্য শঙ্করের অর্থাৎ জগন্মিথ্যাত্ববাদের উপরই তাঁহার ঝোঁক প্রবল। এই মতবাদ প্রচার করিয়াই তাঁহার আত্মতুষ্টি আসিয়াছিল। হয়ত তখন এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনও ছিল; কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতব্যাখ্যার পরও আরও ব্যাখ্যাতার উদ্ভব হইল। অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা সেই সব আচার্য্যেরা নূতন করিয়া জন-মানসের সম্মুখে ধরিলেন। ব্রহ্মকে কেবল নির্গুণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গেলেন আচার্য্য শঙ্কর, আবার তাঁহার পরেই কিম্বা সমসাময়িক আচার্য্যেরা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন, ব্রহ্ম সগুণ—অশেষকল্যাণগুণসম্পন্ন। নির্গুণের অর্থ করিলেন, হেয়গুণবিবর্জ্জিত অশেষ কল্যাণগুণসম্পন্ন। কেবল নির্গুণ এবং কেবল সগুণ কোনটাই ঠিক নহে। যিনি নির্গুণ, তিনি আবার সগুণও। তুলসীদাসের দোঁহাতে আছে—

নির্গুণ মেরা বাপ, সগুণ মাহ্ তারি।
কারে নিন্দো, কারে বন্দো, দোনো পাল্লা ভারি॥

ক্রান্তদর্শীর সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টিতে খিল পড়িয়া যায় না। শঙ্করাচার্য্য নেতিবাদের পথ ধরিয়া চতুর্থ অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তিকে অতিক্রম করিয়া একমাত্র তুরীয়কেই আত্মার স্বরূপ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। কিন্তু নিম্নের তিনটী স্তরের সত্যতা স্বীকারই করিলেন না, কিম্বা করিলেও তাহাকে আপেক্ষিক বলিয়া মন্তব্য করিলেন।

দৃষ্টজগৎকে, সর্ব্বসাধারণের অনুভূত জগৎকে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শঙ্কর-প্রতিভা যতখানি প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহার আংশিকও যদি দৃষ্টজগতের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় নিয়োজিত হইত, তবে শঙ্করাচার্য্য কেবল অদ্বৈতবাদী হইয়া থাকিতে পারিতেন না। এইখানেই অদ্বৈত-মতাবলম্বী স্বামী নিগমানন্দের বৈশিষ্ট্য। অদ্বৈতমতাবলম্বী জ্ঞানপন্থী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া জগতের প্রতি তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না বটে ; কিন্তু জগৎকে তিনি অগ্রাহ্য করিয়াও যান নাই। জগৎ মিথ্যা এই কথার উপর জোর না দিয়া, স্বামী নিগমানন্দ বলিলেন—জগৎ ব্রহ্মেরই বিভূতি। অদ্বৈত-মতে অনুভূতির প্রবাহ দুইটি ধারায় বিভক্ত। এক নির্ব্বাণমুখী. আরেক অনির্ব্বাণমুখী। একটা হইল লয়ের সাধনা, আরেকটা হইল বিভূতির সাধনা। একহিসাবে নাম-রূপ মিথ্যা, আরেকদৃষ্টিতে ব্রহ্মের অনন্ত নাম, অনন্ত রূপ। ব্রহ্মেরও বিশ্বরূপ আছে। ব্রহ্ম অনন্ত। বিকাশেরও নিকাশ পাওয়া যায় না। বিবর্ত্তবাদ এবং পরিণামবাদ, উভয়ই সত্য। বিবর্ত্তবাদের মহাবাক্য 'নেতি, নেতি', পরিণামবাদের 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। দুইয়ের মধ্যে কোথায়ও বিরোধ নাই, থাকিতেও পারে না। উভয়ই সত্যদর্শনের এক একটি ধারা মাত্র। স্বামী নিগমানন্দের মতে, জগৎ ব্রহ্মেরই ছটা। জগতের ভিতর দিয়া ব্রহ্মই ফুটিয়া উঠিয়াছেন। কাজেই জগৎকে নস্যাৎ করিলে, তাঁহার বিভূতি দর্শনে বঞ্চিত হইতে হয়। শঙ্করপন্থী হইয়াও স্বামী নিগমানন্দের মতবাদ এইখানেই বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। জগতের সংস্রব ছাড়িলেও, মনোজগৎকে ত উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী দুই চারিজন মাত্র ; কিন্তু অগণিত জনসাধারণের নিকট জগৎ ত সত্য বলিয়াই প্রতিভাত। জগৎ মিথ্যা হইলে ব্যবহারিক কারবার যে অচল হইয়া যায়।

শঙ্কর-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াও স্বামী নিগমানন্দ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া উঠেন নাই। অদ্বৈত মত, পরিক্রমার এক দিককার একটি বিন্দুমাত্র ; কিন্তু পরিক্রমার আরও অনন্ত দিক্ রহিয়াছে। এ যদি না হইত, তবে অদ্বৈতবাদী নিগমানন্দ, অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াও যোগপথে, প্রেমের পথে আবার নূতন করিয়া পরিক্রমায় বাহির হইতে পারিতেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর নিগমানন্দদেবের মতবাদ প্রচার করিতে গিয়া আমরা আমাদের নিজেদের যে মতবাদের দিকে ঝোঁক, সেই রংয়েই রঞ্জিত করি ঠাকুরকে। এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই অনির্ব্বাণজী লিখিয়াছেন—"তোমরা যখন তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করে নিজের মত সমর্থন কর, আফ্‌শোষ হয়. তোমরা কেউ নিলে শাঁস, কেউ নিলে বীচি, কেউ নিলে খোলা, পুরা বেলটি কেউ নিলে না।" বাস্তবিকই এই দিকে খেয়াল রাখিয়া চলিলে, ঠাকুরকে কেবল জ্ঞানীগুরু, কেবল তান্ত্রিক-গুরু, কেবল যোগীগুরু কিম্বা কেবল প্রেমিকগুরু বলা চলে না। ঠাকুর নিগমানন্দ ছিলেন—সার্ব্বভৌম গুরু। প্রত্যেক মত-পথেই সত্য আছে—ইহাই তাঁহার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। সন্ন্যাসী আমরা, ঠাকুরকে শঙ্কর-পন্থী বলিয়া প্রচার করিতে পারি; কিন্তু বহুরূপী ঠাকুরের মহিমাকে ইহা দ্বারা ক্ষুণ্ণই করা হইবে। ঠাকুর ত কেবল শঙ্করপন্থী ছিলেন না। তন্ত্রে, জ্ঞানে, যোগে এবং প্রেমের রাজ্যে ছিল তাঁহার অবাধ গতি। যখন যে মতবাদকে ধরিয়াছেন, চরম দেখিয়া তবে সেই মতবাদ ছাড়িয়াছেন। কেবল অদ্বৈতবাদী হইলে, সকল মত-পথের গুরুরূপে তিনি সমাদৃত হইতেন না।

জগতের জীব-জন্তু, গাছপালা জড়-চেতন সকলের প্রতি ছিল ঠাকুরের অসীম দরদ। বাগানে যখন ফুল গাছের চারা নিজ হাতে তিনি রোপণ করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত না যে, তিনি জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য একজেদী। জগৎকে তিনি বলিতেন—"সত্য শিব সুন্দরেরই বিভূতি!" যোগসাধনায় ষট্‌চক্রে মনঃসংযোগ করিয়া যেমন তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন, তেমনি বহির্জগতের সুন্দর একটি ফুল দেখিয়াও চিরসুন্দরের ধ্যানে তাঁহাকে সম্পূর্ণ তন্ময় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যাইতে আমরা দেখিয়াছি। জগৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার নিকট কোনদিন অনাদর বা উপেক্ষার বস্তু ছিল না। জগতের প্রতি আঁখি বিস্ফারিত করিয়া যেমন তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন, চক্ষু নিমীলিত করিয়াও তেমনি সমাধিস্থ হইতে পারিতেন। অভিতো ব্রহ্ম-নির্ব্বাণের অধিকারী ছিলেন তিনি। শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী হইয়াও এই-খানেই ঠাকুরের পৃথকত্ব। বৈদিক অদ্বৈতবাদ অনুযায়ী জগৎ উপেক্ষার বস্তু নহে, কিম্বা জগৎ মিথ্যা নহে। ব্রহ্ম যেমন সত্য, জগৎও তেমনি সত্য। ভেদদৃষ্টিতে উচ্চ-নীচ আছে; কিন্তু অভেদদৃষ্টিতে সব একাকার। সত্যের স্তর ভেদ আছে। কোন স্তরই উপেক্ষণীয় নহে। জগৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানের সাধক, বাধক নহে। বিঘ্নকে মানুষ অপসারিত করে, বন্ধুকে কেহ অগ্রাহ্য করে কি? বেদান্তেরই প্রকরণ গ্রন্থ পঞ্চদশীতে আছে—"বিষয়ানন্দ এতেন দ্বারেণান্তঃ প্রবিশ্যতাম্।" বিষয়ানন্দ হইল দ্বার, দ্বার-দেশকে অগ্রাহ্য করিয়া যেমন কেহ গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না, তেমনি জগৎকে অগ্রাহ্য করিয়াও কেহ ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগতের অপলাপ বা অপহ্নব ঘটে না। ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আবার জগৎজ্ঞান বা লীলাবৈচিত্র্য ফুটিয়া ওঠে। জগৎজ্ঞান চাপা থাকিলে তাহাকে বিনাশ বলে না। একদিকের মাত্রাধিক্য অন্যদিক্‌কে স্তিমিত করিয়া রাখে মাত্র। একদেশদর্শীকে সম্যগ্‌দর্শী বলে না। ব্রহ্ম এবং জগতের জ্ঞান যুগপৎ যাঁহার মাঝে বিধৃত, তিনিই ত ব্রহ্মজ্ঞানী। ঠাকুর নিগমানন্দ ছিলেন এইরূপ একজন আধিকারিক ব্রহ্মজ্ঞানী। বাঙ্গালী সাধকের বৈশিষ্ট্যই এই যে, বিশিষ্ট মতবাদকে শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিয়াও তাহার উপর নিজস্ব প্রতিভায়, প্রচলিত সিদ্ধান্তের উপরও নূতন কথা বলিবার অধিকারী তাঁহারা। বেদান্ত দর্শনের শক্তি-ভাষ্য বাঙ্গালীরই নূতন অবদান। সকলকে স্বীকার করিয়াও তাঁহারা এমন কিছু বলেন যাহা মৌলিক। স্বামী নিগমানন্দ কেবল শঙ্করপন্থী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY

হইলে, দ্বৈত-অদ্বৈতবাদের মল্লযুদ্ধে তাঁহাকেও অবতীর্ণ হইতে হইত। অদ্বৈতবাদকে যিনি স্বীকার করিতেন, তাঁহার মুখেই আবার গৌরাঙ্গের পথ সম্পর্কে অজস্র প্রশংসা শুনিয়াছি। তাঁহার জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয় "শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ।" কাজেই কেবল অদ্বৈতবাদী বলিয়া তাঁহাকে প্রচার করা কোন রকমেই সঙ্গত নহে। আধিকারিক পুরুষের সকল রাজ্যেই সমান অধিকার। উগ্র অদ্বৈতপন্থীর মুখে যেমন সামঞ্জস্যের বাণী শুনিতে পাওয়া যায় না, স্বামী নিগমানন্দ সেই শ্রেণীর ছিলেন না। জগতের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের সামঞ্জস্য আছে—ইহাই তিনি বলিতেন। ব্রহ্মজ্ঞানে—জ্ঞান, অজ্ঞান, অবিদ্যা, জগৎ সবই বিধৃত। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একজন পরমহংস সন্ন্যাসীর ইহাই অভিনব বাণী।

ঠাকুর নিগমানন্দের অর্থাৎ অদ্বৈতবাদীর আরেকটি অভিনব আবিষ্কার হইল—ভাব-জগৎ। ভাবজগতের বর্ণনা শাঙ্করদর্শনের কোথায়ও পরিলক্ষিত হয় না, অথচ স্বামী নিগমানন্দবর্ণিত ভাবজগৎ বাস্তবিকই মনোরম—সাধারণ জীবের পক্ষে পরম আশা-ভরসাস্থল এবং শান্তিনিকেতন। কেবল বৃত্তির নিরোধেই নয়, উৎকর্ষে ভাবজগৎ খুলিয়া যায়। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ভাব সে জগতে প্রমূর্ত্ত। এই দৃষ্টি শঙ্করাচার্য্যের থাকিলেও গোপন ছিল। জগৎকে নস্যাৎ করাই ছিল তাঁহার মুখ্য লক্ষ্য। অথচ সেই সম্প্রদায়েরই একজন সন্ন্যাসীর মুখে শুনি অপূর্ব্ব অভিনব ভাবজগতের কথা। সর্ব্ববৃত্তি নিরোধের কথা শুনিলে যেমন প্রাণে আতঙ্ক জাগে, সর্ব্বেন্দ্রিয় আপ্যায়ন বলিলে তেমনি অভূতপূর্ব্ব আশার সঞ্চার হয়। আধিকারিক পুরুষ নিগমানন্দের ভাব-জগৎ এক নূতন আবিষ্কার।

অদ্বৈতবাদী শঙ্করের দর্শন, আর সর্ব্ববাদী নিগমানন্দদর্শন এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে। লক্ষ্য করিবার বিষয়ই হইল, নিগমানন্দদর্শনের অভিনবত্ব। জগৎ মায়া, বৃত্তি তুচ্ছ—কেবল এই বাণীর ঝঙ্কারই যাঁহাদের মুখে শুনা যায়, সেই সম্প্রদায়েরই একজন আধিকারিক সিদ্ধ মহাপুরুষের শ্রীমুখে শুনি অন্য বার্ত্তা। নির্গুণ-সগুণের মধ্যস্থলে ভাবজগতের সন্ধান দিয়াছেন স্বামী নিগমানন্দ। জগতের সঙ্গে সংস্রবশূন্য হওয়া বড় আদর্শ নহে। বিরাট আদর্শ হইল—অখণ্ডের মধ্যেই খণ্ডের অস্তিত্বদর্শন। দৃষ্টি স্বচ্ছ থাকিলে সকল স্তরই চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। জোর করিয়া সত্তাকে অস্বীকার করিবার কোন প্রবণতা তাহাদের দেখা যায় না। বেদান্তের বহু প্রস্থান আছে। অদ্বৈতপ্রস্থান একটি দিক্ মাত্র। সুতরাং শঙ্করের কথাই যে চরম, তাহা নহে। মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য উদগ্র অভিলাষ এক কথা, আর সত্যের সকল স্তর স্বীকার করা অন্য কথা। ছাদই একমাত্র সত্য, সিঁড়িগুলি কিছুই নয়—ইহা বেদান্তবাদীর সম্যক্‌দৃষ্টির পরিচয় নহে। সমন্বয়বাদী আধিকারিক পুরুষ নিগমানন্দের বাণী হইল—ছাদ যেমন সত্য, সিঁড়িও তেমনি সত্য। জীবন বিকাশের, বিনাশের নহে—সুস্থ সবল পন্থা প্রদর্শনই দর্শনের লক্ষ্য—ইহা যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে নিগমানন্দদর্শনের বাণী অর্থাৎ জীব, জগৎ, ঈশ্বর এবং ব্রহ্মচেতনার সত্যতা চিরকালই সমাদৃত হইবে। দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া চৈতন্যধামে প্রবেশ করাই বড় আদর্শ নহে। ব্রহ্ম-চেতনার সম্পর্ক সকল স্তরের সকলের সঙ্গেই আছে। শাঙ্করদর্শনের অর্থাৎ অদ্বৈতদৃষ্টিভঙ্গীর পর নিগমানন্দদর্শনের দ্বৈতাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈতবর্জিত অনুভব অভিনব।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগীগুরু স্বামী নিগমানন্দের যোগসাধনা

"বিচারাজ্জায়তে বোধঃ"—জ্ঞানপন্থীর এই আশ্বাস-বাণীতে নির্ভর করিয়া বসিয়া না থাকিয়া, স্বামী নিগমানন্দ পাতঞ্জল যোগদর্শনের 'তীব্র সংবেগানামাসন্নঃ'—এই সূত্র অবলম্বনে যোগসাধনায় নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আত্মসাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষানুভূতি লাভের জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। মহাবাক্য বিচার অপেক্ষা, যোগসাধনায় সহজে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। ইহার নামই হঠযোগ বা ক্রিয়াযোগ। বিচারের পথে আত্মসাক্ষাৎকার দীর্ঘকালসাপেক্ষ, কিন্তু যোগসাধনায় আত্মদর্শন তদপেক্ষা সহজে এবং অল্পসময়েই হইয়া থাকে। বেদান্ত মত জানিয়া অদ্বৈতপন্থী স্বামী নিগমানন্দ আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য যোগপথকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিলেন। আরম্ভ হইল যোগসাধনা।

যোগসাধনার প্রধান অঙ্গ হইল—প্রাণায়াম। বায়ুধারণার অভ্যাসকেই প্রাণায়াম বলে। নাড়ীশোধন না করিলে বায়ু ধারণা করা যায় না, কেননা শরীরস্থ নাড়ীসকল মলাদিতে দূষিত থাকে। এই জন্যই যোগসাধন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে নাড়ী-শোধন কার্য্য করিতে হয়। হঠযোগে ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা শরীরশোধনের ব্যবস্থা আছে। গোরক্ষসংহিতায় এই ষট্‌কর্ম্ম সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

ধৌতির্বস্তিস্তথা নেতি লৌলিকিস্ত্রাটকস্তথা।
কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌কর্ম্মাণি সমাচরেৎ॥

ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী ত্রাটক ও কপালভাতি—এই ছয়প্রকার বহিঃপ্রক্রিয়ার দ্বারা সর্ব্বাগ্রে শরীরশোধনের কথা যোগশাস্ত্রে আছে; কিন্তু এই হঠযোগ সাধন আজকাল একরূপ সাধ্যাতীত, বিশেষতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঙ্গালীর দেহ হঠযোগাদি সাধনের অনুকূল নহে। 'হ' শব্দে সূর্য্য এবং 'ঠ' শব্দে চন্দ্র। 'হঠ' শব্দে চন্দ্র-সূর্য্যের একত্র সংযোগকে বুঝায়। অপানবায়ুর নাম চন্দ্র এবং প্রাণবায়ুর নাম সূর্য্য; অতএব প্রাণ ও অপান-বায়ুর একত্র সংযোগের নামই হঠযোগ। মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ও রাজযোগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন হইল হঠযোগসাধনা। এই সাধনের উপযুক্ত শরীর বাঙ্গালীর মধ্যে অতি কম। কিন্তু বাঙ্গালীর দেহ হইলেও আধিকারিক পুরুষ বলিয়া স্বামী নিগমানন্দ অনায়াসে ষট্‌কর্ম্মের সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মন্ত্রযোগ, লয়যোগ এবং রাজযোগের সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এইরূপ সাধক বহুই আছেন; কিন্তু হঠযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষ খুবই বিরল। এই যোগে অধিকার সকলের নাই। আধিকারিক পুরুষ ছাড়া এই যোগসাধনে কৃতকার্য্য হওয়া বাস্তবিকই কঠিন। নাড়ীশোধন ক্রিয়া-অভিজ্ঞ যোগীর নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হয়, নতুবা প্রক্রিয়া ঠিক্ ঠিক্ মত না হইলে দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি করে। এই জন্যই গুরু শিষ্যকে হঠযোগের প্রক্রিয়া খুব হুঁসিয়ার হইয়াই তবে শিক্ষা দেন। হঠযোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া স্বামী নিগমানন্দ বাঙ্গালী-দেহ হঠযোগের অনুকূল নহে, এই কলঙ্কভঞ্জন করিয়াছিলেন। তীব্রসংবেগ থাকিলে জগতে অসাধ্য বলিয়া কিছুই থাকে না।

মন স্থির করিতে পারিলেই ইষ্টসিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। প্রাণের চাঞ্চল্যকে অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের বিক্ষেপকে দূর করিতে না পারিলে আত্মদর্শন অসম্ভব এই জন্যই যোগ বলিতে চিত্তবৃত্তি নিরোধকে বুঝায়। বায়ু স্থির হইলে মন আপনা হইতে স্থির হয়। এই জন্যই যোগী সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য দিয়াছেন বায়ুকে আয়ত্ত করার দিকে। বায়ুর বিক্ষেপেই চাঞ্চল্য আসে মনে। সুতরাং মন স্থির করিতে হইলে—বায়ু স্থির করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে। বায়ু স্থির করিবার একমাত্র কৌশল হইল—প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের কুম্ভকপ্রক্রিয়া দ্বারা অতি সহজে মনকে স্থির করা যায়। এই জন্যই স্বামী নিগমানন্দ আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য যোগপথকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিয়া তাহাতে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। যোগসাধনা হইল প্রক্রিয়া মার্গের। ভক্তি না থাকিলেও এই মার্গে কিছু আসে যায় না, তবে তীব্রসংবেগ থাকা চাই। জীবন-মরণ তুচ্ছ করিয়া দুরূহ হঠযোগে আত্মনিয়োগ করিতে হয়। ধৈর্য্য, তিতিক্ষা এবং সংযম—এই পথের একমাত্র সম্বল।

মানসিকচাঞ্চল্য বা বৃত্তির জন্যই আত্মদর্শন হয় না। এই জন্যই আত্মদর্শন করিতে হইলে অন্তরায়গুলিকে সর্ব্বাগ্রে দূর করা প্রয়োজন হয়। অন্তরায়ের অভাব হইলেই অর্থাৎ অন্তরায়গুলি বিদূরিত হইলেই প্রত্যক্‌চেতনাধিগম হইয়া থাকে। ব্যষ্টিচৈতন্য দর্শন হইলে, তখন ব্রহ্মচৈতন্যও সহজে আয়ত্তে আসে। কেননা, চেতনাতে কোন ভেদ নাই। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, দেহভাণ্ডেও তাহাই আছে। যোগসাধনায় আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার তখন সহজ হইয়া যায়। যোগী ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তা না করিয়া দেহভাণ্ডের চিন্তায় প্রথমে ব্যাপৃত হন। যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া স্বামী নিগমানন্দ প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিলেন—

ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে॥

—শিবসংহিতা

'জীবদেহে সপ্তদ্বীপের সহিত সুমেরু পর্ব্বত অবস্থিতি করে এবং সমুদয় নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রপাল প্রভৃতিও অবস্থান করিয়া থাকে। মুনি সকল, গ্রহ-নক্ষত্র, পুণ্যতীর্থ, পুণ্যপীঠ ও পীঠদেবতাগণ এই দেহে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্য অবস্থান করিতেছেন। সৃষ্টি-সংহারক চন্দ্র-সূর্য্য এই দেহে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন। আর পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতও দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন। যে ব্যক্তি দেহের এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ যোগী। স্বামী নিগমানন্দদেব নিজ দেহেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। যোগীর মধ্যেও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ যোগী।

যোগের লক্ষ্য হইল—সমাধি। সবিকল্প-নির্ব্বিকল্প ভেদে সমাধিও দুই প্রকার। সঙ্কল্প করিয়া বসিলে যথাসময়ে সমাধি হইতেও ব্যুত্থান হইয়া থাকে। সমাধি অভ্যাসের সময় কামাখ্যা পাহাড়ে স্বামী নিগমানন্দ প্রথমে সবিকল্প-সমাধি অভ্যাস করেন। সবিকল্প সমাধি আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া গেলে তখন জীবন-মরণ পণ করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিবার জন্য প্রযত্নপরায়ণ হন। সবিকল্প সমাধি হইতে স্বতঃ বা পরতঃ ব্যুত্থান হয়; কিন্তু নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে স্বতঃ বা পরতঃ আর ব্যুত্থানই হয় না। ইহাকেই যোগবাশিষ্ঠে তুরীয়াবস্থা বলা হইয়া থাকে। শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতীপাদ এই তুরীয় অবস্থার সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন গীতার টীকাতে। যথা—

"যস্যাস্তু সমাধ্যবস্থায়াঃ ন স্বতো ন বা পরতো ব্যুত্থিতো ভবতি ভেদ-দর্শনাভাবাৎ, কিন্তু সর্ব্বদা তন্ময় এব স্বপ্রযত্নান্তরেণৈব পরমেশ্বর প্রেরিত প্রাণবায়ুবশাৎ অন্যৈর্নির্ব্বাহ্যমান দৈহিক ব্যবহারঃ পরিপূর্ণ পরমানন্দঘন এব সর্বতস্তিষ্ঠতি, সা সপ্তমী তুরীয়াবস্থা। তাং প্রাপ্তো ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ ইত্যুচ্যতে।"

যে সমাধি অবস্থা হইতে যোগী ব্যক্তি স্বতঃ অথবা পরতঃ ব্যুত্থিত হন না, কারণ সকল রকমে তাঁহার ভেদদর্শন রহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি সকল সময়েই কেবল তন্ময়ই হইয়া থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্মময়ই হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকেন, ব্রহ্ম হইতে আর অবিদ্যাকল্পিত স্বাতন্ত্র্য থাকে না এবং তাঁহার প্রাণবায়ু পরমেশ্বরের দ্বারাই প্রেরিত হইয়া থাকে বলিয়া তাঁহার দৈহিকব্যবহারও অন্যের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে; তিনি কিন্তু সেই অবস্থায় সকল দিকেই পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ হইয়া থাকেন; সেই যে অবস্থা তাহা সপ্তমী ভূমিকা; তাহাকে তুরীয় অবস্থা বলা হয়। যিনি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাকে যোগী ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে উৎকৃষ্টতম বলা হয়।"

নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে সচরাচর ব্যুত্থান হইতে দেখা যায় না; কিন্তু আধিকারিক মহাপুরুষগণ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ব্যুত্থিত হন। তখন আর প্রযত্ন বা পরমায়ু নিজের থাকে না, সব কিছুই ঈশ্বরেচ্ছায় ঘটিয়া থাকে। নির্ব্বিকল্প স্তর হইতে জীবকোটির আর প্রত্যাবর্ত্তন হয় না, ঈশ্বরকোটির যাঁহারা তাঁহারাই পরমেশ্বরেচ্ছায় ব্যুত্থিত হন। নির্ব্বিকল্পভূমি হইতে পরমেশ্বরেচ্ছায় গুরুভাব অবলম্বনে অর্থাৎ জীব-জগতের কল্যাণের জন্য তাঁহাদের ব্যুত্থান হইয়া থাকে। গুরুগিরি তাঁহারা স্বপ্রযত্ন দ্বারা লাভ করেন না। ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহারা আধিকারিক জগদ্‌গুরুরূপে পুনরায় স্থূলজগতে ফিরিয়া আসেন। স্বামী নিগমানন্দ এই হিসাবে শুধু যোগীগুরু ছিলেন না, তিনি ছিলেন—আধিকারিক উৎকৃষ্টতম যোগী।

সম্ভূতি-অসম্ভূতি, আবৃত্তি-অনাবৃত্তি পথের কথা বলিতে গিয়া 'অনির্বাণজী' যে তথ্যউদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে অনুধাবন-যোগ্য বলিয়া নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"অদ্বৈতের তিনটা ভূমি আছে—সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ। অদ্বৈতের সুষুপ্তিভূমি হল প্রপঞ্চোশম হয় যেখানে। অদ্বৈতে নিমজ্জন হল, আর ব্যুত্থানই হল না, এটা অসম্ভূতির দশা। বৌদ্ধনির্বাণ এইটাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্য করছে। এ অবস্থায় জগৎ নাই। এইটাকেই যদি একান্ত (exclusive) করে ধরি, তাহলে পাই 'অজাতিবাদ' যা মায়াবাদের উপর আরেক ধাপ, যা বলে জগৎ মায়া কি? জগৎ তো নাই-ই। কিন্তু একথা যে বলে, সে তো নিজেই নিজের কথা খণ্ডন করছে। এইজন্য বৌদ্ধেরা বলতেন, 'বুদ্ধবচনম্ অবচনম্'। 'আমি বোবা'—এ কথা মুখ ফুটে কেউ বলতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধ কিছুই বলেন নি।

"অসম্ভূতির ভূমি হতে অদ্বৈতজ্ঞান নিয়ে সম্ভূতির ভূমিতে যদি নেমে আসা যায়, তখন প্রথম জগৎটা মনে হয় স্বপ্নবৎ অর্থাৎ জগতের যে সত্তা তা পূর্ণ সত্তা নয়, প্রাতিভাসিক সত্তা। অন্তরে যে প্রজ্ঞানঘন অনুভব, বাহিরে তা প্রতিফলিত দেখতে পাই না, তাই জগৎকে তুচ্ছ বলি। এ-ও সত্য। এটাকে বলতে পার, স্বপ্ন অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব ভূমিতে থেকে অদ্বৈতানুভব।

"কিন্তু অনুভবের পরিপাকে এমন অবস্থা হতে পারে যে, জাগ্রতে এই সাদাচোখেই জগৎটার পেছনে শুদ্ধসত্ত্ব এবং গুণাতীত ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত অনুভব করছি। এই অবস্থা জাগ্রতের অদ্বৈত। চিত্তের অবস্থা তখন সহজ-সমাধি। তখনই সব সত্য। ব্রহ্ম হয়ে জগৎ দেখা ব্রহ্মের মত করে—যে ভাবে ব্রহ্ম জগৎ হয়েছেন এবং জগদতীত হচ্ছেন সেই ভাবে। এই অবস্থায় দ্বৈত আর অদ্বৈতে কোনও বিরোধ থাকে না। অদ্বৈত তখন এক সংখ্যাকে denote করে না, denote করে সমগ্রকে। শাঁস, আঁঠি, খোল—সব নিয়ে বেল।" *

নির্বিকল্প সমাধিভূমি হইতে স্বামী নিগমানন্দের ব্যুত্থান হল সদ্‌গুরু-রূপে। যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেই সকলের সদ্‌গুরুত্ব লাভ হয় না। জগৎউদ্ধারের ভার সকলের উপর পড়ে না। এইজন্য যোগসিদ্ধ

* গ্রন্থকারকে লিখিত অনির্বাণজীর চিঠি হইতে উদ্ধৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপুরুষ হইলেই সদ্‌গুরু হওয়া যায় না। স্বামী নিগমানন্দের যোগ-সাধনার বৈশিষ্ট্য এইখানেই।

ষট্‌চক্রের সাধনায় নিজের দেহভাণ্ডে চৈতন্যের খেলা দেখিয়া সহস্রারে গিয়া যিনি সমাধিস্থ হইলেন, তিনিই আবার চেতনা কি করিয়া ভূতের সঙ্গে সম্মিশ্রিত হইয়া মূলাধারে অর্থাৎ ভূলোকে অবতরণ করেন তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। স্বামী নিগমানন্দ শুধু নিরোধযোগীই ছিলেন না, বেদান্তের ব্যাপ্তিবোধেও তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ষট্‌চক্রের সাধনায় এক ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানপথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। যোগসাধনায় পরমাত্মার সঙ্গে—পরমশিবের সঙ্গে এক হইয়াও তিনি ব্যুত্থিত হইলেন। কেবল যোগসিদ্ধ হইলে 'নেতিবাদ' বা নিরোধবাদেই তাঁহার সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটিত; কিন্তু পরিণাম-বাদের দিকে লক্ষ্য পড়িত না। যোগসাধনায় সিদ্ধ হইয়াও সংস্কারমুক্ত মন লইয়া তিনি আবার অন্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

যুগপৎ সকল মতবাদের ধারণা করা আধিকারিক মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব। বিরাট মস্তিষ্ক না হইলে, বিরাটের ধারণা সম্ভবপর নহে। স্বামী নিগমানন্দের তান্ত্রিকগুরু ছিলেন বামাক্ষেপা, তিনি তন্ত্রপথেই ছিলেন মস্‌গুল্; কিন্তু তন্ত্রের পর জ্ঞানসাধনার পথ তাঁহার নিকট উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। এইভাবে সচ্চিদানন্দজী কেবল জ্ঞানপথে, সুমেরুদাসজী কেবল যোগপথে, গৌরী মা কেবল প্রেমভক্তির পথে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু একাধারে সকল মত-পথে অবাধ গতাগতি তাঁহাদের কাহারও ছিল না। স্বামী নিগমানন্দ বিশিষ্ট মত-পথের সঙ্গে অন্য মত-পথের যোগাযোগসূত্রটী ধরিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্যই কঠোর যোগ-সাধনার ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া তিনি প্রেমের ভিখারী সাজিয়া ছিলেন। আত্মাকে আত্মারূপে দর্শন করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি আসে নাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যক্‌চেতনাধিগমের পরও তিনি ইষ্টদেবতাকে প্রেমময়-প্রেমময়ীরূপে অনুভব করিতে চাহিয়াছিলেন। এইভাবে সর্ব্বতোমুখী পরিক্রমায় সিদ্ধিলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যোগসাধনায় এক ব্রহ্মাণ্ডের মূলে যে চেতনা, তাঁহার সন্দর্শন ঘটিল। এই এক ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানের দ্বার খুলিয়া দিল। স্বামী নিগমানন্দের অঙ্কিত 'ব্রহ্মাণ্ডচক্র'—বিরাটেরই সুস্পষ্ট ছক্। ব্রহ্মাণ্ডচক্রের রূপের ধ্যান করিলেই, ব্রহ্মজ্ঞান হইবে—এই কথা তিনি শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন। বিরাটের সমন্বয়ী পরিকল্পনা, আধিকারিক মহাপুরুষের দ্বারাই সম্ভব। ব্রহ্মাণ্ডচক্রে তন্ত্র, জ্ঞান, যোগ এবং প্রেমভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়-মার্গ প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশিষ্ট মত-পথের সাধক যেমন এই চক্রে স্বীয় মতের সুস্পষ্ট চিত্র দেখিতে পান, তেমনি সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বাদীও এই চিত্রে মিলন-সূত্রটী পরিষ্কার প্রত্যক্ষ করেন। খণ্ড এবং অখণ্ডের রূপ এই চিত্রে সমভাবে বিধৃত। এই ধারণা এবং পরিকল্পনা এক আধিকারিক পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। একদেশদর্শী যোগী, তান্ত্রিক, জ্ঞানী ও প্রেমিকের দর্শন মিলে; কিন্তু সম্যগ্‌দর্শী মহাপুরুষের দর্শন খুবই ভাগ্যের কথা। ক্রান্তদর্শী সম্যক্‌দ্রষ্টা ছিলেন বলিয়াই স্বামী নিগমানন্দের জীবনে উগ্রতা অপেক্ষা সাম্যভাবই বেশী পরিলক্ষিত হইত। সকল স্তরে অবাধ প্রবেশ-ক্ষমতা ছিল বলিয়াই অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াও তিনি যোগী হইতে পারিয়াছিলেন, যোগী হইয়াও তিনি প্রেমিক হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আত্মবোধ, আত্মজ্ঞান, বা আত্মদর্শন কি করিয়া প্রেমাস্পদকে প্রস্ফুটিত করিয়া তোলে অতঃপর তাহারই আলোচনা করিব। অর্থাৎ যোগী-গুরুর প্রেমিকগুরুতে পরিণতিই আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হইবে। তান্ত্রিক কি করিয়া জ্ঞানী হন, জ্ঞানী কি করিয়া যোগী হন, যোগী কি করিয়া ভক্ত বা প্রেমিক হন—স্বামী নিগমানন্দের জীবন তাহারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বরূপ। সমন্বয় বা সামঞ্জস্যমূর্ত্তি স্বামী নিগমানন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধি-পরিপাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহজাবস্থা

অনেকের ধারণা, অধ্যাত্মরাজ্যে উন্নতির মাপকাঠি সমাধি। মোট কথা সাধন-প্রক্রিয়া বলেই হউক, আর তীব্র মানসিক সংবেগেই হউক সমাধিস্থ হইতে পারিলেই উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করা গেল। জগৎজ্ঞান বা বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেলেই আসে সমাধির অবস্থা; সুতরাং জগৎকে বিস্মৃত হইতে পারিলেই মস্তবড় একটা লাভ হইল। মানসিক একাগ্রতা লইয়া লক্ষ্যবস্তুর দিকে অগ্রসর হইতে হইলে অন্য সব দিকের চিন্তায় খিল দিতে হয়। একদিকের চিন্তাধারায় খিল না পড়িলে, অন্যদিকের চিন্তা-স্রোত উদ্ঘাটিত হয় না। কাজেই সমাধিস্থ হইতে হইলে, বহির্জগতের জ্ঞানকে অবরুদ্ধ করিতেই হইবে। এইরূপ ধারণা যে-সব সাধকের আছে, তাঁহাদের ঝোঁক বা প্রবণতা 'নেতি-বাদে'র দিকে। কোনমতে এই জগৎকে নস্যাৎ করিয়া দিতে পারিলেই সমাধির অবস্থা আসিয়া যাইবে।

মানুষ ক্রমশঃই ক্রমোন্নতির দিকে চলিয়াছে। আগে যাহা মানুষের অনায়ত্ত ছিল, এখন বুদ্ধিপ্রতিভাবলে মানুষ তাহাকেও আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিতেছে। মোটকথা মানুষের অসাধ্য আর কিছুই নাই। সমাধি, সহসা একদা আপনা হইতে উৎপন্ন হয় না। সমাধি শব্দ শুনিলেই অদ্ভুত বলিয়া বা সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে কিছু বলিয়া ধারণা করিবারও কোন হেতু নাই। যাঁহারা মুমুক্ষু তাঁহাদের সমাধিও উপায়-প্রত্যয়মূলক অর্থাৎ শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা—এই ক্রমেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধি অবস্থালাভ হইয়া থাকে। পাতঞ্জল-দর্শনে, উপায়-প্রত্যয় এবং ভবপ্রত্যয়মূলক দুই প্রকার সমাধির উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে—'উপায় প্রত্যয়ো যোগিনাং ভবতি।' যোগীদের সমাধি পর পর উপায়পূর্ব্বক উৎপন্ন হয়। সমাধি হঠাৎ অর্থাৎ সহসা আসিয়া উপস্থিত হয় না। সমাধিরও বিশ্লেষণ আছে। উপায়প্রত্যয় দ্বারা সমাধিকেও মানুষ আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারে।

এমন অনেক সাধক আছেন, যাঁহারা বলিয়া থাকেন, সমাধি-অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে অর্থাৎ সমাধির স্তরে গেলে সব কিছু আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। কিন্তু পাতঞ্জলদর্শন পড়িলে, কিম্বা প্রকৃত যোগীকে দেখিলে এইরূপ অভূত সিদ্ধান্তে আর আস্থা থাকে না। আধিকারিক সমর্থযোগী সমাধিকেও আয়ত্তের মধ্যে আনিতে সক্ষম। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সমাধিস্থ হইয়া থাকিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে সমাধি সংস্কারকে আয়ত্তে আনিয়া একেবারে সহজ মানুষরূপেও আচার-ব্যবহার করিতে পারেন। উপায়পূর্ব্বক সমাধিই যোগের সমাধি। এই সমাধিলাভের একটা ক্রম আছে। কীর্ত্তন করিতে করিতে হঠাৎ অচৈতন্য হইয়া মাটিতে পড়িয়া যাওয়াকে প্রকৃত সমাধি বলে না, ইহা একপ্রকার ভাব-সমাধি। ভাবে তন্ময়তা আসিলেই এই অবস্থা আসে; কিন্তু যোগের সমাধি ভাবুকতা নয়; দীর্ঘকাল ক্রমানুষ্ঠানের ফলে মলশূন্য চিত্তে অর্থাৎ নিস্তরঙ্গ-মনে সমাধি-প্রজ্ঞা উন্মেষিত হয়। যে উপায়ে চিত্তের সমাধি-পরিণাম ঘটে, আবার অন্যক্রমে বিষয়মুখী পরিণামে ব্যুত্থানও সম্ভব। চিত্তের উভয়মুখী গতি সম্পর্কে যাঁহারা পূর্ণ জ্ঞানী, তাঁহারা সমাধিস্থও হইতে পারেন, আবার জাগ্রতচেতনায়ও নামিয়া আসিতে পারেন। প্রকৃত আধিকারিক মহাপুরুষ সমাধিকেও পরিপাক অর্থাৎ হজম করিতে সক্ষম। সমাধি অবস্থাটা সমর্থযোগীর পক্ষে আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় না। উত্তরায়ণ এবং পুনরাবর্ত্তনের দুইটি পথই তাঁহারা ভাল করিয়া চিনেন। দুইটি ক্রমই অর্থাৎ উত্তার এবং অবতারপ্রণালী তাঁহাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে। দৈবীপ্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারা নামিয়াও আসিতে পারেন, আবার চেতনাকে ঊর্দ্ধমুখী করিয়া তুরীয়-রাজ্যেও উপনীত হইতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসদেব ছিলেন—সমর্থযোগী। অর্থাৎ সমাধিকেও তিনি আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। সমাধিস্থ হওয়ার জন্য পরিণামে আর তাঁহাকে অভ্যাসযোগের আশ্রয় লইতে হইত না। দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে ইচ্ছামাত্র আবৃত্ত-চক্ষু না হইয়াও, চাহিয়া থাকিয়াও তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। চিত্তের সমাধি-পরিণাম এবং বিষয়মুখী পরিণাম—এই দুই পরিণামের তত্ত্বই তাঁহার সম্পূর্ণ অধিগত ছিল। ওপারের খবর লইতে তাঁহাকে আর অন্তর্মুখী হইতে হইত না। সহজাবস্থায় সহজভাবেই তিনি সব জানিতে পারিতেন।

সমাধিস্থ মহাপুরুষ আমরা মাঝে মাঝে দেখি; কিন্তু সমাধিকেও পরিপাক করিয়া ফেলিয়াছেন এই জাতীয় মহাপুরুষ জগতে খুবই বিরল। স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব ছিলেন সেই শ্রেণীর একজন আধিকারিক মহাপুরুষ বা সমর্থযোগী। সর্ব্বাবস্থার ছিলেন তিনি সাক্ষী। কার্য্যকারণ তত্ত্ব তাঁহার হাতের মুঠায় ছিল। ইহকাল-পরকালে তাঁহার কোন ব্যবধান ছিল না। এই স্থূলচোখে তাকাইয়া তিনি অনেক সময় বলিতেন, "পরলোকগত আমার অমুক শিষ্য এখানে আজ উপস্থিত।" আমাদের পক্ষে এই জাতীয় কথা বিস্ময়ের সঞ্চার করিলেও তিনি অত্যন্ত সহজভাবেই এইরূপ অলৌকিক রহস্যের উদ্ভেদ করিতেন।

অভিমন্যুর কথা আমরা জানি, তিনি ব্যূহভেদ করিয়া যাওয়ার কৌশল জানিতেন; কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনের কৌশল না জানায় মৃত্যুকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সমাধির রাজ্যে অনেক সাধকই উঠেন; কিন্তু নামিয়া আসার কৌশল খুব কম মহাপুরুষেরই আয়ত্তাধীন। পরমহংস নিগমানন্দদেব সমাধিকেও আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া সহজাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আচার-ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাকে চেনা বড়ই কঠিন ছিল; কিন্তু সময় সময় তাঁহার গুপ্ত-প্রচ্ছন্ন বিভূতি প্রকাশ হইয়া পড়িত। একটি সুন্দর ফুলের দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহাকে সমাধিস্থ হইতে দেখিয়াছি; আবার সেই সমাধিস্থ মহাপুরুষই অনায়াসে সেই রাজ্য হইতে ফিরিয়া আমাদের সঙ্গে সাধারণভাবে কথা-বার্ত্তা বলিয়াছেন। অত্যাশ্চর্য্য এই মহাপুরুষের সাধন-জীবন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগীগুরু স্বামী নিগমানন্দের প্রেমিক-গুরুরূপে পরিণতি

যোগসাধনায় স্বামী নিগমানন্দের আত্মদর্শন হইল; কিন্তু ভগবৎ-প্রীতিরসের আস্বাদন তখনও যে বাকী। প্রীতিরস আস্বাদনের জন্য সাধারণতঃ যোগীর কোন ইচ্ছাই হয় না; কিন্তু স্বামী নিগমানন্দের ভিতর এই ভগবৎপ্রীতিরস আস্বাদনের দুর্নিবার আস্পৃহা জাগ্রত হইয়া উঠিল। যোগসাধনায় চিত্তের অক্রত বা কাঠিন্য অবস্থাকে দূর করিয়া দিল ভগবৎপ্রীতিরস আস্বাদনের অনির্ব্বাণ ব্যাকুলতা। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবানকে আস্বাদন করিবার জন্য যোগীগুরু আবার প্রেমের সাধনায়—প্রীতির সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

আরম্ভ হইল—প্রেমের সাধনা। প্রেমের সাধনা নির্গুণকে লইয়া হয় না। প্রেমের বিষয় অশেষকল্যাণগুণসম্পন্ন লাবণ্যবারিধি ভগবান্। যোগপথে অন্তরায়ের অভাবে প্রত্যক্‌চেতনাধিগম হইলেও মনে চরম শান্তি ভাহাতেও আসিল না। নিছক চেতনার সঙ্গে মমত্ববোধ জাগ্রত হয় না। পরম আদরের ভাব প্রিয়জনের সঙ্গেই উন্মেষিত হয়। আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা না করিলে যে প্রাণের তৃপ্তি আসে না। এইজন্যই ত শ্রুতিও বলিয়াছেন—"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ইতি" —আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিতে হইবে। আত্মাতে প্রিয়ত্ববুদ্ধি আনিতে হইবে। শুধু চেতনাধিগম হইলেই শেষ হইল না। প্রিয়ত্ব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধিতে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপন করিতে হইবে। যোগীদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যাঁহাদের প্রত্যক্‌চেতনাধিগমেই তৃপ্তি আসিয়া পড়ে; কিন্তু যোগীগুরু নিগমানন্দের আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলেও তৃপ্তি আসে নাই। আত্মসাক্ষাৎকারের পরেও ভগবৎসাক্ষাৎকার আছে। আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনার তাৎপর্য্য হইল—প্রিয়ের প্রীতিবিধান। যোগমার্গের সাধক কৈবল্যকামী। প্রীতিরস আস্বাদন-স্পৃহা অনেক যোগীরই থাকে না। কেননা প্রীতি ত তাঁহাদের কাম্য নহে। যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে তাঁহাদের চিত্ত নীরস হইয়া পড়ে। ভক্তি ব্যতীত, ভালবাসা ব্যতীত চিত্ত সহজে দ্রবীভূত হয় না। যোগীদের চিত্ত বড়িশের ন্যায় কাঠিন্যযুক্ত! তাঁহাদের রসময় ভগবানের প্রতি আগ্রহ নাই। যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া যোগী চিত্তবশীকরণে যত্নশীল হন, ভগবৎ-প্রীতি তাঁহাদের লক্ষ্য নহে। প্রক্রিয়াতে তাঁহাদের যত যত্ন, ভগবৎ-প্রীতিবিধানে তাঁহাদের তত প্রযত্ন নাই। যোগীদের চিত্তে শ্রদ্ধা আছে; কিন্তু প্রীতি নাই। প্রীতিমার্গে পুরুষকার অপেক্ষা, আত্ম-নিবেদনেই বেশী সুখ মিলে। যোগীদের চিত্তে প্রীতির আভাস বা ঈষদুদ্গম হইলেও, লক্ষ্য তাঁহাদের পৃথক্ বলিয়া প্রীতি ক্রমশঃ স্তিমিত হইয়া পড়ে। ভগবৎ-প্রীতিরসে তাঁহাদের চিত্ত সমুল্লসিত হইয়া ওঠে না। জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তিসাধনার ফলে একই অদ্বয়-তত্ত্বের বিভিন্ন অভিব্যক্তি ঘটে। জ্ঞানের সাধনায় ব্রহ্মরূপে, যোগের সাধনায় আত্মারূপে এবং ভক্তির সাধনায় ভগবান্‌রূপে তিনি দেখা দেন। জ্ঞানের সাধনায় ব্রহ্মরূপে, যোগের সাধনায় আত্মারূপে দর্শন ঘটিলেও, ভগবৎ-দর্শন তো তখনও বাকী, তাই স্বামী নিগমানন্দ জ্ঞানের সাধনা, যোগের সাধনার পরও আবার প্রেম-ভক্তির সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। যোগীর চিত্তকে শ্রীকপিলদেব বড়িশতুল্য বলিয়াছেন—'চিত্তবড়িশম্'। ভক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যতীত চিত্তের দ্রুত অবস্থা আসে না। এই জন্যই চিত্তের কাঠিন্য দূরীভূত করিতে হইলে একমাত্র ভক্তিমার্গ ছাড়া অন্য কোন সহজপন্থা নাই। স্বামী নিগমানন্দ তাঁহার এক শিষ্যের* নিকট লিখিত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন—"ভক্তের মতে ভগবানের একটা সত্ত্বশুদ্ধরূপ আছে, জীব তাঁহারই অংশ, সুতরাং নিত্য। জীব মলিন অবস্থায় (রজস্তমোঽভিভূত) তাহা জানিতে পারে না। কাজেই গুণের উৎকর্ষ দ্বারা তমঃ-রজঃ অতিক্রম করিলে সত্ত্বশুদ্ধাবস্থায় ভগবানে দৃঢ়াভক্তিসম্পন্ন হয়। তখন কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ থাকে না। আপন আপন ব্যক্তিত্বের ভাবানুসারে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবে সালোক্য-সারূপ্য প্রভৃতি মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।" এক এক মার্গ বা পথের আস্বাদন এক এক রূপ। জ্ঞানমার্গের আস্বাদন এবং ভক্তিমার্গের আস্বাদন একরূপ নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানে প্রীতির প্রাধান্য নাই; কাজেই অন্তরের যে প্রীতি-ভালবাসার বৃত্তি তাহা চরিতার্থ হইবে কেমন করিয়া? প্রেমের বিষয় যিনি তাঁহার একরূপ আস্বাদন এবং যিনি ভালবাসেন অর্থাৎ ভালবাসার আশ্রয় যিনি—তাঁহারই একরূপ আস্বাদন। শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদন এবং গোপীর আস্বাদনে তারতম্য আছে। ঈশ্বরের অনুভূতি আর ভক্ত-গোপীর অনুভূতি ভিন্ন। স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্ত আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

সেই প্রেমের রাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমের আমি হই কেবল বিষয়॥
বিষয়-জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥

---

* স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীকে লিখিত চিঠির অংশবিশেষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমের হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এইখানেই আবার প্রেমিকগুরুর আশ্রয় লইতে হয়। প্রেমের আশ্রয় গোপী, বিষয় ভগবান্। ভক্তের অন্তরঙ্গ অনুভূতির আস্বাদন জন্য স্বয়ং ভগবান পর্য্যন্ত প্রলুব্ধ। ঈশ্বরচিত্ত লইয়া গোপীচিত্ত বা ভক্ত-চিত্তের আস্বাদন অসম্ভব। তাই ভগবান্ ভক্ত হইয়া তবে ভক্তের অনুভব আস্বাদন করিয়াছিলেন। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপে অবতার।

প্রেমিকগুরুতে উৎসর্গ-পত্রে স্বামী নিগমানন্দ লিখিয়াছেন—"প্রেমময়ি! তোমার প্রেমপ্লাবনের 'পলি' পড়িয়াই না এ ঊষর হৃদয় সরস হইয়াছিল। আমি অন্ধকার মাঝে দিশেহারা হইয়া ঘুরিতেছিলাম, তুমিই না প্রথমে প্রেমের আলো জালিয়া হৃদয় দেখাইয়াছিলে? **তুমিই গুরুরূপে এ সুপ্ত প্রাণে প্রেমধারা উপ্ত করিয়াছিলে।**"

যোগসাধনার পর—প্রেমের সাধনা। স্বামী নিগমানন্দের উক্তিতেই ধরা পড়ে, যোগসাধনায় তাঁহার চিত্ত ঊষর হইয়া পড়িয়াছিল। প্রেমের পরশ না পাইলে চিত্তের এই **দুরবস্থার অবসান কিছুতেই হইত না।** প্রেমের পথে প্রেমিক মহাজনদেরই গুরুরূপে বরণ করিতে হয়। প্রেম-ধারা প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যেই আছে। যাঁহার ভিতর যাহা নাই, তিনি অন্যের ভিতর তাহা সঞ্চার করিবেন কেমন করিয়া? যোগীগুরু সুমেরুদাসজী স্বামী নিগমানন্দের প্রাণের **যে আকুলাকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারেন নাই,** গৌরীমা—প্রেমের মহাজন—তাহা অনায়াসে মিটাইয়া দিলেন। যোগৈশ্বর্য্যের মহিমা গৌরীমার অনুগ্রহে আরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুষমামণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া উঠিল—অর্থাৎ মাধুর্য্যমণ্ডিত হইল। তীব্র আলোক প্রেমের আবরণে স্নিগ্ধতাপ্রাপ্ত হইল। স্বামী নিগমানন্দ প্রেম খুঁজিতে খুঁজিতে প্রেমের আশ্রয়কেই লাভ করিলেন। প্রেমিক-গুরু লাভ করিয়া স্বামী নিগমানন্দের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে মিটিয়া গেল।

স্বামী নিগমানন্দ তাঁহার অন্তরের অনুভূতির ভাষা দিয়া 'প্রেমিক-গুরু'তে লিখিয়াছেন—"প্রেমভক্তি অহেতুক; সাধু-গুরুর কৃপাই তাহার একমাত্র হেতু। প্রেমময় ভগবান্ কিম্বা তাঁহার ভক্তের কৃপা ব্যতীত প্রেমভক্তি লাভ করা যায় না।" স্বামী নিগমানন্দ তাঁহার প্রেমিক-গুরু গৌরীমার কৃপায় সেই দুর্লভ, অপ্রাকৃত প্রেমের অধিকারী হইয়া-ছিলেন। প্রেমভক্তিলাভের পথ হইল, আনুগত্যের পথ। এই পথেও গুরু লাগে। গার্হস্থ্যজীবনে নিজের পত্নী সুধাংশুবালা প্রেমের যে বীজ উপ্ত করিয়াছিলেন সন্ন্যাসজীবনে গৌরীমার সংস্পর্শে তাহাই পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। প্রেমের অসমাপ্ত বিকাশকে সম্পূর্ণ করিবার জন্যই সুধাংশুবালা আবার গৌরীমার মধ্যে, যোগমায়ার মধ্যে প্রকটিতা হইয়াছিলেন।

প্রেম সঞ্চারের বস্তু। এক পাত্র বা এক আধার হইতে তাহা অন্য পাত্রে বা আধারে সঞ্চারিত হয়। আশ্রয়জাতীয় সুখ প্রেমিকের মধ্যেই বিরাজমান। সেই প্রেম অর্থাৎ আশ্রয়-জাতীয় প্রেম পাইতে হইলে আশ্রয়ের কৃপাভিক্ষা করিতে হয়। এই জন্যই যোগীগুরু স্বামী নিগমানন্দ প্রেম-ভক্তি লাভের জন্য আকুলতার সহিত প্রেমিকার কৃপাভিক্ষা করিয়াছিলেন।

বিষয়-জাতীয় সুখেও ফাঁক আছে, এই সুখেও সম্যক্ তৃপ্তি নাই। এই জন্যই আশ্রয়জাতীয় সুখের অনুসন্ধান। ভক্তের অনুভূতির মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে সম্পূর্ণতা। যোগী বা ভক্ত, রাধা-কৃষ্ণের মিলনজনিত আনন্দের ছোঁয়াচ পাইয়াই বিহ্বল। দিব্যোন্মাদ অবস্থা সেই প্রেমভক্তির পরম পরাকাষ্ঠা। ভক্তের নিজস্ব সুখানুভূতি এবং ঈশ্বরের সুখানুভূতি উভয়ই প্রেমিকের হৃদয়কে তোলপাড় করিয়া তুলে। তন্ময়তায় শ্রীকৃষ্ণের সুখানুভূতি বা মর্ম্মবেদনা ভক্তের হৃদয়ে বেশী ঝঙ্কার দেয়। পরমযোগী শিবও অন্নপূর্ণার নিকট ভিখারী। ঐশ্বর্য্য যে প্রাণের ক্ষুধা মিটাইতে অক্ষম, শিবের ভিখারীবেশই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। পরমযোগীর আবার কিসের অভাব? অভাব আছে—প্রেমের অভাব। এই জন্যই শিবও প্রেমের ভিখারী। ঘৃতস্নেহে সম্যক্ তৃপ্তি নাই, আছে মধুস্নেহে। ঘৃতস্নেহ—তদীয়তাভাবময়, আর মধুস্নেহ—মদীয়তাভাবময়। চন্দ্রাবলী এবং রাধাতে যে পার্থক্য, ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহেও সেই পার্থক্য। প্রেমে ভগবান্‌ও বশীভূত হইয়া পড়েন। 'আমি তোমার' এবং 'তুমি আমার' এই দুই রকম রতির উদ্ভবের কথা শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার 'লোচনরোচনী' টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন। মধুর মধ্যে সূক্ষ্মরূপে নানা-বিধ ফুলের মধু থাকে, তদ্রূপ মধুস্নেহেও সূক্ষ্মরূপে নানাবিধ রসের সংমিশ্রণ আছে। ঘৃতস্নেহেও আনন্দ আছে; কিন্তু মধুস্নেহে আনন্দাধিক্যে মত্ততা জন্মায়। মদোচ্ছতাদি হইতেছে মধুস্নেহের ধর্ম্ম, চন্দ্রাবলীর স্নেহে তাহা নাই বলিয়া তাঁহার স্নেহ মধুস্নেহ নহে। ঘৃতেরও নিজস্ব একটা স্বাদ আছে; কিন্তু আপনা আপনি সেই স্বাদ উদ্রিক্ত হয় না। চিনির সহযোগে তাহা উদ্রিক্ত হয়। মধুস্নেহে অন্য কাহারও অপেক্ষা নাই—ইহাই বিশেষত্ব। প্রেম-ভক্তি-ভালবাসা-আদর যাঁহার মধ্যে আছে, তিনি হইলেন প্রেমভক্তি ইত্যাদির আশ্রয়। ভালবাসাবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে হইলে প্রেমের বিষয়েরও প্রয়োজন আছে। তিনিই ঈশ্বর। ভালবাসা পাইয়া যে সুখ, ভালবাসিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখ অনুভূত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন, গোপীদের কোটিগুণ সুখ। এই সুখের কাঙ্গাল স্বয়ং ভগবানও। ভালবাসা এক বস্তু, আর ভালবাসা পাওয়া অন্য বস্তু। ভালবাসিয়া যে সুখ, সেই সুখের অনুভূতি ত ভগবানের নাই। তাই ভগবানেরও আকাঙ্ক্ষা ভক্ত হওয়ার জন্য। আদর পরস্পরের সম্বন্ধ-সাপেক্ষ। কাজেই ভালবাসার বিষয় এবং আশ্রয় এই দুইয়েরই প্রয়োজন। অদ্বৈতজ্ঞানে এই ভালবাসা বা আদরের স্থান নাই। ভালবাসা পরিপূর্ণ হয় ভালবাসাবাসিতে। এই জন্যই ভক্ত এবং ভগবান দুইএরই আবশ্যক আছে।

সব রসের আস্বাদন-লোলুপতা ছিল স্বামী নিগমানন্দের। শান্ত-রসের আস্বাদন লাভ করিয়াও স্বামী নিগমানন্দ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। নিজে সেবক হইয়া, ভক্ত হইয়া, যোগী হইয়া সেবাসুখের মর্ম্ম উপলব্ধি করার জন্যই যোগীগুরুকেও প্রেমিকগুরু হইতে হইয়াছিল। আধিকারিক পুরুষ না হইলে, সকল রসের আস্বাদনলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। একাধারে সকল রসের আস্বাদন বড়ই দুর্লভ। স্বামী নিগমানন্দ ছিলেন সকল রসের রসিক; এই জন্যই তিনি কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করেন নাই। জ্ঞান, যোগ, ভক্তিসাধনার বশে, ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এই তিনরূপেই তিনি প্রকাশিত হন। স্বামী নিগমানন্দ যুগপৎ ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী, আত্মজ্ঞানী এবং ভগবৎদ্রষ্টা ও ভগবদ্ভক্ত। সকল স্তরের বিকাশে, সকল রসের রসিক এইরূপ মহাজন জগতে খুবই বিরল। রাধা কৃষ্ণকে পাইলেন, কৃষ্ণ রাধাকে পাইলেন। পাওয়া পূর্ণ হইল না ত! সখীর মাঝে রাধাকৃষ্ণ আসিয়া মিলিয়া গেলেন। দ্রষ্টা গোপী যুগলকে আস্বাদন করেন, রাধাকৃষ্ণকে নিজের হৃদয়ে মিলাইয়া অনুভব করেন। ভক্তত্ব ঈশ্বরত্ব অপেক্ষাও এক দিকে বড়। ভক্তের প্রাণে যুগলের অনুভূতি। এই অনুভূতিই রসের—রতির পরাকাষ্ঠা। স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিগমানন্দের জীবন, পরিপূর্ণ জীবন। আধিকারিক মহাপুরুষ না হইলে সকল রসকে তিনি হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। জ্ঞানের বা যোগের পরিপূর্ণতা প্রেমে। আশ্রয়জাতীয় এবং বিষয়জাতীয় সুখে সমৃদ্ধচিত্তই সম্যক্‌চিত্ত। স্বামী নিগমানন্দের ছিল এইরূপ চিত্ত। প্রেমেতেই তাঁহার সাধনজীবনের পর্য্যবসান। পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমলাভ করিয়া পাওয়ার আর কিছুই বাকী রহিল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে গুরুরূপে ব্যুত্থান

সমাধি-অভ্যাস এবং নির্ব্বিকল্পসমাধি হইতে ব্যুত্থানের অপূর্ব্ব বর্ণনা, যাহা আজ পর্য্যন্ত এইরূপ প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করিতে কেহই পারে নাই, তাহা স্বামী নিগমানন্দের শ্রীমুখনিঃসৃত উক্তিতে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী গুরু শিষ্যকে গুরুগিরির ভার প্রদান করেন, এইভাবে গুরু-শিষ্য-পরম্পরা চলিয়া আসিয়াছে। পুষ্করে ঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসদেবের গুরু শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ সরস্বতীও বলিয়াছিলেন—"তুই আমার গদি নিয়ে মোহান্ত হ, আর এখানে গুরুগিরির প্রতিষ্ঠা কর্, আমি তোকে গুরুগিরি দিয়ে বিশ্রাম লাভ করি।"

প্রচলিত রীতি ছাড়াও স্বামী নিগমানন্দের গুরুগিরিলাভের আরেকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার বিষয়। মৌখিক নির্দ্দেশের পূর্ব্বেই আধিকারিক পুরুষের নির্ম্মল চিত্তে অমানব গুরু—জগদ্‌গুরুর ইচ্ছায় গুরুভাব জাগ্রত হইয়া ওঠে। গুরুগিরির দায়িত্ব আসিয়া পড়ায় নির্ব্বাণমুখী চিত্ত আবার লোককল্যাণব্রতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। ব্রহ্মনির্ব্বাণ অপেক্ষা ব্রাহ্মী-স্থিতিতে স্বামী নিগমানন্দ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। গুরুগিরিলাভের ঘটনা নিজমুখে তিনি যে ভাষায় আমাদের কাছে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহা হুবহু উদ্ধৃত করিলাম। যথা—"এক বৎসরে ষট্‌কর্ম্মসাধন হয়ে গিয়েছিল, এখানে (অর্থাৎ গৌহাটীতে) এসে প্রাণায়াম অভ্যাস করতে লাগলাম। প্রাণায়াম দৃঢ় হবার পর সমাধিঅভ্যাস কর্‌তে লাগ্‌লাম। দু'চার ঘণ্টা ধরে কুম্ভক করে সমাধিঅভ্যাস যখন খুব সহজ হয়ে গেল, তখন একদিন সবিকল্প সমাধিতে বস্‌বার ইচ্ছা করে যজ্ঞেশ্বরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিবারকে বল্‌লাম, 'দেখ, আমার ত এই অবস্থা, আমি এখন এই কর্‌ব, এই কর্‌লে এই অবস্থা হবে, গুরু বলে দিয়েছেন।' সমাধি ভাঙ্গবার কৌশলগুলো ব'লে দিলাম—প্রথমে শ্বাস-প্রশ্বাস আন্‌বার ক্রিয়া, পরে জিহ্বাতে মাখন মাখাতে হবে, কারণ জিহ্বা খেচরীমুদ্রা ক'রে উপরে উঠিয়ে দেওয়া হয়, তাই নীরস হয়ে জিহ্বা কঠিন হয়ে যায়। কাজেই তখন সরস কর্‌বার জন্য মাখন দিয়ে দোহন কর্‌বে। তারপর তুলোর সল্‌তে করে দুধ পান করালে চৈতন্য হবে। আরও নানারূপ সমাধি ভাঙ্গ্‌বার কৌশল বলে দিলাম।

"পরদিন সকাল সকাল পাক করে খেয়ে-দেয়ে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য সমাধিতে বস্‌লাম। ওর পরিবার আমার সমাধি ভাঙ্গ্‌বার জিনিষগুলি আগেই যোগাড় ক'রে কাছে এনে রেখে দিল। ঐ দিন সমাধিতে আমি ষট্‌চক্র ভেদ করে জীবাত্মাকে সহস্রারে পাঠিয়ে দিলাম; তবে পরমাত্মায় সম্পূর্ণ লয় হ'ল না। কারণ সবিকল্পসমাধি, বাসনা আছে, কাজেই সূত্রের টান আছে, তবে অল্পমাত্র যা ধিক্ ধিক্ করে এরূপ বাকী ছিল। তারপর ফির্‌লাম। সময় উত্তীর্ণ হলে সে আমায় কোলে করে জিহ্বা মাখন দিয়ে টেনে সোজা করে দিল, পরে তুলোর সল্‌তে মুখে দিয়ে দুধ খাওয়াল, সন্ধিস্থলের চামড়া কুঁচকে গেছিল, তাই হাঁটু, কনুই ইত্যাদি টেনে সোজা করে দিতে লাগ্‌ল। বজ্রেশ্বর বাবুও তাড়াতাড়ি আফিস্ থেকে এসে আমার সেবা কর্‌তে লাগ্‌ল। তারা কখনও কারও এরূপ অবস্থা দেখে নাই, তাই আমার ঐরূপ অবস্থা ভঙ্গের জন্য ব্যাকুল ও আশ্চর্য্য হয়ে সেবা-শুশ্রূষা কর্‌তে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ পরে চাইতে পার্‌লাম, কথা বল্‌তে পার্‌লাম, কিন্তু ৫।৬ দিন খুব দুর্ব্বলতা অনুভব কর্‌লাম। তারপর ঐরূপ সমাধিঅভ্যাস হলে পর তিন দিনের জন্য সমাধিতে বস্‌লাম। এ দিনও আগেকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত তাদের আবার সমাধি ভাঙ্‌বার কথা বলে দিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে তারা আমার সমাধি ভঙ্গ করল। এবার দশদিন পর্য্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করলাম। পরে ঐ সমাধি অভ্যাস হলে সাত দিনের জন্য সমাধিতে বস্‌লাম। এবার কিন্তু তারা প্রথমে অনেক চেষ্টা করেও সমাধি ভাঙ্‌তে পারে নাই। পরে ডাক্তারের সাহায্য নিল। ডাক্তাররা তো অবস্থা দেখে অবাক্। নাড়ীর স্পন্দন ধর্‌তে পারে না। তারা আশ্চর্য্য হয়ে তাদের অক্ষমতা জানাল। পরে ওরাই আবার পূর্ব্বোক্ত উপদেশ মত চেষ্টা করাতে সমাধি ভাঙ্‌ল। কিন্তু শরীর এমন দুর্ব্বল হয়ে গেল যে, পনের ষোল দিন পর্য্যন্ত সে দুর্ব্বলতা অনুভব করলাম। ঘি, দুধ, ক্ষীর এসব খেয়ে শরীরে বল এল। এরপর এখানে লোক-জনের যাতায়াত আরম্ভ হ'ল। আমার তখন এমন অবস্থা—যেখানে-সেখানে বস্‌লেই সমাধিস্থ হয়ে পড়ি। তাই লোকসঙ্গ ছেড়ে মাঝে মাঝে কামাখ্যা পাহাড়ে যেতাম।

"ঐ সময়ে কামাখ্যা মায়ের মন্দিরে নিত্যানন্দ স্বামী বলে একজন সাধু থাক্‌তেন। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হ'ল। তাঁকে জানালাম যে, আমি বেদান্তের নির্ব্বিকল্প সমাধি আন্‌ব। নিত্যানন্দ স্বামী আমার কথা শুনে বললেন—'তুমি ওরূপ সমাধি আন্‌লে বিপদ হতে পারে। এ সমাধির পর কেউ ফিরতে পারে না।—আমি কিন্তু তাঁর কথায় হঠ্‌লাম না। কামাখ্যা পাহাড়ে ৺ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের পশ্চিমদিকে বর্ত্তমানে ডাকবাংলোর পেছনে অর্থাৎ উত্তরদিকে যে রাস্তাটি নেমেছে, তারই বাঁয়ে সরে নিম্ন স্থানে গিয়ে একটি নির্জ্জন স্থান নির্দ্দিষ্ট করে নিলাম—যেন কেউ কোন রকম বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। তারপর এক-দিন সকাল সকাল পাক করে খেয়ে একাকী পাহাড়ে গেলাম, পাহাড়ে গিয়ে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে বস্‌লাম; বসে ভাবলাম—'অনেকদিন হ'ল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানের সাধনা করছি, কখনো নির্ব্বিকল্পে যাই নাই। উনি বলেছেন বিপদ্ হবে। যা থাকে কপালে, থাকে প্রাণ আর যায় প্রাণ, যা হয় হবে। আজ নির্ব্বিকল্পে উঠে যাব। 'বোধ হয় ফেরা হবে না'—এই মনে করে বস্‌লাম।

"বসে ধ্যানস্থ হলাম। ধ্যানে প্রথমতঃ আমিত্বের প্রসার করতে লাগলাম। ক্রমে সেই আমিত্বকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিলাম, সমস্ত জগৎটাই আমি। ঐ দিন নিদিধ্যাসনে বসেছিলাম, কাজেই আমিত্বপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মনও উর্দ্ধজগতে উঠতে লাগ্‌ল।....উঠবার সময় দেখি একটা আলো সেটা অল্প জ্যোতি, এর পর আর একটু উঠে আর একটা আলো, এটা তার চেয়ে একটু বেশী জ্যোতি, এইরূপে ক্রমশঃ উঠ্‌তে লাগ্‌লাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে লাগল যেন এক একটা দুয়ারের কপাট খুলে যাচ্ছে। শেষে সমস্ত লোক পার হয়ে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলে এসে পড়্‌লাম। এই জ্যোতির মধ্যে আমি সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়্‌লাম, অনন্ত জ্যোতিতে আমিত্বের প্রসারে আমার নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হ'ল।

"এবার আর তো কিছু বল্‌তে পারছি না, ফুরাইল বাক্ মোর—ভাবটা মনে আস্‌ছে, কিন্তু তোমাদের বোঝাতে পারছি না।....নাঃ, আর বল্‌তে পার্‌লাম না। তারপর যে কি অবস্থা হ'ল, তা বুঝাবার মত ভাষা নেই। সেদিন যে ফির্‌ব এ আশা ক'রে বসি নাই, কারণ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে গেলে মানুষ আর ফেরে না।....কতক্ষণ এরূপ ছিলাম জানি না, কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটা দৃঢ় সঙ্কল্প জাগ্‌ল—আমি গুরু। মুহূর্ত্তমধ্যে ঐ অনন্তজ্যোতি কেন্দ্ররূপী একটি বিন্দুর আকার ধারণ করল। তার উর্দ্ধে আর কিছুই নাই। সেই বিন্দুই আমি। আমার উপরে আর কিছুই নাই। ঐ কেন্দ্রবিন্দুই গুরু, আর ঐ গুরুই আমি। এই গুরু-সত্তা ছাড়া আর কোন সত্তাই আমার থাকল না। আমি গুরু শুধু এই ভাবটিই পরিস্ফুট হতে লাগ্‌ল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'হঠাৎ দেখি ঘোর অন্ধকার, এই অন্ধকারের রাজ্যে কেমন করে এলাম জানি না, এখন বের হই কেমন করে? বের হবার পথ তো কিছুই নাই। জানিনা পরমেশ্বরের কি ইচ্ছা!...কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দেখি কতকগুলি ছিদ্রবিশিষ্ট একটা জালের মত জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ জ্বল্ জ্বল্ করছে। ঠিক তার মাঝখানে একটা ছিদ্রের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়্ল। সেটা ক্রমে বড় হতে লাগ্ল। আমি তার মধ্য দিয়ে গলে পড়্লাম। কিন্তু গলে পড়্বার সময় গর্ভযন্ত্রণার মত যন্ত্রণা বোধ হ'ল। এইরূপে ক্রমশঃ নির্গুণ হতে সগুণের অবস্থা আস্তে লাগ্ল। তারপর সত্য প্রভৃতি লোকগুলি ফুটে উঠ্তে লাগ্ল। শেষে যখন ভূলোকে এসে পড়্লাম, তখন সমগ্র পৃথিবীটা আমার দৃষ্টির মধ্যে এসে পড়্ল। হঠাৎ ভারতবর্ষটা আমার দৃষ্টির মধ্যে আস্ল। অন্যান্য বড় বড় দেশ, মহাদেশগুলিও বেশ দেখ্তে লাগ্লাম। তৎপর আসাম দেশ, শেষে কামাখ্যা পাহাড়, ব্রহ্মপুত্র নদী, আর পাহাড়স্থ বৃক্ষলতা আমার দৃষ্টিতে এল। ক্রমশঃ মন্দিরটী দেখ্তে দেখ্তে নিজের দেহটা হঠাৎ দৃষ্টিতে পড়্ল। আমি অম্নি দেহের মধ্যে ঢুকে পড়্লাম। আবার দেহাত্মবোধ ফিরে এল। কিন্তু কোন্ মুহূর্ত্তে, কি করে যে দেহে ঢুকলাম, তা বুঝতে পার্লাম না। আর বের হবার সময়ও যে কিরূপে বের হয়েছি, তাও বুঝ্তে পারিনি। যেই দেহে ঢুকলাম, তখন আমার জ্ঞান হ'ল আমি অমুক, কিন্তু আমি গুরু—এই বিশেষ জ্ঞান নিয়ে আমার ব্যুত্থান হ'ল।*

সগুণের রাজ্য হইতে নির্গুণে, আবার নির্গুণভূমি হইতে সগুণে ফিরিয়া আসিবার এমন প্রাঞ্জল বর্ণনা ক্রান্তদর্শী আধিকারিকপুরুষ ভিন্ন অন্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অনুভূতিবর্ণনায় কোন আড়ষ্ট বা

* স্বামী সত্যানন্দ ও সিদ্ধানন্দ সম্পাদিত 'জীবনী ও বাণী' হইতে উদ্ধৃত—গ্রন্থকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্পষ্টতার লেশাভাসও নাই। সবিকল্প হইতে নির্ব্বিকল্প, আবার নির্ব্বিকল্প হইতে সবিকল্পে অবতার এবং উত্তারলীলার এমন প্রাঞ্জল বর্ণনা ইতিপূর্ব্বে কোন গুরুর শ্রীমুখেই শুনি নাই। ভারতবর্ষে গুরুর অভাব নাই, গুরুগিরি লাভও করিয়াছেন অনেকেই; কিন্তু স্বামী নিগমানন্দদেবের গুরুগিরিলাভ সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। এই জন্যই তাঁহাকে আধিকারিক আখ্যা অনায়াসেই দেওয়া চলে।

বিমানে আরোহণ করিয়া ক্রমশঃ যত উর্দ্ধে উঠা যায়, ততই নীচের দৃশ্যগুলি অস্পষ্ট হইতে থাকে; শেষে আর হয়ত নীচের দৃশ্য নয়ন-গোচরই হয় না। তেমনি সবিকল্প ভূমি হইতে নির্ব্বিকল্প স্তরে যাওয়ার পথেও এইরূপই হইয়া থাকে। স্বামী নিগমানন্দ যখন পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনের পথে নামিয়া আসিলেন, তখন ক্রমশঃ সত্যলোক হইতে ভূলোক এবং শেষে আসাম প্রদেশ, গৌহাটী কামাখ্যা পাহাড় ভাসিয়া উঠিল। কি ভাবে তিনি দেহচেতনায় ব্যুত্থিত হইলেন, এইরূপ অপূর্ব্ব বর্ণনা কোন মহাপুরুষ আজ পর্য্যন্ত দেন নাই। গুরুগিরিলাভের কাহিনীও বাস্তবিকই অভূতপূর্ব্ব এবং আশ্চর্য্য।

নির্গুণভূমি হইতে সগুণভূমিতে অবতরণের স্তরগুলি ক্রান্তদর্শী সদ্‌গুরুর সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল। সমাধি হইতে ব্যুত্থানের সময় ধ্যাননেত্রে তিনি যাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার নিজহস্তে অঙ্কিত জ্ঞানচক্রে আছে। এক সময় তিনি আমাদের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"আমার এই জ্ঞানচক্রটীর ধ্যান করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠিবে।" বাস্তবিকই সদ্‌গুরু নিগমানন্দের জ্ঞানচক্রটীর মধ্যে সকল মত-পথের সন্নিবেশ দেখান হইয়াছে। যুগপৎ সকলদিকে সতর্ক দৃষ্টি লইয়া চক্রটীর বিশ্লেষণ করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইতে হয়। যাঁহার মস্তিষ্কে এই বিরাটের কল্পনা বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তিনি যে অসাধারণ আধিকারিক মহাপুরুষ তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? খণ্ড খণ্ড বা ব্যষ্টিভাব অনেকেই ধারণা করিতে সক্ষম; কিন্তু অখণ্ডভাব বা সমগ্র বিরাটভাবকে ধারণা করিতে হইলে তাঁহাকে অতিমানব হইতেই হইবে। সমষ্টি এবং ব্যষ্টির মাঝে যে যোগসূত্র আছে, তাহাতে সকলের লক্ষ্য পঁড়ে না। তন্ন তন্ন করিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া দুরূহ অখণ্ড তত্ত্বকে জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় বা চিত্রে প্রকাশ করা একমাত্র নিপুণ-দক্ষ, ক্রান্তদর্শী সত্যদ্রষ্টা শিল্পী মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভবপর। ব্যক্তিগত সঙ্কল্প দ্বারা সবিকল্প সমাধি পর্য্যন্ত লাভ করা যায়; কিন্তু নির্ব্বিকল্প সমাধি আপনি হয়। সেখানে ব্যক্তিগত ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিলয় ঘটে। তারপর আবার ব্যুত্থান, এ-তো সকলের পক্ষে সম্ভবপরই নহে। সদ্‌গুরু নিগমানন্দ অসম্ভবকেও সম্ভবে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। এই অসাধ্য-সাধন একমাত্র আধিকারিকপুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যানদৃষ্ট জ্ঞানচক্র

স্বামী নিগমানন্দের অঙ্কিত জ্ঞানচক্রটী তাঁহার অপূর্ব্ব অবিনশ্বর কীর্ত্তি। নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে ব্যুত্থানদশায় বায়োস্কোপের চিত্রের মত তাঁহার মানসপটে সকল লোক ভাসিয়া ওঠে। ধ্যানদৃষ্ট লোক বা স্তরগুলি শেষে চিত্রে অঙ্কিত করেন।

বেদান্তের নির্ব্বিকল্প সমাধি আনিবার জন্য কামাখ্যায় তিনি নিদিধ্যাসনে বসিয়াছিলেন। আমিত্বের ব্যাপ্তি বা প্রসারই বেদান্তের সাধনা। ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা চিত্তমল সম্পূর্ণ বিদূরিত হওয়ায় পাতঞ্জলমতে সমাধি এবং বেদান্তমতে সমাধি আনিতে তাঁহাকে আর বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই অভিন্নতাবোধ সহজে আসিয়া যাইত। জগতের সঙ্গে, লোকের সঙ্গে, সগুণ ব্রহ্মের সঙ্গে এবং সর্ব্বশেষে নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গেও তাঁহার অভেদজ্ঞান আসিয়া পড়িয়াছিল। আমিত্বের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উত্তার-পথে অগ্রসর হইয়া পরে আবার অবতরণের পথে তিনিই ভূলোকে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। বেদান্তের উজান-সাধনায় ব্যষ্টিজ্ঞান ক্রমশঃ সমষ্টিজ্ঞানে পরিণত হয়। আধার শুদ্ধ থাকায় কল্পনায় তিনি যাহা চিন্তা করিতেন, বাস্তবে তাহাই পরিগ্রহ করিত। সাধারণের সঙ্গে বিশুদ্ধ আধারের এইখানেই প্রকাণ্ড তফাৎ। প্রকৃত বৈদান্তিক যাহা ভাবেন, তাহাই হইয়া যান। সাধারণ জীবের কল্পনা নিছক কল্পনাই থাকিয়া যায়। আধিকারিক মহাপুরুষের কল্পনাই বাস্তবরূপ ধারণ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধারণ জীবের পক্ষে যেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব, আধিকারিক ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে সেখান হইতেও ফিরিয়া আসা মোটেই অসম্ভব নহে। নির্গুণব্রহ্মে সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ বা নিমজ্জনেরও একটা পথ আছে, আবার সেখানের অনুভূতি লইয়া ফিরিয়াও আসা যায়। অবশ্য এ অধিকার সকলের নাই, একমাত্র আধিকারিকপুরুষদেরই আছে।

বিরাটের সঙ্গে অভিন্নতাবোধই বেদান্তের সাধনার লক্ষ্য। এই জন্যই বেদান্তের সাধনা—শুধু মহাবাক্যের বিচারের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তীব্র ভাবনার ফলেই এই অভিন্নতাবোধ আসিয়া পড়ে। নির্গুণব্রহ্ম হইতে নামিবার সময় তিনি যে দৃশ্যগুলি দেখিয়াছিলেন চিত্রে তাহাই বিন্যস্ত করিয়া দেখাইয়াছেন।

বেদান্তমতে নিত্যজ্ঞান আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতিচ্ছায়া অর্থাৎ প্রতিবিম্ববিশিষ্ট সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সূক্ষ্ম অবস্থাকেই প্রকৃতি বলে। এই প্রকৃতি দুই প্রকার—মায়া ও অবিদ্যা। সত্ত্বগুণের নির্ম্মলতা হেতু প্রথম প্রকারের নাম মায়া এবং মালিন্যপ্রযুক্ত দ্বিতীয় প্রকারের নাম অবিদ্যা। মায়াতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য, তিনি মায়াকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, সগুণ ব্রহ্ম বা মহাশক্তি নামে পরিচিত হন। আবার সেই চৈতন্যই যখন অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া অবিদ্যার বশীভূত হন, তখন তাঁহাকেই জীব আখ্যা দেওয়া হয়। এই অবিদ্যারই নির্ম্মলতা ও মালিন্যের তারতম্য বিশেষে দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি জীবও অনেক প্রকার। অবিদ্যার নামই কারণ-শরীর, সেই কারণ-শরীরে অভিমানী জীবসকলকে 'প্রাজ্ঞ' বলা হইয়া থাকে।

কারণ-শরীরের পর সূক্ষ্ম-শরীর। তমঃপ্রধান প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরের আজ্ঞানুযায়ী প্রাজ্ঞ প্রভৃতির ভোগের জন্য প্রথমতঃ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী—এই পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চভূতের প্রত্যেক পঞ্চ সত্ত্বগুণাংশ হইতে যথাক্রমে—আকাশের সত্ত্বগুণ হইতে **শ্রোত্রেন্দ্রিয়**, বায়ুর সত্ত্বগুণ হইতে **ত্বগিন্দ্রিয়**, তেজের সত্ত্বগুণ হইতে **চক্ষুরিন্দ্রিয়**, জলের সত্ত্বগুণ হইতে **জিহ্বেন্দ্রিয়** এবং পৃথিবীর সত্ত্বগুণ হইতে **ঘ্রাণেন্দ্রিয়** সমুৎপন্ন হয়। এইগুলি হইল—**পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়**।

সমুদয় পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণসমষ্টি হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। সেই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে দুই প্রকার—মন ও বুদ্ধি। অন্তঃকরণের সংশয়াত্মিকা বৃত্তিকে মন বলে। আর নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিকে বুদ্ধি বলে।

পঞ্চভূতের প্রত্যেক পঞ্চরজোগুণাংশ হইতে—আকাশের রজোগুণ হইতে **বাক্যেন্দ্রিয়**, বায়ুর রজোগুণ হইতে **হস্ত-ইন্দ্রিয়**, তেজের রজোগুণ হইতে—**পদ-ইন্দ্রিয়**, জলের রজোগুণ হইতে **পায়ু-ইন্দ্রিয়** এবং পৃথিবীর রজোগুণ হইতে **উপস্থ-ইন্দ্রিয়** উৎপন্ন হয়। এইগুলির নাম **পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়**।

আবার সমুদয় পঞ্চভূতের রজোগুণসমষ্টি হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়। বৃত্তিভেদে সেই প্রাণ পাঁচপ্রকার। নাসিকাস্থিতবায়ুর নাম **প্রাণ**, পায়ুতে স্থিত বায়ুর নাম **অপান**, উদরস্থ দ্রব্যের পরিপাককারী বায়ুর নাম **সমান**, কণ্ঠস্থিত বায়ুর নাম **উদান** এবং সমস্ত শরীরব্যাপী বায়ুর নাম **ব্যান**। ইহাদিগকে **পঞ্চপ্রাণ** বলে।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি—এই সপ্তদশ অর্থাৎ ১৭টি অবয়বের সমষ্টির নাম **সূক্ষ্মশরীর**। তাহাকেই লিঙ্গ শরীরও বলা হয়।

মলিনসত্ত্বপ্রধান অবিদ্যাতে উপহিত যে প্রাজ্ঞ, তাঁহাকে সেই লিঙ্গ-শরীরে অভিমানবশতঃ **তৈজস** শব্দে অভিহিত করা হয়। বিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধান মায়াতে উপহিত যে ঈশ্বর, তিনি এই লিঙ্গশরীরে অভিমান-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বশতঃ হিরণ্যগর্ভ নামে কথিত হন। তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ উভয়েই লিঙ্গশরীরাভিমানিরূপে সমান হইলেও উভয়ের বিভিন্নতা এই যে, ব্যষ্টি-লিঙ্গশরীরাভিমানীর নাম—তৈজস এবং সমষ্টি-লিঙ্গ-শরীরাভিমানীকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়।

হিরণ্যগর্ভ লিঙ্গ-শরীরোপাধিবিশিষ্ট সমুদয় তৈজসজীবদিগের সহিত আপনার অভেদ জ্ঞাত আছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সমষ্টি শব্দে অভিহিত করা হয়, আর সেইরূপ জ্ঞানের অভাবহেতু তৈজস সকলকে ব্যষ্টিশব্দে অভিহিত করা হয়।

লিঙ্গশরীর এবং তদুপাধিবিশিষ্ট তৈজস-প্রাজ্ঞ ও হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বরের বিবরণের পর স্থূলশরীরাদির উৎপত্তিক্রম বলা হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রাজ্ঞ প্রভৃতির ভোগের নিমিত্ত ভোগ্য অন্নপানাদি ও ভোগের স্থান জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ শরীরের উৎপত্তিবিধানার্থ ঈশ্বর সেই সকল আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেককে পঞ্চ-পঞ্চাত্মক করিলেন।

পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ড, সেই ব্রহ্মাণ্ডে ভূলোকাদি পাতাল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ভুবন এবং ভোগ্যপদার্থসকল আর ভোগের উপযুক্ত শরীরসমূহ উৎপন্ন হইল।

পূর্ব্বোক্ত স্থূলশরীরের সমষ্টিতে বর্ত্তমান হিরণ্যগর্ভ তাহাতে অভিমান-বশতঃ বৈশ্বানর বা বিরাট শব্দের বাচ্য হন এবং ব্যষ্টিতে বর্ত্তমান তৈজস সকলের অভিমানী হেতু দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতিরূপ 'বিশ্ব' নামে কথিত হন। স্থূলশরীরের সমষ্টিতে অভিমানী হিরণ্যগর্ভকে বৈশ্বানর বা বিরাট বলে, আর ব্যষ্টিতে অভিমানী তৈজসের বিশ্বসংজ্ঞা হয়। তত্ত্বজ্ঞানরহিত সেই বিশ্বশব্দবাচ্য জীবসকলেরই সংসারদশা।

পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন যে স্থূলশরীর, তাহাকে অন্নময়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোষ বলা যায় এবং লিঙ্গশরীরমধ্যস্থিত রজোগুণ-বিকার যে বাগাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় তাহার সহিত পঞ্চপ্রাণ—**প্রাণময়কোষ** শব্দে বাচ্য হন।

সত্ত্বগুণের কার্য্য চক্ষুঃ প্রভৃতি যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহার সহিত সংশয়াত্মক মনকে **মনোময়কোষ** এবং সেই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বিজ্ঞানময়কোষ শব্দে কথিত হন।

কারণশরীর যে অবিদ্যা তাহাতে স্থিত প্রীতি-আমোদাদিবৃত্তির সহিত মলিনসত্ত্বগুণকে **আনন্দময়কোষ** বলে। অন্নময়কোষে অভিমানবশতঃ আত্মাকে **অন্নময়**, প্রাণময়কোষে অভিমানহেতু **প্রাণময়**, মনোময়কোষে অভিমানহেতু **মনোময়**, বিজ্ঞানময়কোষে অভিমানবশতঃ **বিজ্ঞানময়** এবং আনন্দময়কোষে অভিমানহেতু **আনন্দময়** বলা হইয়া থাকে।

পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। এইরূপ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। পরমেশ্বরই ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা। তিনিই মহাব্রহ্মা, মহাবিষ্ণু ও মহাশিবরূপে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পালক এবং ধ্বংসকারক। সগুণ-ব্রহ্ম বা ঈশ্বরেরই সৃষ্টি, স্থিতি, পালনকারিণী শক্তি রহিয়াছে।

পঞ্চতন্মাত্র অপঞ্চীকৃত, পঞ্চীকৃত না হইলে ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় না। এই জন্যই সৃষ্টিতে পঞ্চীকরণ-প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়া থাকে। আত্মা পঞ্চকোষের আবরণে ক্রমশঃ আবৃত হইতে থাকেন। শেষে 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে' এই অবস্থা।

বেদান্ত-মতে পঞ্চকোষবিবেক দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দময়কোষ অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম কারণকেও ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়া যাইতে হইবে। তবেই দহর **ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময়-মণ্ডলের** সন্ধান মিলে। ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময়মণ্ডল নির্গুণেরই রাজ্য। এইখানেই **ব্রহ্মগন্ধ, ব্রহ্মতেজ** এবং **ব্রহ্মরসস্পর্শ** মিলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ সূক্ষ্ম, স্থূল, আবার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এইভাবে জ্ঞানেরও উত্তার-অবতার লীলা আছে।

ব্রহ্মাণ্ডচক্র বা জ্ঞানচক্রে—জ্ঞান, যোগ, তন্ত্র এবং প্রেম-ভক্তি-পথের সমন্বয় দেখানো হইয়াছে। বেদান্তমতে আমিত্বের প্রসার বা ব্যাপ্তি কিরূপে ঘটে তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। বেদান্তের জ্ঞান—সমষ্টির জ্ঞান, অখণ্ডের জ্ঞান। অখণ্ড হইতে খণ্ডের, সমষ্টি হইতে ব্যষ্টির জ্ঞান কি করিয়া আসে তাহাও দেখানো হইয়াছে।

'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে দেহভাণ্ডে'। যোগ প্রক্রিয়ায় দেহ-ভাণ্ডের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান আসে। এই জ্ঞান—ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের মত। আবার ঘট ভাঙ্গিয়া গেলেই—উপাধিমুক্ত হইলেই বিমুক্ত আকাশের জ্ঞান আসে।

কাজেই যোগপথে এবং বেদান্তের জ্ঞানপথে যোগাযোগ বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। মূলাধার হইতে সহস্রারে পৌঁছিতে পারিলেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। সপ্তলোক যেমন বাহিরে আছে, তেমনি ভিতরেও। যোগী দেহভাণ্ডে চক্রে চক্রে ব্রহ্মশক্তির উত্তার এবং অবতারলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও দ্বিদল-পদ্মে যোগী শক্তিকে অন্তরঙ্গভাবে উপলব্ধি করেন। চক্রে চক্রে ব্রহ্মজ্যোতির অবতরণলীলা যোগীর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষগোচরীভূত হয়।

তন্ত্রের শিব-শক্তির যুগল-লীলানন্দই ব্রহ্মানন্দরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শিব-শক্তির সম্মিলনই তন্ত্রের লক্ষ্য। শক্তি মূলাধারে—ভূলোকে নিদ্রিতা। শক্তির চাই জাগরণ। মিলন নিম্নকেন্দ্রেও আছে। মূলাধারে কুণ্ডলিনীশক্তি—জীবশক্তি স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। এইখানে অন্নময়কোষের অর্থাৎ স্থূলের আনন্দ। তন্ত্রের লক্ষ্য—ব্রহ্মানন্দ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু এই ব্রহ্মানন্দ, সহস্রারে না গেলে লাভ হয় না। এই জন্যই চক্র-সাধনায় শক্তির সাহায্য বা কৃপা লইয়া ক্রমশঃ চক্রে চক্রে ঊর্দ্ধস্তরে বিচরণ করিতে হয়। শক্তি সহস্রারে আসিয়া পরম শিবের সঙ্গে সম্মিলিত হইলেই আনন্দময় কৈলাসধামের সৃষ্টি হয়। মূলাধারের মিলনে ব্রহ্মানন্দাভাস পাওয়া যায়; কিন্তু সহস্রারে খাঁটী ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। অন্নময়কোষ হইতে ঊর্দ্ধকোষে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেরও সত্বাধিক্য ঘটে। সহস্রারে নির্ম্মলানন্দ, মূলাধারে মিশ্রানন্দ। পার্থক্যমাত্র এইটুকু।

ভক্তের মতে ভগবানের সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি রহিয়াছে। ভগবান্ তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির সঙ্গে অভিন্ন। সহস্রারের উপর দ্বারকামণ্ডল, মথুরামণ্ডল এবং গোকুল অবস্থিত।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে মহদ্ধাম, তাহার নাম গোকুল। ইহা সহস্রদল-বিশিষ্ট কমলের ন্যায়। এই কমলের কর্ণিকার সকলে অনন্তদেবের অংশ-সম্ভূত যে স্থান—তাহাই গোকুলাখ্য। এই গোকুলরূপ কমল কর্ণিকা একটি ষট্‌কোণবিশিষ্ট মহদ্‌যন্ত্র। ইহা বজ্রকীলক অর্থাৎ প্রোজ্জ্বল হীরক-কীলকের ন্যায় উজ্জ্বলপ্রভাবিশিষ্ট এবং কামবীজ সমন্বিত। ইহার ষট্‌কোণে ষট্‌পদী মহামন্ত্র (কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা) বেষ্টন করিয়া আছে। এই কর্ণিকার উপরেই প্রকৃতি-পুরুষ অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্য রস-রাস বিহার করেন। এই চিৎধাম—এই রস-রাস-মণ্ডল পূর্ণতম সুখরসে অবস্থিত এবং জ্যোতিঃস্বরূপ ও কামবীজ মহামন্ত্রে সম্মিলিত। এই কমলের অষ্টদলে অষ্টসখী এবং কিঞ্জল্ক ও কেশর সমূহে অসংখ্য গোপী বিরাজিতা। এই স্থলেই রসিকশেখর পূর্ণতম রসরাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় পূর্ণতম হ্লাদিনীশক্তি রাধিকাসহ নিত্য-লীলা করিতেছেন।"—'প্রেমিকগুরু' হইতে উদ্ধৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলাগুলি পূর্ণ, পূর্ণতর এবং পূর্ণতম বলা হইয়াছে। গোকুলে-বৃন্দাবনে লীলার পূর্ণতম বিকাশ। তন্ত্রের হরপার্ব্বতী এখানে প্রেমনেত্রে রাধা-কৃষ্ণ যুগলরূপে ফুটিয়া উঠেন। রূপের বর্ণনা অপ্রাকৃত সগুণ-ব্রহ্ম পর্য্যন্ত, তারপর সব অব্যক্ত, ভাষার অতীত, যাহাকে নির্গুণভূমি বা স্তরও বলা হইয়াছে। এই ভূমি হইতে কচিৎ কেহ ফিরিয়া আসেন। তাঁহাদের শ্রীমুখেই নির্গুণ-সগুণের পূর্ণ ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায়। সমন্বয়ী, স্বচ্ছদৃষ্টি না থাকিলে বিশেষত্ব এবং মিলন-সূত্রের সন্ধান মিলে না।

বিরাট আধিকারিকপুরুষ ছিলেন স্বামী নিগমানন্দ, তাই তাঁহার অঙ্কিত জ্ঞানচক্রে সকল মত-পথের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। বেদান্ত মত, যোগদর্শনের মত, তন্ত্রমত এবং প্রেম-ভক্তির সকল পথ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে প্রেমালিঙ্গনে আলিঙ্গনাবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ একাধারে উপলব্ধির বিষয় হইয়াছিলেন স্বামী নিগমানন্দের। নির্গুণ-সগুণ-ভাবলোকে এই জন্যই কোন দ্বন্দ্ব দেখা যায় না। তিনি ছিলেন সমন্বয়-বাদী। বৈশিষ্ট্যের দিকে যেমন তাঁহার জাগ্রত-দৃষ্টি ছিল, তেমনি ছিল মিলন-সূত্র আবিষ্কারের দিকে। বাস্তবিকই জ্ঞানচক্রটীর ধ্যান করিলে, সকল মত-পথের সমন্বয়ে একটী অখণ্ডানুভূতি লাভ হয়। অখণ্ডবস্তুর ধারণা করিতে যাহারা অক্ষম, তাহারা খণ্ড খণ্ড করিয়া অর্থাৎ এক এক মতে ভাগ করিয়া চক্রটী বুঝিবার চেষ্টা করিলেও উপকৃত হইবেন। আর যাঁহারা সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টিকে সজাগ রাখিয়া চক্রটীর বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম, তাঁহারা যুগপৎ ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবানের অনুভূতিজনিত বিমলানন্দের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন। আধিকারিক পুরুষ শ্রীনিগমানন্দ আমাদের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ এবং সংস্কারমুক্ত করিয়া জ্ঞানচক্র বুঝিবার শক্তি প্রদান করুন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানচক্র সম্পর্কে নিগমানন্দের উক্তি

জ্ঞানচক্র অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের বা অনন্ত-ভাবেরই একটা ছক্‌মাত্র। এক সঙ্গে অখণ্ডের ধারণা, আধিকারিকপুরুষের কৃপাপ্রাপ্ত যাঁহারা, তাঁহারাই করিতে সক্ষম। সমন্বয়দৃষ্টি না খুলিলে অখণ্ডের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমাদের সাধারণের দশা হইল, একদিকে দৃষ্টি বা মনোযোগ দিলে অন্যদিক্ আড়াল হইয়া পড়ে—এক সঙ্গে সবকে যথাস্থানে দর্শন শক্তিমানের কাজ। এবার আমাদের ধারণায় যাহাতে জ্ঞানচক্রের বোধটা পরিস্ফুট হইয়া ওঠে, তজ্জন্য এই জ্ঞানচক্রের দ্রষ্টা স্বামী নিগমানন্দের উক্তিগুলি অনুধাবন করার চেষ্টা করিব। স্বামী নিগমানন্দকে নিরোধযোগী না বলিয়া আমরা তাঁহাকে পূর্ণযোগীই বলিব, কেন না, অখণ্ডসত্তাকে তিনি খণ্ডিত করিয়া দেখেন নাই। তাঁহার সম্যক্‌জ্ঞানে বা পূর্ণচেতনায় একদিক্ সত্য, অন্যদিক্ মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই। লোকোত্তর এবং ইহলোক—দুই-ই তাঁহার নিকট সত্য ছিল। জগৎকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার জন্য তাঁহার কোন গরজ ছিল না। প্রলয় এবং সৃষ্টি—দুইদিকেই তাঁহার জ্ঞান পরিব্যাপ্ত ছিল। অখণ্ডের ধারণা, তাঁহার নিকট কিরূপ পরিষ্কার ছিল, জ্ঞানচক্রে আমরা তাহারই পরিচয় লাভ করি।

জ্ঞানচক্রের আদি বিন্দুতে বা উত্তুঙ্গ প্রদেশে রহিয়াছেন—নির্গুণ-ব্রহ্ম। এই নির্গুণ-ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞানীগুরুতে স্বামী নিগমানন্দদেব লিখিয়াছেন—

"নির্গুণ-ব্রহ্ম বলিলে এমত বুঝায় না যে, তাহাতে গুণের একেবারে অভাব; তাঁহাতে ঐ ত্রিগুণের একেবারে অভাব নহে, গুণ তাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তর্লীন মাত্র। অতএব বেদান্ত যেমন বলিয়াছেন, এ জগৎ এককালে ব্রহ্মে লীন হয়, তেমন আবার বলিয়াছেন, এ জগৎ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতে অবস্থিত থাকে। এই উৎপন্ন শব্দের অর্থ এমন নহে যে, পূর্ব্বে যে বস্তু ছিল না, সেই বস্তুর সহসা উদ্ভব হইল; ইহার অর্থ, সেই অনন্তব্রহ্ম তাঁহার বীজাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আসিলেন। প্রথমে সেই অনন্ত নির্গুণ সত্তা এক অনন্তগুণমাত্রব্যঞ্জক সগুণসত্তারূপে দেখা দেয়। তাহার নামই মহত্তত্ত্ব। এই মহত্তত্ত্ব ক্রমশঃ বিশ্ববিকাশিনী বা সৃষ্টিকারিণী সূক্ষ্মশক্তিসমূহে বিবৃদ্ধ হয়। সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মসত্তার সাত্ত্বিক ক্রিয়াশীলতার নামই সগুণ মহত্তত্ত্ব। এই শুদ্ধসত্ত্ব সগুণ মহত্তত্ত্বই ঈশ্বর নামে অভিহিত হন কিন্তু ইনি সগুণ হইয়াও গুণাতীত; কেননা গুণের দ্বারা তিনি ক্রিয়াপর নহেন; গুণ তাহাতে থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে মাত্র। নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ ঈশ্বর যেমন এক অগ্নি হইতে অগ্ন্যন্তর। দীপশলাকায় যেমন অব্যক্ত আলোক নিহিত থাকে, তাহাকে জ্বালিলেই সে যেমন আলো প্রকাশ করে, তদ্রূপ ব্রহ্ম অব্যক্ত এবং ঈশ্বর ব্যক্ত। দীপশলাকাস্থ অব্যক্ত আলোক আপনি ব্যক্ত আলোকরূপে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ সে জ্বলিয়া আলোক হয়; ব্রহ্ম নিত্যবস্তু, তিনি থাকেন, তাহা হইতে ঈশ্বর হন। বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের যে অবস্থা, তাহা অপ্রজ্ঞাত, অপ্রতর্ক্য, অলক্ষণ এবং বাক্যমনের অতীত। সৃষ্টির অতীত সেই অবস্থাকে নির্গুণ বলা হইয়া থাকে। এই নির্গুণ নিরাকার বাক্যমনের অতীত সেই ব্রহ্ম যখন সিসৃক্ষু অর্থাৎ সৃষ্টিইচ্ছুক হইলেন, তখনই তিনি বিকারবান বা সগুণ হইলেন। কেননা, ইচ্ছা হইলে গুণ হইল এবং যে অবস্থায় ছিলেন, তাহার বিকৃতি হইল। এই যে অবস্থা ইহাই ঈশ্বর। অর্থাৎ সৃষ্টির অতীত হইয়া যিনি নির্গুণ ও নিরাকারভাবে অবস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানচক্র সম্পর্কে নিগমানন্দের উক্তি

জ্ঞানচক্র অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের বা অনন্ত-ভাবেরই একটা ছকমাত্র। এক সঙ্গে অখণ্ডের ধারণা, আধিকারিকপুরুষের কৃপাপ্রাপ্ত যাঁহারা, তাঁহারাই করিতে সক্ষম। সমন্বঃদৃষ্টি না খুলিলে অখণ্ডের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমাদের সাধারণের দশা হইল, একদিকে দৃষ্টি বা মনোযোগ দিলে অন্যদিক্ আড়াল হইয়া পড়ে—এক সঙ্গে সবকে যথাস্থানে দর্শন শক্তিমানের কাজ। এবার আমাদের ধারণায় যাহাতে জ্ঞানচক্রের বোধটা পরিস্ফুট হইয়া ওঠে, তজ্জন্য এই জ্ঞানচক্রের দ্রষ্টা স্বামী নিগমানন্দের উক্তিগুলি অনুধাবন করার চেষ্টা করিব। স্বামী নিগমানন্দকে নিরোধযোগী না বলিয়া আমরা তাঁহাকে পূর্ণযোগীই বলিব, কেন না, অখণ্ডসত্তাকে তিনি খণ্ডিত করিয়া দেখেন নাই। তাঁহার সম্যক্‌জ্ঞানে বা পূর্ণচেতনায় একদিক্ সত্য, অন্যদিক্ মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই। লোকোত্তর এবং ইহলোক—দুই-ই তাঁহার নিকট সত্য ছিল। জগৎকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার জন্য তাঁহার কোন গরজ ছিল না। প্রলয় এবং সৃষ্টি—দুইদিকেই তাঁহার জ্ঞান পরিব্যাপ্ত ছিল। অখণ্ডের ধারণা, তাঁহার নিকট কিরূপ পরিষ্কার ছিল, জ্ঞানচক্রে আমরা তাহারই পরিচয় লাভ করি।

জ্ঞানচক্রের আদি বিন্দুতে বা উত্তুঙ্গ প্রদেশে রহিয়াছেন—নির্গুণ-ব্রহ্ম। এই নির্গুণ-ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞানীগুরুতে স্বামী নিগমানন্দদেব লিখিয়াছেন—

"নির্গুণ-ব্রহ্ম বলিলে এমত বুঝায় না যে, তাহাতে গুণের একেবারে অভাব; তাঁহাতে ঐ ত্রিগুণের একেবারে অভাব নহে, গুণ তাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তর্লীন মাত্র। অতএব বেদান্ত যেমন বলিয়াছেন, এ জগৎ এককালে ব্রহ্মে লীন হয়, তেমন আবার বলিয়াছেন, এ জগৎ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতে অবস্থিত থাকে। এই উৎপন্ন শব্দের অর্থ এমন নহে যে, পূর্ব্বে যে বস্তু ছিল না, সেই বস্তুর সহসা উদ্ভব হইল; ইহার অর্থ, সেই অনন্তব্রহ্ম তাঁহার বীজাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আসিলেন। প্রথমে সেই অনন্ত নির্গুণ সত্তা এক অনন্তগুণমাত্রব্যঞ্জক সগুণসত্তারূপে দেখা দেয়। তাহার নামই মহত্তত্ত্ব। এই মহত্তত্ত্ব ক্রমশঃ বিশ্ববিকাশিনী বা সৃষ্টিকারিণী সূক্ষ্মশক্তিসমূহে বিবৃদ্ধ হয়। সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মসত্তার সাত্ত্বিক ক্রিয়াশীলতার নামই সগুণ মহত্তত্ত্ব। এই শুদ্ধসত্ত্ব সগুণ মহত্তত্ত্বই ঈশ্বর নামে অভিহিত হন কিন্তু ইনি সগুণ হইয়াও গুণাতীত; কেননা গুণের দ্বারা তিনি ক্রিয়াপর নহেন; গুণ তাহাতে থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে মাত্র। নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ ঈশ্বর যেমন এক অগ্নি হইতে অন্যতর। দীপশলাকায় যেমন অব্যক্ত আলোক নিহিত থাকে, তাহাকে জ্বালিলেই সে যেমন আলো প্রকাশ করে, তদ্রূপ ব্রহ্ম অব্যক্ত এবং ঈশ্বর ব্যক্ত। দীপশলাকাস্থ অব্যক্ত আলোক আপনি ব্যক্ত আলোকরূপে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ সে জ্বলিয়া আলোক হয়; ব্রহ্ম নিত্যবস্তু, তিনি থাকেন, তাহা হইতে ঈশ্বর হন। বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের যে অবস্থা, তাহা অপ্রজ্ঞাত, অপ্রতর্ক্য, অলক্ষণ এবং বাক্যমনের অতীত। সৃষ্টির অতীত সেই অবস্থাকে নির্গুণ বলা হইয়া থাকে। এই নির্গুণ নিরাকার বাক্যমনের অতীত সেই ব্রহ্ম যখন সিসৃক্ষু অর্থাৎ সৃষ্টিইচ্ছুক হইলেন, তখনই তিনি বিকারবান বা সগুণ হইলেন। কেননা, ইচ্ছা হইলে গুণ হইল এবং যে অবস্থায় ছিলেন, তাহার বিকৃতি হইল। এই যে অবস্থা ইহাই ঈশ্বর। অর্থাৎ সৃষ্টির অতীত হইয়া যিনি নির্গুণ ও নিরাকারভাবে অবস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন, সৃষ্টিকরণেচ্ছাযুক্ত হওয়াতে তিনিই সগুণ-সাকার হইলেন। তথাপি তিনি নিত্য, এই অবস্থাটুকু ভাবজ্ঞেয়। আবার নির্গুণই সগুণ হইলেন—ইহাও ভাবজ্ঞেয়।

"আশ্রয় স্থানকেই শরীর বলে। নামরূপময় জগৎ যাঁহা হইতে প্রসূত হইয়াছে, তাঁহার নামরূপ না থাকিলে রূপময় জগৎ কি প্রকারে রূপ ধারণ করিতে পারিত? ব্রহ্ম সগুণ হইয়া প্রথমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণে তিন বিগ্রহরূপে দেখা দিয়াছিলেন। এক ব্রহ্ম—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন তাহা নহে। তিনি কামনা করিলেন, 'আমি বহু প্রজা হইব।' তাহাতেই তিনি বহু বিগ্রহ ধারণ করিলেন। শরীরধারীর ন্যায় কাম-ক্রোধ-ভয় সকলই গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কেবল সৃষ্টিরক্ষার্থ, পালনার্থ ও সংহারার্থ। সেই একই দেব বাহ্যকার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেবাদি আবরণে আবৃত হইলেন এবং দেবতা হইয়া দেবতান্তরভাব গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর সাধকভাবাপন্ন জীবের যাহাতে সার্থসিদ্ধি লাভ হয়, যাহাতে সৃষ্টের জন্ম-সাফল্য লাভ হয়, তাহা করিলেন। তাহার জন্য ব্রহ্ম আপনাকে বহুবিধরূপে কল্পিত করিলেন। অতএব ইচ্ছাময় ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি ও সৃষ্ট-পদার্থের জন্য নির্গুণ হইয়াও সগুণ এবং নিরাকার হইয়াও সাকার হইয়াছেন। বস্তুতঃ এই মহত্তত্বই ঈশ্বর চৈতন্যের উপাধি; এই উপাধি নির্ম্মল জ্ঞানময় সত্তা। এই নির্ম্মল মহত্তত্ত্ব কখন কখন মন বা বুদ্ধি নামেও অভিহিত হন। যেমন ব্রহ্ম মহত্তত্বে ঈশ্বরচৈতন্যরূপে বিবর্ত্তিত হন, তেমনি সেই মহত্তত্ত্ব হইতে যখন আবার বিশ্বশক্তির পরিণাম ঘটে, সেই ঈশ্বরচৈতন্য আবার সেই সমস্ত শক্তির চৈতন্য বা আত্মারূপে দেখা দেন। এই মহত্তত্ত্ব হইতে ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডই বিশ্বের শক্তিময় অখণ্ডস্বরূপ। এই ব্রহ্মাণ্ডেই অবিশেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহত্তত্ত্ব হইতে বিশেষ বিশেষ জাতীয় বীজোৎপত্তি। এই বিশেষ জাতীয় বীজসত্তাই বৈশেষিকের বিশেষ পদার্থ, পরমাণুবাদীর বিশেষ বিশেষ পরমাণু জগৎ, বেদান্তীর হিরণ্যগর্ভ, পৌরাণিকের ব্রহ্মা, জাতিবাদীর জাতিসমষ্টিসম্পন্ন ব্রহ্মার কায়া। এই ব্রহ্মাণ্ড হইতে জীব পর্য্যন্ত নৈয়ায়িকদিগের আরম্ভবাদভুক্ত।

"ঈশ্বর-চৈতন্য এই শক্তিসমূহের আত্মারূপে অবস্থিত হইলে তাঁহাকে কূটস্থচৈতন্য বলে। এই ব্রহ্মাণ্ড হইতে যখন বিরাট বিশ্ব প্রসূত হয়, তখন এই কূটস্থচৈতন্য চেতন-অচেতনে জীবের সূক্ষ্ম ও স্থূলশরীরের আত্মারূপে দেখা দেন। প্রতি জীবের অন্তরে অন্তরে কূটস্থ চৈতন্য আত্মারূপে অবস্থিতি করেন। ব্রহ্মাণ্ডের শক্তিময়সত্তার বিকাশাবস্থাই এই অনন্ত চেতনাচেতন জীবপূর্ণ জগৎ। যাহা শক্তির আত্মস্বরূপ ছিল, এই বিরাট বিশ্ব বিকশিত হইলে, সেই কূটস্থচৈতন্য প্রতি চেতন জীবের আত্মরূপে এবং অচেতন জীবেরও আত্মরূপে অবস্থিত থাকেন। যাহা এই জীবচৈতন্যের উপাধি, তাহাই জীব নামে অভিহিত।

"বৈদিক সৃষ্টিকাণ্ড হইতে আমরা ইহাই জানিতে পারি যে, প্রথমতঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বশক্তি নির্গুণ পরব্রহ্মই উল্লেখযোগ্য। তিনি সর্ব্বশক্তিপূর্ণ; সুতরাং তাঁহাতে জ্ঞানশক্তি ও অজ্ঞানশক্তি দুই পদার্থ এবং সদ্ভাব ও অসদ্ভাব দুইটিই আছে। লীলা করিবার ইচ্ছাও আছে, অনিচ্ছাও আছে। একটি আছে, আরেকটি নাই, পরিপূর্ণ পরব্রহ্মে এ কথাটি খাটিবে না, সুতরাং তাঁহার যে অজ্ঞানশক্তি আছে, তিনি তাহার বিকাশ করেন; ইহা অনুপপন্ন কথা নহে। তাঁহার অজ্ঞানশক্তি নাই বা তিনি অজ্ঞানশক্তির বিকাশ করিতে পারেন না, এ কথা বলিলে তাঁহাকে অপূর্ণ বলা হয়। অতএব লীলাময় লীলার জন্যই অসদ্ভাবময় অজ্ঞানশক্তির বিকাশ করেন। পরব্রহ্ম অনাদি ও অনন্ত; সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞানশক্তি তাঁহার সর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া আবির্ভূত হয় না, কিয়দংশ ব্যাপিয়াই আবির্ভূত হয়। অতএব সৃষ্টিকালে তাঁহার সমুদয় ব্রহ্মসত্তাংশ ব্যাপিয়া অজ্ঞানশক্তি আবির্ভূত হয় না, তাঁহার অমৃত ত্রিপাদ অব্যাহত থাকে। কেবল যাহা চিরকাল সগুণ হইতেছে, সেই অংশমাত্রই সগুণ-ভাব প্রাপ্ত হয়। সেই সগুণভাবপ্রাপ্ত অংশই বা সগুণব্রহ্মই **পরমেশ্বরপদবাচ্য**। তিনি আকাশাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের সৃষ্টি করেন এবং সেই **সূক্ষ্মভূতপঞ্চকের** প্রত্যেকের সাত্ত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়পঞ্চক ও সমস্ত সাত্ত্বিকাংশ মিলাইয়া অন্তঃকরণ, চিত্ত, মন ও বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের সৃষ্টি করেন; আর সেই ভূতের সাত্ত্বিকাংশ দ্বারা প্রাণ-অপানাদি পঞ্চবৃত্তিক প্রাণের সৃষ্টি করেন। সেই জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক, প্রাণপঞ্চক ও সাহঙ্কার অন্তঃকরণ সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকের আশ্রয়েই থাকে। তাহাতে হয় এই যে, ঐ সপ্তদশটি পদার্থ মিলিয়া দেহের ন্যায় অর্থাৎ সূক্ষ্মভাবাপন্ন দেহ প্রস্তুত হইয়া পড়ে। **সেই দেহে পরমেশ্বরের হিরণ্ময় জ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হয়,** কারণ ঐ দেহ অতীব স্বচ্ছ! তদ্দ্বারা ঐ দেহ চেতয়মান হয় এবং **হিরণ্যগর্ভ** নাম প্রাপ্ত হয়। হিরণ্যগর্ভের ব্যবহারিক নাম সাধারণতঃ ঈশ্বর বা নারায়ণ। ইঁহার অংশই মুক্তজীব বা ব্যষ্টিতে ইনিই **তৈজস** নাম পাইয়া থাকেন। আবার ইনিই স্থূলশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাট্ মূর্ত্তি বা গীতোক্ত **বিশ্বরূপ** নাম প্রাপ্ত হন। বিরাটের অংশই বৈশ্বানর বা ব্যষ্টিতে স্থূলদেহাভিমানী বদ্ধজীব। এই বিরাট প্রজাপতি বা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাই আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা। বলা বাহুল্য, **সূক্ষ্মের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর এবং স্থূলের সৃষ্টিকর্ত্তা বিরাট পুরুষ বা পিতামহ ব্রহ্মা।**

"চৈতন্য তবে চতুর্ব্বিধ—ব্রহ্মচৈতন্য, ঈশ্বরচৈতন্য, কূটস্থচৈতন্য ও জীবচৈতন্য। চৈতন্য এই চতুর্ব্বিধ আকারেই অনন্ত। তিনি অনন্তরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বিশ্বে অবস্থিতি করিতেছেন। বিশ্ব ত খণ্ডিত জীবপূর্ণ, তবে ব্রহ্ম-চৈতন্য অনন্তরূপে আছেন কি প্রকারে? বিশ্ব সেই খণ্ডিত জীবপূর্ণ হইয়াও অনন্ত, এ জন্য অনন্ত ব্রহ্মই বিশ্বব্যাপী হইয়াছেন। কেবল স্থূলদর্শীর নিকট বিশ্বের খণ্ডিত রূপ। কিন্তু ব্রহ্মবিৎ তত্ত্বদর্শীর নিকট এ বিশ্বের জীবরূপ সমস্ত খণ্ডিতাকার ধারণ করিলেও, তাহা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্যরূপে প্রতীত হয় না। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মে সকল এবং ব্রহ্ম সকলে; তিনি সকলের সব, সবের সকল। সর্ব্বত্রব্যাপী চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং তাঁহারই প্রকাণ্ড উদরে অর্থাৎ এই মহা চিদ্‌গগনে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে।"

জ্ঞানচক্র বা ছক্ সম্পর্কে স্বামী নিগমানন্দদেবের স্বহস্ত লিখিত উক্তি 'জ্ঞানীগুরু' হইতে উপরে উদ্ধৃত হইল, এক্ষণে 'জীবনী ও বাণী' হইতে তাঁহারই শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী উদ্ধৃত করিতেছি। ছক্‌টা বুঝিতে হইলে মৌখিকভাবে এবং লিখিতভাবে তিনি যে উপদেশ-বাণী প্রদান করিয়াছেন, তাহাই অনুধাবন করিতে হইবে। যথা—

"আমি যে ছকটা এঁকেছি, সেটা দেখ্‌লে অনেকটা সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝ্‌তে পার্‌বে। ঐ জ্ঞানচক্র ধারণা কর্‌বার আবার বিশেষ একটা ধারা আছে। প্রথমে চক্ষু মুদ্রিত কর। চক্ষু মুদ্‌লে ঊর্দ্ধঅধঃ দু'দিকেই যে ঘন অন্ধকাররাশি দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তা অনন্ত ও অসীম। তার মধ্যে যতদূর তোমার চোখ যায়, ততটুকুকে এক উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল বলে কল্পনা কর। তারপর তার চতুর্দ্দিকে ওকে কেন্দ্র ক'রে রামধনুর সাতটী পরিধিযুক্ত মণ্ডল ধারণা কর। মণ্ডলগুলি পাত্‌লা রংএর কর্‌বে। তারপর ঐ সাতটি মণ্ডলের পর এক একটি ব্রহ্মাণ্ড অঙ্কিত কর্‌বে। এইরূপে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা। মণ্ডল অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন বা আত্মা হ'তেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত সমষ্টিজীবের বীজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক একটি ঢেলাকারে ব্রহ্মাণ্ডকটাহে নিপতিত হয়েছে। সেই ঢেলা বা পিণ্ডব্রহ্মাণ্ড হইতে অসংখ্য চিৎকণ আবার ব্যষ্টিজীবরূপে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন ইক্ষুরস কটাহে উত্তপ্ত করিতে করিতে ক্রমশঃ গুড়-বীজসহ ঘন হয়, দানা বেঁধে সংহত হয়, তেমনি প্রত্যেকের মাঝে চিৎকণ বা বীজ রয়েছে বলেই সংহত ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টি। যেমন সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ রয়েছে, তেমনি ব্যষ্টিকটাহ হল মাথার খুলিটা। মাথার খুলিটাই ব্যষ্টিজীবের কটাহ। একে ভেদ করেই আবার সচ্চিদানন্দঘন অবস্থায় পৌঁছান যায়। ব্যষ্টিজীবের কটাহ অর্থাৎ তালু ফেটে গেলে সেই ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে বিরাট ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন ঘটে। ব্রহ্মাণ্ড এবং দেহভাণ্ডের মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে। যোগীরা স্থূলশরীরে মূলাধারচক্র (অর্থাৎ ভূলোক) হতে কুণ্ডলী-চেতনাকে সহস্রারে উন্নীত করে ব্রহ্মানন্দলাভের অধিকারী হন। দেবযানের রাস্তায় সহস্রার দিয়ে নির্গুণ ব্রহ্মে পৌঁছান যায়। বেদান্তের কল্পনা সমষ্টিকে নিয়ে, আর যোগীর কল্পনা দেহভাণ্ডকে নিয়ে। ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা দৈহিক-মানসিক-আত্মিকমল বিদূরিত হলে এই দেহের ভিতর দিয়েই ব্রহ্মচৈতন্য বা ব্রহ্মজ্যোতির সঙ্গে মিলন ঘটানো যেতে পারে।

"আত্মা হতেই লোক সৃষ্টি বা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। প্রথমেই সত্যলোক, এ হল অন্তঃকরণময়। তারপর তপলোক—ইন্দ্রিয় ও প্রাণময়, জনলোক সূক্ষ্মদেহময়। সবই কিন্তু সমষ্টি অর্থাৎ সমষ্টি অন্তঃকরণে সমষ্টি ইন্দ্রিয় ও প্রাণে, সমষ্টি সূক্ষ্মশরীরে—সত্য, তপ ও জনলোক পরিপূর্ণ। সত্য-লোকে উপেন্দ্র, মহর্লোকে ইন্দ্র, স্বর্লোকে দেবতাবৃন্দ, ভুবর্লোকে পিতৃগণ এবং ভূর্লোকে মানবগণের অবস্থিতি। মহর্লোকে বায়ুঘন, স্বর্লোকে অগ্নিঘন, ভুবর্লোকে জলঘন, ভূলোকে মাটীঘন অবস্থা। লোকের সঙ্গে পদ্ম বা চক্রগুলিরও সম্বন্ধ আছে। যথা—ভূলোকে—মূলাধার পদ্ম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুবর্লোকে—স্বাধিষ্ঠানপদ্ম, স্বর্লোকে—মণিপুরপদ্ম, মহর্লোকে—অনাহত-পদ্ম, জনলোকে—বিশুদ্ধপদ্ম এবং তপলোকে—আজ্ঞাপদ্ম। একেই ষট্‌চক্রও বলে। এই ষট্‌চক্র ভেদ করে সহস্রারের পথে ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়মণ্ডলের সঙ্গে সংযোগ ঘটানো যায়। যোগপথে একটি ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান হয়ে গেলে, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব বুঝ্‌তে আর কোন গণ্ডগোল লাগে না। জ্ঞান, যোগ, এবং প্রেমভক্তিমার্গে কোন গণ্ডগোল নাই। সব পথই গিয়ে এক জায়গায় মিশেছে। আবার নির্গুণ-সগুণের মধ্যস্থলে রয়েছে—গোকুল বা ভাবলোক। এই ভাব-লোকে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা চল্‌ছে।"

——০——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধিকারিকপুরুষ-দৃষ্ট ভাবলোক বা ভাবজগৎ

অধ্যাত্মসিদ্ধির একটা পূর্ণায়ত আদর্শ রহিয়াছে। আধিকারিক পুরুষের সম্যক্‌দৃষ্টিতে বা চেতনায় অধ্যাত্মরাজ্যের সকল স্তর বা লোকগুলিই সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। তাঁহারা একদেশদর্শী নহেন। জ্ঞানচক্রে নির্গুণ-ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে স্থূলজগতের পরিণামের ধারা সুন্দরভাবে দেখানো হইয়াছে। স্বামী নিগমানন্দ ছিলেন আধিকারিক পুরুষ বা সম্যক্ জ্ঞানী। সকলবাদের সমন্বয়ে তাঁহার জীবন ছিল পরিপূর্ণ।

এক শ্রেণীর মহাপুরুষ আছেন, উজানমুখী চেতনায় তাঁহারা ডুবিয়া থাকিতে ভালবাসেন; আবার আরেক শ্রেণীর সাধক আছেন, যাঁহারা কেবল অভ্যুদয়ের দিক্ লইয়াই মত্ত। উজান এবং ভাটা—এই দুই দিকেই যাঁহারা সম্যক্ চেতন, এইরূপ মহাপুরুষ জগতে খুবই দুর্লভ। অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য ছিলেন তুরীয়চেতনার পক্ষপাতী, তাঁহার দর্শন নির্ব্বাণমুখী; কিন্তু অনির্ব্বাণ চেতনাও ত আছে? নিত্য এবং লীলায় যুগপৎ যাঁহারা বিচরণ করিতে সক্ষম, তাঁহারাই না আধিকারিক জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ! নিঃশ্রেয়সের সঙ্গে অভ্যুদয়ের, কৈবল্যের সঙ্গে বিভূতির, বৈরাগ্যের সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের, মরণের সঙ্গে জীবনের কি একটা সামঞ্জস্য বিধান হইতে পারে না? নির্গুণব্রহ্ম এবং জগতের মাঝে কি কোন মনোরম বিশ্রামস্থল বা লোক নাই? শুদ্ধসত্ত্বময় একটা ভাবলোক যদি না-ই থাকিবে, তবে আধিকারিক পুরুষ বা অবতার-পুরুষের নিজস্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈঠকখানা কোথায়? নির্গুণ-সগুণের সন্ধিস্থলেই ত ভাবলোক। এই ভাবলোকই আধিকারিকপুরুষের অবস্থানকেন্দ্র। নির্গুণে যাঁহারা তলাইয়া যান, তাঁহাদিগকে লইয়া আমাদের কোন কারবার চলে না। আচার্য্য বা আধিকারিকপুরুষ নির্গুণের ছোঁয়াচ লইয়া আবার ফিরিয়া আসেন ভাবলোকে। এইখান হইতেই তাঁহাদের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হয়। আধিকারিকপুরুষকে আমরা ধরিতে পারি ভাবলোকে। ভাবলোকে চিন্ময় পরিণাম, এখানে লয়ের সাধনা নাই। ভাবের উল্লাসে ভাবজগৎ সর্ব্বদাই পরিণমিত হইতেছে। শুদ্ধসত্ত্বময় ভূমি, নির্গুণের স্তরে নহে; নির্গুণ-সগুণের সন্ধিস্থলে ভাবজগৎ। প্রকৃত ধর্ম্মচেতনায় নিঃশ্রেয়স এবং অভ্যুদয় যুগপৎ এই দুই ভাবধারার সহাবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু অত্যধিক বৈরাগ্যের ফলে দর্শনের মধ্যে যখন নেতিবাদের প্রাধান্য দেখা দিল, তখন হইতেই উপেক্ষা-ঔদাসীন্য আসিল ইহলোক বা জগতের প্রতি! কোন কোন দার্শনিকদের মধ্যেও মাত্রাধিক্য তাড়াহুড়া দেখা যায়—কৈবল্য, নির্ব্বাণ বা নির্গুণ-চেতনার দিকে। সামঞ্জস্য অপেক্ষা একদেশদর্শিতাই তাঁহাদের মাঝে প্রবল! এইরূপ অসহযোগী দার্শনিক দলের প্রভাব এককালে ছিল; কিন্তু আধিকারিক জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের আবির্ভাবে আমাদের চক্ষু ফুটিয়া গিয়াছে। এখন আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি, একই ব্যক্তির পক্ষে অব্যক্ত এবং ব্যক্তচেতনায় সমাহিত হওয়া মোটেই অসম্ভব নহে! নির্গুণ-সগুণের মধ্য দিয়া একটা সড়ক বা গতাগতির রাস্তাও রহিয়াছে। উজানমুখী এবং ভাটামুখী সংস্কার যুগপৎ একজনের মধ্যে অবস্থান করিতে পারে। একই সাধক নির্ব্বাণেও যাইতে পারেন, আবার অনির্ব্বাণ অবস্থায়ও আসিতে পারেন। আবৃত্তিঅনাবৃত্তির মধ্যে ছেদ নাই, গতাগতির সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আছে। আধিকারিকমহাপুরুষ নিগমানন্দ আমাদের সম্মুখে ভাবজগৎ বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবলোককে ছবির মত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নির্গুণের নামে ভয় আসে, আবার গুণময় জগতের ঝালাপালা মোটে সহ্য হয় না! এই অবস্থায় সাধারণ জীবের ভরসা কি? তাহাদের জন্যই ভাবলোকের আবিষ্কার। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-ভাব সকলেই বুঝে। নিত্য-ভাবের সংস্কার সকলের মাঝেই আছে। তবে সুপ্ত এবং উদ্বুদ্ধ—এই মাত্র তফাৎ। কোন গুণেরই কল্পনা করা চলিবে না, ইহাতে যেন শ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া আসে; আর অনন্তকল্যাণগুণের চিন্তায় চিত্তে জাগে অফুরন্ত আনন্দ। নির্গুণ মানে ত অশেষগুণও হইতে পারে। অশেষকল্যাণগুণসম্পন্ন ভগবান্‌কে পাইলে তাঁহার সেবা করিতে, সঙ্গ করিতে কি প্রাণে অভিলাষ জাগে না? ভাবজগত বা নিত্যলোকে সব ভাবই মূর্ত্ত। এই রাজ্যে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয় আপনি। ভাবজগতের মূর্ত্তি দেখিলে প্রাণের সব হাহাকার নিবৃত্ত হইয়া যায়। ভাবজগতে ভাব-তন্মাত্র মূর্ত্তি রহিয়াছে। প্রত্যেকটী ভাব এখানে সম্পূর্ণ। ভাবের মধ্যে ব্যভিচার অসম্ভব। ভাবজগতের প্রত্যেকটি মূর্ত্তি কেবল সেই ভাব দিয়াই গঠিত। কাজেই এক ভাবের মূর্ত্তি দেখিলে, অন্য ভাব আসিতে পারে না। মাতৃমূর্ত্তি সকলের ভিতর কেবল মাতৃভাবই জাগায়, স্ত্রী-মূর্ত্তিতে সকলের স্ত্রী-ভাবই আসে এইরূপ। ভাবলোকে বিশুদ্ধ ভাবেরই মূর্ত্তি রহিয়াছে। এখানে ব্যভিচার হওয়া অসম্ভব।

কেবলাদ্বৈতবাদী নির্ব্বাণ-সায়রে সকল ভাবকে দিয়াছেন বিসর্জ্জন; কিন্তু সমন্বয়বাদী সকল ভাবেরই সমঝ্‌দার। আধিকারিক মহাপুরুষ নিগমানন্দের মুখে যখন ভাবলোকের বর্ণনা শুনিয়াছি, তখন মনে হইত যেন একটা অতীন্দ্রিয় দিব্যজগৎ চোখের সম্মুখে রূপ ধারণ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা শুধু রূপের জগৎ নহে, স্বরূপের জগৎ। রূপকে তুচ্ছ মনে করি আমরা, কিন্তু তাহা যদি হয় স্বরূপের রূপ। তাহা হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে আর ইচ্ছাই হয় না। রূপের সাগরে ডুবিয়া থাকিতেই প্রাণে সাধ জাগে। ভাবজগৎ সেই স্বরূপেরই জগৎ, চিন্ময়েরই রাজ্য। নির্ব্বাণ, নির্গুণে আতঙ্ক জাগে দেহাত্মবাদীর; কিন্তু চিন্ময়প্রত্যক্ষবাদে আতঙ্কের স্থান নাই। এই রাজ্যে সবই সুন্দর, সবই সংযত, সবই শান্ত, সবই অবিক্ষুব্ধ। পরিপূর্ণতা লইয়া সকলেই এখানে বিরাজিত। কাজেই এ জগতের আনন্দ সামরস্যজনিত আনন্দেরই উল্লাস। এই উল্লাসে কোন বিকার নাই, আছে শুধু উদ্দীপনা।

নির্ব্বাণে অন্তরের একদিকের সাধ মিটে; কিন্তু অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বাদে যে অন্যদিকের সাধ পরিতৃপ্ত হয়। নিত্যলোকের লীলারস পান করিবার জন্য স্বয়ং যিনি পূর্ণ তাঁহারও দেখি সাধ। কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ হইয়া-ছিলেন অধ্যাত্মজগতে ইহা ত সত্য ঘটনা। নির্গুণ-সগুণের মধ্যস্থলে ভাবলোকের প্রতিষ্ঠা করিয়া আধিকারিক মহাপুরুষ নিগমানন্দ জগতের কি উপকার সাধন করিয়াছেন একটু চিন্তা করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়।

প্রত্যেক ষ্টেশনে থামিয়াও গাড়ী গন্তব্যস্থলে পৌঁছে, আবার বিরতি না দিয়া সরাসরিও কোন গাড়ী গন্তব্যস্থলে উপনীত হয়। উত্তার এবং অবতারের পথে অনেকের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; এই জন্যই সত্য ভাবকেও অনেকে অস্বীকার করিয়া বসেন। আধিকারিকপুরুষের দৃষ্টি কিন্তু সর্ব্বদাই স্বচ্ছ—নির্ম্মল কাজেই সকল স্তর বা ভাবজগৎই তাঁহাদের নিকট সমুজ্জ্বল। ভাবজগৎ হইল অসমূর্দ্ধ প্রেমরসের লীলাভূমি। নির্গুণ ব্রহ্ম নহে, এখানে সবিশেষ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ পুরুষোত্তম ভগবান্ রহিয়াছেন। ভাবজগতে কোন ভাবই বিসর্জ্জিত হয় না। এখানে পূর্ণতার রাজ্য। চিন্ময় আনন্দরসে সকলেই এখানে ডগমগ। প্রত্যাখান নাই, বিসর্জ্জন নাই, উপেক্ষা নাই, অস্বীকৃতি নাই, বিরাগ নাই, ঘৃণা নাই, তুচ্ছবোধ নাই—এইরূপ এক অদ্ভুত রাজ্য এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবলোক। ভাবজগতে আসিয়া সকলেই পূর্ণতা লাভ করে। যাহাকে ভগবান্ যে ভাব দিয়াছেন, ভাবজগতে আসিয়া সেই ভাবই পুষ্ট হয়, এখানে হেয়-উপাদেয় বুদ্ধি নাই। এই রাজ্যের সবই ভাল।

ভাবজগৎ নির্গুণ সাধকেরও বিশ্রামস্থল, আবার জগদ্বাসীরও পুণ্য তীর্থভূমি। এই রাজ্যে সন্ন্যাসীরই একমাত্র অধিকার নহে, জগদ্বাসী সংসারীরও অধিকার আছে। ভাবলোক না থাকিলে মানুষ শুকাইয়া মরিয়া যাইত। এই মার্গ পুষ্টিমার্গ। ভাবজগতে উপবাসের নিরস শুষ্কতা বা কৃচ্ছ্রতার স্থান নাই। এই রাজ্যের অধীশ্বর ভাবগ্রাহী। ভাব থাকিলেই হইল, ভাবেরই হাট এই ভাবরাজ্য। ভগবানের সৃষ্টিকে ব্যর্থ করিবার প্রকৃতিবিরুদ্ধ আইনের শাসন এখানে অচল। ভাবসরোবরের ভাবকমল দর্শনে সকলেরই নয়ন-মন এখানে সার্থক—অনর্থক শব্দ এখানে অব্যবহার্য্য।

চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়াও অর্থাৎ অজ্ঞানবৃত্তিতেও একপ্রকার আনন্দের আস্বাদন লাভ হয়, কিন্তু আদিত্যবর্ণ পুরুষকে জানিয়াও সাধকের প্রাণে অফুরন্ত আনন্দ দেখা দেয়। না জানার আনন্দ অপেক্ষা, জানার আনন্দ বেশী। চেতনার আচ্ছন্ন অবস্থা কোন কোন সাধকের মধ্যে দেখি; কিন্তু আধিকারিক পুরুষের চেতনায় আচ্ছন্ন-ভাব নাই। নেশা তাঁহাদেরও হয়; কিন্তু কোন নেশাতেই তাঁহাদের চেতনার বিলুপ্তি বা আচ্ছন্ন-ভাব পরিলক্ষিত হয় না। আধিকারিক মহাপুরুষের নেশা আছে; কিন্তু নেশা তাঁহাদের স্ববশে। নেশা করিয়া অবশ হইয়া পড়েন না তাঁহারা কখনও! অদ্বৈতের নেশাকেও তাঁহারা জয় করিয়া বসিয়া আছেন! আধিকারিকপুরুষের হজম করার, পরিপাক করার শক্তি অসাধারণ।

ভাবলোকে বৃত্তিনিরোধের ভয় নাই, বৃত্তির অনুশীলনে বৃত্তি এখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিপুষ্টিই লাভ করে। ভালবাসা-বৃত্তি জীবের মজ্জাগত অথচ তাহাকে যদি বলি, তুমি কাহাকেও ভালবাসিতে পারিবে না—ইহা কি তাহার পক্ষে অসহ্য শাস্তি নহে? ভাবজগতে কোন শাস্তিবিধান নাই, এখানে আছে চিত্তবৃত্তির অবাধ স্বাধীনতা। প্রয়োগস্থল—স্বয়ং পুরুষোত্তম ভগবান্। বৃত্তি এখানে বৃত্তির চরম লক্ষ্যকে পাইয়া প্রশান্ত হইয়া পড়ে। সব বৃত্তিরই লক্ষ্য এখানে ভগবান্; সুতরাং দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—সব বৃত্তিই এখানে সার্থক। ভগবানের সৃষ্টিতে নিরর্থকের স্থান নাই।

বাস্তবজগতে যাহা কল্পনা, ভাবজগতে তাহাই মূর্ত্ত! ভাবজগতে অপরূপ মূর্ত্তির সীমা সংখ্যা নাই। অমূর্ত্তের স্থান ভাবজগতে নাই। রূপের জগৎ—স্বরূপের জগৎ হইল ভাবজগৎ। এই জগতে অব্যক্তের সাধনায় সমাধি আনিতে হয় না, এখানে রূপ দেখিয়াই চিত্ত সমাধিস্থ হইয়া পড়ে। অরূপের চিন্তার স্থান ভাবজগতে নাই। দুইটি নয়ন মেলিয়াই এখানে অপরূপকে দেখা যায়। ভাবজগতের সবই সুন্দর, সবই পবিত্র, সবই নির্ম্মল! বড় একটা আশার বাণী শুনাইয়াছেন আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ—"প্রাকৃত ভাবই ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইতে হইতে ভাবজগতে আসিয়া উপস্থিত হয়। অপরিষ্কৃত জলই ক্রমশঃ পানীয় জলে রূপান্তরিত হয়। ভাবজগতে প্রাকৃত কামই প্রেমে রূপান্তরিত হয়। এখানে আনন্দ উপভোগ হয় শরীরের প্রতি লোমকূপে। এখানে ভোগে জ্বালা নাই, আছে পরম প্রশান্তি। ভাবে ভাবে হয় মিলন। ভাব দ্বারাই কায়াও গঠিত এখানে।"

গুণের উৎকর্ষ দ্বারাই ভাবজগৎ খুলিয়া যায়। এখানে গুণাতীত হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। গুণাতীতের সাধনা, নির্গুণের সাধনা, সন্ন্যাসীর পক্ষে; গৃহত্যাগীর পক্ষে তাহা সম্ভব হইলেও, গৃহীর পক্ষে এই সাধনা স্বভাবঅনুকূল নহে। গৃহীর পক্ষে গুণের উৎকর্ষ সাধনই স্বভাব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুকূল। ভাবলোকে গুণের উৎকর্ষই সাধিত হইয়া থাকে। নির্গুণের জন্য পৃথক্ আতঙ্কজনক সাধনার প্রয়োজন হয় না। শুদ্ধসত্ত্বভূমি হইতে ইচ্ছা করিলে নির্গুণ ভূমিতেও যাওয়া যায়। সগুণব্রহ্ম, নির্গুণব্রহ্ম মধ্যস্থল ভাবলোক হইতে দুইদিকেই যাত্রাপথ আছে। আবৃত্তি-অনাবৃত্তি যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকেই এই সঙ্গম স্থল হইতে, তীর্থযাত্রা করিতে পারা যায়। ভাবলোকে এইটুকুই বিশেষ সুবিধা! ভাবলোক হইতে সংস্কারঅনুকূল পথে যাইতে কোন অসুবিধা নাই।

গুণাতীত ভূমির ধারণা, সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে; কিন্তু অপ্রাকৃত ভাবলোক বা নিত্যলোকের কল্পনা সকলেই করিতে পারে। আধিকারিকপুরুষের এই আবিষ্কার অর্থাৎ ভাবলোকের সন্ধান সকল প্রাকৃতজীবের প্রাণেই পরম আশা-ভরসা জাগ্রত করিয়া তুলে। **ভাবের উৎকর্ষ বিচার করিতে করিতে, উৎকর্ষের চরম পরিণতি যেখানে ঘটিয়াছে, তাহার নামই ভাবলোক।** ভাবলোকে কল্পনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। কোন সঙ্কোচ নাই, কোন দ্বিধা নাই, কোন ইতস্ততা নাই এখানে। মাধুর্য্যের ক্ষেত্রে ঐশ্বর্য্যের ভাব আসিলেই ভাব সেখানে লজ্জাবতী লতার ন্যায় মুদ্রিত-নিমীলিত হইয়া পড়ে। ভাবজগতে সঙ্কোচ-দ্বিধার কোন স্থান নাই। মাধুর্য্যরসে পরিপূর্ণ এই ভাবলোক। পুরুষোত্তম্ ভগবানের দ্বারকালীলাকে বলা হইয়াছে পূর্ণ, মথুরালীলাকে পূর্ণতর এবং গোকুল বা বৃন্দাবন-লীলাকে পূর্ণতম। ভাবের চরম মাধুর্য্যমণ্ডিত পরিণতি ঘটিয়াছে—শ্রীবৃন্দাবনে।

'জ্ঞানচক্রে' প্রদর্শিত হইয়াছে সহস্রার পথে নির্গুণব্রহ্মেও কোন কোন সাধক বিলীন হইয়া যান, আবার সহস্রারে গেলে কোন কোন মহাত্মার নিকট ভাবলোকও ফুটিয়া উঠে। নির্ব্বাণভূমি হইতেই আধিকারিক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ অনির্ব্বাণজ্যোতি লইয়া ফিরিয়া আসেন। স্বরূপাবস্থিত পুরুষের মধ্যে শক্তির নিমেষও দেখা যায়, আবার উন্মেষও দেখা যায়। উন্মেষের প্রথম পর্ব্বেই পাই শুদ্ধসত্ত্বকে। নির্গুণ-সগুণের মধ্যে সেতু হইল—শুদ্ধসত্ত্ব। এই শুদ্ধসত্ত্ব ভূমি হইতে নির্গুণের—বিনাশের রাজ্যেও যাওয়া যায়, আবার সম্ভূতির রাজ্যেও ফিরিয়া আসা যায়। শুদ্ধসত্ত্ব একদিকে লোকোত্তর আবার অন্যদিকে লোক-সংস্রবাত্মক। প্রাকৃত-জগতে মিশিয়া পুরুষোত্তমই আবার সকলকে ভাবলোকে—সত্ত্বশুদ্ধভূমিতে আকর্ষণ করিয়া আনেন। ভাবলোকের পুরুষোত্তম সকলের প্রাণেই আশার সঞ্চার করেন। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ ভাবলোকের আদর্শকে সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের মধ্যেও সঞ্চারিত করিয়া নির্ব্বাণের বিষাদ ভাবকে সম্পূর্ণভাবে মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন।

অধ্যাত্মসাধনায় বিবেক অপরিহার্য্য হইলেও, সাধনার চরম পরিণতিতে প্রত্যাখ্যানের স্থলে দেখা দেয় আপ্যায়ন। বৃত্তির বিনাশ বা নিরোধ অপেক্ষা, বৃত্তির রূপান্তর অধ্যাত্ম-জগতে যুক্তিপূর্ণ সম্পূর্ণাঙ্গ পন্থা! ভাবলোকে বৃত্তির বিনাশ হয় না, ঘটে বৃত্তির রূপান্তর। কামই ভাবজগতে আসিয়া প্রেমে রূপান্তরিত হয়। রূপান্তরের সাধনার জন্যই ভাবলোকের প্রয়োজন আছে। নিরোধ-সাধনায় রূপান্তরের চেষ্টা অপেক্ষা, প্রত্যাখ্যানের ভাবই প্রবল। প্রাকৃতমানবই যে, অতিপ্রাকৃত মানবে রূপান্তরিত হইতে পারে, ভাবলোকের আদর্শ প্রাণে সেই ভরসাই জাগরিত করিয়া তোলে। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ এই ভাবজগতের সাধনাকে দাম্পত্যজীবনেও প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার মধ্যে সেই অপ্রাকৃত জগতের ভাবই নামিয়া আসিয়াছে! স্ত্রী স্বামীর মধ্যে ভগবান্‌কে এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হ্লাদিনী শক্তিকেই আস্বাদন করে। স্ত্রী স্বামীকে যেমন প্রাণ উঘাড়িয়া ভালবাসে, সেবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে এমন আর দেখা যায় না। এই জন্যই মধুরভাব বা রতি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দাম্পত্যপ্রণয় নামিয়া আসিয়াছে ভাবলোকের পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা হইতেই। এই জন্যই জ্ঞানচক্ষে আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ রাধাকৃষ্ণের যুগল ছবিকে অঙ্কিত করিয়াছেন। আর এই যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, নির্গুণ-সগুণের মধ্যস্থল ভাবলোকে। এই ভাবলোকের দিব্যলীলাই প্রাকৃত-জগতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। ভালবাসা বৃত্তি দিয়া অখিলরসামৃত ভগবান্‌কে কি করিয়া আস্বাদন করা যায়, ভাবলোকে আমরা তাহারই সুস্পষ্ট ছবি দেখি। আর সেই ছবিরই প্রতিরূপ দেখি প্রাকৃত জগতের দাম্পত্য-লীলায়। 'ভাবের সাধনা' সম্পর্কে পৃথক্ অধ্যায়ে আলোচনা করিব, সুতরাং এইখানেই তাহার উপসংহার করিলাম। নির্গুণ-সগুণের মধ্যস্থলে মধ্যমণি বা উজ্জ্বলনীলমণিরূপে যিনি বিরাজিত—সেই পুরুষোত্তমকে সগুণও বলিতে পারি, নির্গুণও বলিতে পারি, আবার সগুণ-নির্গুণের অতীত পুরুষোত্তমও বলিতে পারি। অব্যক্ত মানে, তিনি ব্যক্ত নহেন এমন নহে। ব্যক্তজগৎ ছাড়াও, অব্যক্ত জগতেও তাঁহার ব্যাপ্তি রহিয়াছে। নিরোধের সংস্কার যাঁহাদের প্রবল, একমাত্র তাঁহারাই এই নিত্যানন্দময় ভাবলোক ছাড়িয়া তুরীয়লোকে যাইতে ব্যগ্র। আচার্য্য শঙ্কর মুখে না বলিলেও, আনন্দলহরীতে ভাবজগতেরই সন্ধান দিয়াছেন। নির্ব্বিশেষের পূজারী যিনি, তাঁহার ভিতরেও আনন্দ-লহরী দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই। আনন্দলহরী প্রকাশ করিয়া সগুণব্রহ্ম বা মহাশক্তির লীলাকেই প্রকারান্তরে তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু শঙ্করের দার্শনিক-প্রতিভায় আমরা এতই মুগ্ধ যে, তাঁহার হৃদয় পানে একবারও আমরা তাকাই না। তাকাইলে বুঝিতাম, এত বড় অনুকম্পামূর্ত্তি বড় দেখা যায় না। দার্শনিকেরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয় আছে। বিচারশক্তি থাকিলেই মানুষ হৃদয়হীন হয় না। তবে আচার্য্য শঙ্কর আসিয়াছিলেন, সন্ন্যাসীসমাজ গঠন করিতে; কাজেই ত্যাগবৈরাগ্যের কথাই তাঁহাকে বেশী বলিতে হইয়াছে। সংসার বা সমাজের ভিতর দিয়াও অধ্যাত্মচেতনার বিকাশ হয়। এই বিকাশের প্রতি শঙ্কর বিশেষ লক্ষ্য আরোপ করেন নাই। ভাবজগতের কোন স্বীকৃতি না দিলেও, আচার্য্য শঙ্করের হৃদয়ে যে ভাবলহরী দেখি, তাহাতে তিনি যে ভাবজগতের কথা জানিতেন না, তাহা বলা চলে না কিছুতেই। সঙ্গমস্থল দিয়াই যখন নির্ব্বাণে যাওয়ার পথ, তখন আচার্য্য শঙ্কর সেই পথ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন—ইহা বলা কি সঙ্গত?

আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অক্ষরব্রহ্মের উপলব্ধি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু লীলাজগৎ সম্পর্কে তাঁহার প্রাণে ছিল অনির্ব্বাণ পিপাসা। সেই জন্যই অনাবৃত্তির পথ ছাড়িয়া, তিনি আবার আবৃত্তির পথে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। এপার-ওপার দুইদিকেই ছিল তাঁহার দৃষ্টি সম্প্রসারিত। নিত্য এবং লীলা যুগপৎ এই যুগল-তত্ত্বে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অদ্বৈতেই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই, দ্বৈতরাজ্যের অনুভূতিও ছিল তাঁহার মাঝে সমুজ্জ্বল।

যে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া ছাদে উঠা যায়, সেই সিঁড়ি দিয়াই আবার অবতরণও করা সম্ভবপর। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ ছিলেন আরোহ-অবরোহক্রমে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে যিনি মগ্ন থাকিতে পারিতেন, তিনিই আবার লীলাজগতেও প্রত্যাবর্ত্তনে সক্ষম ছিলেন। ভাবলোকের প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতের সঙ্গে যেমন তিনি সংস্রব রাখিয়াছিলেন, তেমনি সকল সংস্রবশূন্য নির্গুণভূমিকেও অঙ্গুলিনির্দ্দেশে তিনি প্রদর্শন করিতেন। সমাধিস্থ যোগীরূপে বিমুক্তচেতনায় যেমন তাঁহাকে দেখিয়াছি নিমজ্জিত, তেমনি সমাধির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংস্কার লইয়া আবার তাঁহার ব্যুত্থান-দশাও দেখিয়াছি সহজ ভাবেই। পরিপাক করিবার ক্ষমতা ছিল তাঁহার অসীম। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ বলিতেন—"ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান—এই তত্ত্বত্রয়ে যুগপৎ আমি প্রতিষ্ঠিত।" এইখানেই তাঁহার অর্থাৎ আধিকারিক পুরুষের অসাধারণত্ব। ব্রহ্মরূপে যিনি, আত্মারূপেও তিনি, আবার পুরুষোত্তমরূপেও তিনি। যিনি বিশ্বোত্তীর্ণ, তিনিই বিশ্বগত, আবার তিনিই আত্মগত। নির্গুণ-সগুণ এবং ভাবলোক—এই ত্রিবিধরাজ্যেই আধিকারিকপুরুষের অবাধ গতাগতি। ব্রহ্ম কি করিয়া জীবজগৎরূপে পরিণমিত হইলেন, আবার জীবজগৎ কি করিয়া ব্রহ্মরূপে অধিষ্ঠিত হইল, নিরপেক্ষভাবে আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ তাহার অপূর্ব্ব বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন! বিবর্ত্তবাদীরূপে জগৎকে তিনি মিথ্যা বা মায়া বলিয়া উড়াইয়াও দেন নাই, আবার ব্রহ্ম জীবজগৎরূপে পরিণত হইয়া নিঃশেষও হইয়া যান নাই—ইহাই ছিল তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত। জগৎরূপেও তিনি, আবার জগদতীতরূপেও তিনি। মধ্যস্থলে মনোরম ভাবলোক। সর্ব্বাবগাহী চেতনায় যেমন ছিলেন প্রতিষ্ঠিত তিনি, তেমনি সর্ব্বাতিশয়ী চেতনাতেও ছিলেন তিনি অধিষ্ঠিত। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের ইহাই স্বরূপপরিচয়।

——০——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের সহজাবস্থা

আধিকারিকপুরুষের জাগ্রৎসমাধি বা সহজ-সমাধি! তাঁহাদের সমাধিতে ক্রমের অপেক্ষা থাকে না। সাধারণতঃ সংযমপথে অর্থাৎ ধারণা, ধ্যানের পর সমাধি আসে, কিম্বা শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞাপূর্ব্বক অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু আধিকারিক-পুরুষের বেলায় এই নিয়ম অনুসরণ না করিয়াও সমাধি হয়। সমাধি হইতে যোগীর 'ব্যুত্থান' হয় অর্থাৎ চেতনা আবার প্রাকৃতদেহে ফিরিয়া আসে। সমাধি এবং ব্যুত্থানকে আমরা চেতনার দুইটি মেরু বা প্রান্তদেশ বলিয়া মনে করি। আধিকারিকপুরুষের সমাধি এবং ব্যুত্থানে কোন তফাৎ নাই। জাগিয়াও তিনি ঘুমাইতে পারেন, আবার ঘুমের অবস্থাতেও জাগিয়া থাকিতে পারেন। আধিকারিকপুরুষের হয় যোগনিদ্রা! তাঁহারা সুষুপ্তিরও দ্রষ্টা। জাগ্রতে ত তাঁহাদের চেতনা আচ্ছন্নই হয় না, এমন কি নিদ্রিত অবস্থায়ও চেতনা সমুজ্জ্বল থাকে। ঘুমের মধ্যেও তাঁহারা জাগিয়া থাকিতে পারেন। সুষুপ্তির মধ্য দিয়া লোকোত্তরচেতনার সঙ্গে অনায়াসে তাঁহারা সংযোগস্থাপন করিতে পারেন। ঘুমের মধ্যেও আধিকারিকপুরুষের ব্রহ্মাকারাবৃত্তির অনুবৃত্তি চলিতে থাকে। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ বলিতেন—'ঘুমাইয়া আছি, না জাগিয়া আছি, অনেক সময় আমার এই পার্থক্যজ্ঞানই থাকিত না।' জাগ্রতের অপেক্ষা সুষুপ্তির মধ্য দিয়া জগৎকে তাঁহারা আরও ভাল করিয়া উপলব্ধি করেন। জাগ্রতে এবং ঘুমে কোন বিরোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে না তখন। একাকার অবস্থা আসিয়া যায়। নিদ্রা এবং জাগরণ—আমাদের নিকট দুইটাই পৃথক্ অবস্থা; কিন্তু আধিকারিকপুরুষের নিকট দুই-ই এক! প্রাকৃতজীবের চেতনা ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, আর আধিকারিকপুরুষের চেতনা ঘুমে আরও উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। প্রপঞ্চের উপশমে চিদ্‌বৃত্তি সুনির্ম্মল হইয়া দেখা দেয়।

পূর্ণাদ্বৈতজ্ঞানের পর আসে সহজাবস্থা। তখন সাদাচোখেই অর্থাৎ চক্ষু মেলিয়াই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় 'তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।' আবৃত্তচক্ষু হওয়ার কোন প্রয়োজন করে না। সমাধির পরিপাকে এই সহজ অবস্থা আসে আধিকারিকপুরুষদের। সমাধি পরিপাকে সমাধির মধ্যেই ব্যুত্থান হয় তাঁহাদের! অর্থাৎ ব্যুত্থানঅবস্থায় সমাধির নেশা ছুটিয়া যায় না। সংযম ব্যতিরেকেই আধিকারিকপুরুষের সহজসমাধি আপনি আসিয়া যায়।

পরলোকগত এক শিষ্যের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে আধিকারিকপুরুষ আমাদের লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন—"তোমাদের পরলোকগত গুরুভাই তোমাদেরই সন্নিকটে দাঁড়াইয়া আমার উপদেশ শুনিতেছে।" আমরা বলিলাম, কৈ আমরা ত তাহা দেখিতেছি না। উত্তরে আধিকারিকপুরুষ বলিয়াছিলেন, "একদিন তোমরাও আমার মত দেখিতে পাইবে। তোমরা কি মনে কর এর জন্য আমাকে সমাধিস্থ হইতে হয়? মোটেই না, আমি সাদাচোখেই তাহাদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি দর্শন করি।" ইহার নামই সহজদৃষ্টি। যেখানে বসিতেন, যেভাবে বসিতেন, আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ সেখান হইতেই পরলোক, প্রত্যক্ষের মত দর্শন করিতে পারিতেন। এমন কি, সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীরের অবস্থিতিস্থানের কথা পর্য্যন্ত আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ বলিয়া দিতে পারিতেন। ইহলোকে এবং লোকলোকান্তরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার দৃষ্টি ছিল সম্প্রসারিত—অব্যাহত। আধিকারিকপুরুষের লোকান্তরের অর্থাৎ পরলোকের জ্ঞান সম্পর্কে পৃথক্ অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

আধিকারিকপুরুষদের মধ্যেও সকলের সহজাবস্থা আসে না। কিন্তু আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের এই সহজাবস্থা লাভ হইয়াছিল। লৌকিকলীলায় এই আধিকারিকপুরুষ, এমন সহজভাবে চলিতেন যে; ধরা না দিলে, তাঁহাকে সাধারণ একজন মানুষের মতই মনে হইত। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের সহজঅবস্থায় তাঁহাদিগকে চিনিবার কোন উপায় থাকে না। কাঠিয়া বাবাজী একজন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ ছিলেন; কিন্তু পথের ধারে বসিয়া তিনি পয়সা ভিক্ষা করিতেন। পয়সা পাইলে খুসী হইতেন, আর পয়সা না দিলে যা' তা' গালিবর্ষণ করিতেন। এত বড় ব্রহ্মজ্ঞানী, অথচ ব্রহ্মজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখিয়া চলিতেন। অনুরূপভাবে এত অলৌকিক ক্ষমতা বা বিভূতিকেও আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ গোপন করিয়া চলিতেন। হজম করিতে করিতে অলৌকিক ক্ষমতাও তিনি হজম করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য ছিল তাঁহার পরিপাক বা হজমকরার ক্ষমতা। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সন্ধ্যার পর তিনি ভাঙের গুলি খাইতেন। যে পরিমাণ ভাঙ্ তিনি খাইতেন, সাধারণের পক্ষে তাহা হজম করা অসম্ভব। এই পরিমাণে ভাঙ্ খাইলে মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার কথা; অথচ ভাঙ খাইয়া তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় শিষ্যভক্তদের সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিতেন। নেশাকে তিনি হজম করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এতখানি ক্ষমতাসম্পন্ন সমর্থ আধিকারিকপুরুষ ছিলেন তিনি। অদ্বৈতজ্ঞানকে, নির্ব্বিকল্প সমাধিকেও তিনি আঁচলে বান্ধিয়া ফেলিয়াছিলেন। কোন ভড়ং ছিল না তাঁহার। সমাধি অবস্থাকেও তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। লোক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংগ্রহের জন্য কোন অলৌকিক ক্ষমতাও শেষে তিনি প্রদর্শন করিতেন না। সহজভাবে তিনি ছিলেন পূর্ণপ্রতিষ্ঠ। দুরারোগ্য ব্যাধির জ্বালা হইতে অনেককে তিনি মুক্ত করিয়াছিলেন, ঔষধপত্র বা তাবিজ-কবচ দিয়া। পরিশেষে তিনি লোকের এইরূপ উপকার করাকেও সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। রোগমুক্তির জন্য তাঁহার নিকট কেহ আসিলে বলিতেন—"ডাক্তারের কাছে যাও।" প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ হইতে তিনি সম্পূর্ণভাবে বিরত হইয়াছিলেন। অলৌকিক ক্ষমতার পূর্ণ অধিকারী হইয়া, সেই ক্ষমতাকে আবার সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন দেওয়া যাহার তাহার কাজ নহে।

শক্তিসাধনায় সাধকের ভক্তভাব, ঈশ্বরভাব ও শিবভাব তিনটিরই বিকাশ হয়। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের মধ্যে আমরা তিনটি ভাবই দেখিয়াছি। সর্ব্বশেষে ভোলানাথ শিবের মত আশুতোষ হইয়া গিয়াছিলেন তিনি। অলৌকিকশক্তির আয়ত্তীকরণ ও যথেচ্ছ ক্ষেপণ—আমরা তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি। পরিশেষে বিভূতি এবং শক্তির ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিতরূপেও তাঁহাকে দেখিয়াছি। অসাধারণ ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াও তিনি সব বিভূতি জলে বিসর্জ্জন দিয়া সহজ মানুষে পরিণত হইয়াছিলেন। আধিকারিকপুরুষকে পরিণামে আমরা দরদী বন্ধু, সখা, অভিভাবক এবং আত্মীয়রূপেই পাইয়াছিলাম। অলৌকিকত্বের লেশাভাসও তিনি রাখেন নাই। এত সহজ অবস্থায় তিনি আমাদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন।

সহজাবস্থায় আমরা আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দকে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান, প্রক্রিয়া বা আচার অবলম্বন করিয়া থাকিতে দেখি নাই। আজীবন আচার রক্ষা করিয়া চলেন, এমন আচারীসাধুও আমরা দেখি; কিন্তু আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ ছিলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সহজভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিলেও, মানুষ তাঁহার নিকট সহজে আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইবার জন্য, অলৌকিক বেশধারণের প্রয়োজনীয়তা আর তাঁহার ছিল না। অত্যন্ত সহজভাবে তিনি আমাদের সঙ্গে মিশিতেন। সমাধিস্থ পুরুষ আমাদের সুখে-দুঃখে, ব্যথায়-বেদনায় কাঁদিয়া আকুল হইতেন। আমাদের সুখে-দুঃখে তিনি সর্ব্বক্ষেত্রে নিজেকে অংশভাগী করিতেন। আধিকারিকপুরুষের এই সহজ অবস্থা বাস্তবিকই চিরস্মরণীয়।

এমন অনেক মহাত্মাকে দেখিয়াছি, যাঁহারা বলিতেন—"ঠাকুরঘরে না গেলে, সংযম না করিলে, ইষ্টদেবতাকে স্মরণ না করিলে কিছু বলিতে পারিব না।" কিন্তু আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ সহজাবস্থায় থাকিয়াই সব বলিয়া দিতে পারিতেন। দৃষ্টি একাগ্র করিবার জন্য এমন কি ভ্রূ-কুঞ্চন করিতেও তাঁহাকে দেখি নাই। সহজাবস্থায় অবস্থান করিয়াও তিনি পারাপারের খবর বলিতে পারিতেন। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবানের যে সহজ মানুষরূপে পরিণতি সম্ভব, আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দকে দেখিয়া আমরা তাহা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি। ব্রহ্ম যদি জীবজগৎ হইতে পারেন, তবে ব্রহ্মজ্ঞানীই বা কেন সহজ মানুষরূপে পরিণত হইতে পারিবেন না! পূর্ণক্ষমতা লাভ করিয়াও এমন নির্ব্বিকার উদাসীন হওয়া একমাত্র আধিকারিকপুরুষের পক্ষেই সম্ভবপর!

পরিব্রাজক অবস্থায় যখন তিনি সাধারণ মানুষের মত চলিতেন, তখন নিজেই তিনি পরিচয় দিতেন—"আমি একজন সাহিত্যিক, আমি একজন লেখক ইত্যাদি।" সহজ পরিচয়লাভেও জিজ্ঞাসুর মন অনেক ক্ষেত্রে তৃপ্ত না হইয়া বলিয়াই বসিত, 'না, ইনি একজন মহাপুরুষ হইবেন।' সহজঅবস্থার ধারেই সর্ব্বদা তাঁহার লোকোত্তরভাবও সহচররূপে অবস্থান করিত। ভগবৎবিভূতিসম্পন্ন আধিকারিকপুরুষের সহজাবস্থা আরও বেশী সুন্দর। এই জন্যই একজায়গায় তাঁহাকে দেখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন মহাজন বলিয়াছিলেন—"সাধু জীবনে অনেকই দেখিয়াছি ; কিন্তু এমন ভদ্র সাধু বড় চোখে পড়ে না।" সকল দিক্ দিয়া এইরূপ দর্শনধারী ভদ্রসাধু বাস্তবিকই বিরল। ভগবান্ চিরসুন্দর ; কিন্তু মানুষের মধ্যে তাঁহার সৌন্দর্য্য আরও বেশী। ভগবান্ মানুষ হইলে যেমন তাঁহার মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য আরও বাড়ে ; তেমনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ সহজমানুষে পরিণত হইলে তাঁহার শোভা যেন আরও বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হয়। আরোহক্রম অপেক্ষা, অবরোহক্রমের মাধুর্য্য বাস্তবিকই বেশী। সাধক দেখিয়াছি, সিদ্ধ মহাত্মা দেখিয়াছি ; কিন্তু সহজঅবস্থায় সিদ্ধমহাপুরুষ দেখিয়াছি খুবই কম। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ অবরোহক্রমে আমাদের মধ্যে সহজ মানুষরূপে ধরা দিয়াছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান অটুট রাখিয়া ব্যবহারিক জগতে যথাযোগ্যভাবে সকলের সঙ্গে সংযত ব্যবহার আধিকারিকপুরুষের পক্ষেই সম্ভব। একজীবনে সাধক-অবস্থা, সিদ্ধঅবস্থা এবং সহজ অবস্থা—এই অবস্থাত্রয়ের সমাবেশ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। এমনও দেখি, অতীন্দ্রিয়চেতনায় কোন কোন মহাপুরুষ এত গভীরভাবে নিমজ্জিত হইয়া গেলেন যে, বাহ্যজগতের সঙ্গে আর তাঁহার কোন সংস্রবই থাকিল না। কিন্তু ভিতর-বাহির এক, আধিকারিক মহাপুরুষের মধ্যেই তাহা পরিলক্ষিত হয়। সর্ব্বজ্ঞের নিকট অবাধে সকলের মেলামেশা সম্ভবপর হয় এইজন্য যে, তিনি সর্ব্বজ্ঞতাকেও হজম বা পরিপাক করিয়া ফেলেন। কাজেই আমি যদি অন্যকেও আমার মতই মনে করিতে পারি, তবে আর ভয়-সঙ্কোচই বা থাকিবে কেন? আধিকারিকপুরুষ এত সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, কেহ তাঁহাকে বাবা বলিয়া ডাকিত, কেহ বন্ধু বলিয়া, কেহ সখা বলিয়া অর্থাৎ যে যাহা ভাবিয়া খুসী হইত, তাহাকে তিনি সেইরূপ প্রশ্রয়ই দিতেন। সকলকে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করিলেও, সকলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্তই ভালবাসায় সর্ব্বদা তাঁহার নিকট আনত হইয়া থাকিত। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ প্রকটলীলার শেষ অধ্যায়ে প্রায়ই বলিতেন—'আমি চাই আমাকে মানুষভাবে সকলে ভালবাসুক। উপাধি এবং বিশেষণমণ্ডিত হইয়া সকলের নিকট হইতে দূরে সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করা অপেক্ষা সকলের সঙ্গে আপনভাবে মিলিয়া-মিশিয়া থাকাই আমার প্রাণের অভিলাষ।"

সহজ অবস্থায় আধিকারিকপুরুষের প্রাণের আকূতি যেন আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ধ্যানের ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিয়াও অবশেষে আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ তাঁহার শিষ্যভক্তদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেন—"তোরাই ত আমার ভগবান্।" এই প্রত্যয়ের ভিতর দিয়া সাধনপরিপাকে সহজভাবই প্রকটিত। কল্পনার ঈশ্বর অপেক্ষা, চোখের সম্মুখে বাস্তব-ভগবানের চলাফেরাই তাঁহাকে বেশী আকৃষ্ট করিত। সহজাবস্থার ইহাই শেষ পরিণতি। সাদাচোখেই আশে-পাশে ভগবান্‌কে চলাফিরা করিতে দেখা যায়। 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর'—অধ্যাত্মচেতনার ইহাই চরম পরিণতি। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের জীবনে চেতনার আরোহ এবং অবরোহ ক্রমে সহজভাবই শেষপরিণতিরূপে দেখা যায়। পরিপাক ভিন্ন সকল আধিকারিক মহাপুরুষের জীবনে এই সহজ অবস্থা আসে না। যাঁহার শক্তি যত বেশী, হজমে তিনিই তত বেশী পটু। সাধনপরিপাকেই আসে সহজাবস্থা। একটা বিষয় আয়ত্ত হইয়া গেলে যেমন সে সম্পর্কে আর মাথা ঘামাইতে হয় না, তেমনি অধ্যাত্ম-জগতের তত্ত্বরাশি অধিগত হইয়া গেলেও, সে সম্পর্কে আর অভিজ্ঞ শিক্ষকের মত, আধিকারিক পুরুষেরও বিশেষ প্রযত্নের আশ্রয় লইতে হয় না। তত্ত্বঅধিগমের পর আসে সহজাবস্থা। মস্তিষ্ক খাটাইয়া যাহা বুঝিতে হয়, বিনা মস্তিষ্ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিচালনায় তাহা তাঁহারা অধিগত করিতে পারেন। দুরূহ তত্ত্বকে এমন সহজ-সরলভাবে যে তাঁহারা বুঝাইতে পারেন, তাহার একমাত্র কারণ, পারদর্শিতার ফলে সব কিছুই তাঁহাদের নিকট সহজ হইয়া যায়। এইরূপ সহজমানুষ হইয়া পড়িয়াছিলেন—স্বামী নিগমানন্দ। আরোহ-অবরোহ সাধনার চূড়ান্ত করিয়া তবে তাঁহার সহজাবস্থা লাভ হইয়াছিল। যোগ এবং তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াও, সব ক্ষমতা বিসর্জ্জন দিয়া সহজ মানুষরূপে তিনি জগতে বিচরণ করিতেন। জ্ঞাতব্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ আয়ত্তীকরণের পর সহজাবস্থা আসিয়াছিল বলিয়াই আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের সৌন্দর্য্যের দীপ্তি সকলকে এমন করিয়া আকর্ষণ করিত!

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবের সাধনা

স্বর্গের ভাব-পারিজাতকে মর্ত্ত্যে ফুটাইয়া তুলিবার সামর্থ্য একমাত্র আধিকারিক মহাপুরুষেরই আছে। অসাধ্য-সাধনে তাঁহারা বিচক্ষণ। অপ্রাকৃত দিব্যধামকে এই প্রাকৃতজগতে আনয়নের সামর্থ্য তাঁহাদেরই আছে। কল্পনার ভাবলোককে মর্ত্ত্যে ফুটাইয়া তুলিবার এই সঙ্কল্পই করিয়াছিলেন, আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দ। অতীন্দ্রিয়রাজ্যে যাহা আছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে তাহার কেন অবতরণ হইবে না? ভাবলোকের আদর্শ বাস্তবজগতেও রূপ নিতে পারে না কি? ভাবের মূর্ত্তি কি কেবল ভাবলোকেই কয়েকজন বিশিষ্ট সাধকের দর্শনীয়বস্তু হইয়া থাকিবে? প্রাকৃতজগতে তাঁহাদের দর্শনলাভ কি অসম্ভব? নিত্য বৃন্দাবন-লীলা কি পার্থিবজগতের কোথায়ও আর দৃশ্য হইবে না? রূপ যেমন ভাবের বিকাশ, তেমনি ভাবও কি রূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারে না? ভাবের উৎকর্ষে যদি ভাবলোক সৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে সেই উৎকৃষ্ট ভাবের কি মর্ত্ত্যে অবতরণ অসম্ভব? দেবতাগণের কি মর্ত্ত্যে আগমন হয় না? যিনি নিরাকার তিনিই ত আবার নরাকারেও আসেন। তবে কেন ভাবলোক মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ করিবে না? আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ স্বপ্নের ভাবলোককে প্রাকৃতজগতে আনয়ন করিতে চাহিয়াছিলেন। ভাবের সাধনাকে বাস্তবে তিনি পরীক্ষা করিয়াছিলেন দাম্পত্য-জীবনে। বিবাহিতজীবনে যাঁহাকে তিনি স্থূলে পাইয়াছিলেন, তিনি ছিলেন অতীন্দ্রিয়রাজ্যের একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী। স্বর্গের প্রতিমা মর্ত্ত্যে অবতরণ করিয়াছিলেন। সূক্ষ্মভাবই স্থূলে আকার ধারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে, আবার স্থূল গিয়া সূক্ষ্মে বিলীন হয়। স্থূলে-সূক্ষ্মে যেমন অবিনাভাব সম্পর্ক রহিয়াছে, তেমনি ভাবজগৎ এবং বাস্তবজগতেও নিবিড় সম্পর্ক আছে। ভাবকে স্থূলে আস্বাদন করিতে হইলে তাহার বিগ্রহেরও যে প্রয়োজন হয়। আবার বিগ্রহ ভাবেই বিলীন হইয়া যায়। নিত্য এবং লীলা, দিব্যভাব এবং দিব্যরূপ দুই-ই সত্য! আধিকারিকপুরুষের চেতনায় ভাব এবং বিগ্রহ নিত্য বিরাজিত। নিত্যলোকের ভাবই ঝলকে ঝলকে মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া উপচাইয়া পড়ে। হরপার্ব্বতীর কৈলাসলীলা কিম্বা রাধাকৃষ্ণের যুগললীলা কেবল ভাবজগতেই সংঘটিত হয় নাই, এই লীলা বাস্তবে ভৌমজগতেও ফুটিয়া ওঠে। ভাবনেত্রে আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, স্থূলজগতেও আবার গার্হস্থ্যজীবনে দাম্পত্যলীলার ভিতর দিয়া তাহার আস্বাদন পাইয়াছিলেন। ভাবের সাধনা—সহজ, সরল এবং অনায়াস। ইহাতে কষ্টকল্পনার স্থান নাই। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, পুত্রের প্রতি পিতার, পিতার প্রতি পুত্রের স্বাভাবিক টান বা ভালবাসা রহিয়াছে। এই স্বাভাবিক টান বা অনুরাগ লইয়া ভালবাসিতে বাসিতেই ভগবৎপ্রেম ফুটিয়া ওঠে। সব ভাবের মধ্যেই ভগবান্ রহিয়াছেন, তবে ভাবের উৎকর্ষেই তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। সংসারের মধ্য দিয়াই প্রেমজগতের বা ভাবলোকের সিঁড়ি তৈরী আছে। এখান হইতেই সেখানে যাওয়া যায়। এই পার্থিবজগতেই প্রেমরাজ্যের সিঁড়ি নামিয়া আসিয়াছে। সাধনার লক্ষ্য হইল এই নীচে নামিয়া-আসা সিঁড়ি দিয়াই উপরে উঠা।

ভগবান্ এই জগৎছাড়া নহেন। এমন কোন ভাব নাই, যাহার মধ্যে তিনি না আছেন, কাজেই সর্ব্বভাবেই তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। কথা হইল এই যে, ভাবসম্মিশ্রণে তিনি অস্পষ্ট হইয়া পড়েন;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনা দ্বারা সেই সম্মিশ্রিত ভাব হইতে ভগবান্‌কে আবিষ্কার করা যায়। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তই ভগবান্ আছেন, তাহা না হইলে স্ফটিক স্তম্ভ হইতে প্রহ্লাদ ভগবানের দর্শনলাভ করিতে পারিতেন না। যাহার ভিতর যাহা নাই, তাহার ভিতর হইতে তাহা আসিতে পারে না। কাজেই এই প্রাকৃতজগতেই অপ্রাকৃতভাব সম্মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ভাবের সাধনা দ্বারা ভাবজগতের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে।

আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ প্রায়ই বলিতেন—"এই সংসারে থাকিয়াই ভগবান্ লাভ করিতে পারা যায়। পিতা, মাতা, ভাই-বন্ধু, স্বামী-স্ত্রী, সখা-সুহৃদরূপে স্বয়ং ভগবান্‌ই যে প্রকটিত।

দাম্পত্যজীবনে ভগবৎপ্রেম কি ভাবে লাভ হয়, তাহার অপূর্ব্ব বর্ণনা রহিয়াছে নিগমানন্দ প্রণীত 'প্রেমিকগুরু'তে। যথা—

"রাগানুগীয় শ্রদ্ধাবান্ সাধক-দম্পতির ভক্তিই সাধনার ক্রমানুসারে পরিপুষ্ট হইয়া গোপিকানিষ্ঠ নির্ম্মলপ্রেমে পর্য্যবসিত হয়। অঙ্গারে শর্করা আছে, অথচ উহা শতধৌত হইলেও শর্করায় পরিণত হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে অঙ্গার পরিষ্কৃত হইলে উহা পরিশেষে মিষ্টতম শর্করায় পর্য্যবসিত হইতে পারে। সেই প্রাকৃত নরনারীর কলুষময় শৃঙ্গারে ও পঙ্কিলকামে ভগবানের প্রেমানন্দাস্বাদ থাকিলেও, তাহারা উহা অনুভব করিতে পারে না, কাজেই কদাপি তাহারা ভগবৎপ্রেমলাভ করিতে সক্ষম হয় না, কেবল একমাত্র প্রেমিকদম্পতির গুরূপদিষ্ট শৃঙ্গার-রসাত্মক সাধনভক্তিবলেই প্রেমলাভ হইয়া থাকে। এই প্রেম পরিপাক-দশায় স্বকীয় উজ্জ্বল প্রেমরসবৃত্তি প্রকাশ করে। সাধক-দম্পতি ইহার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অনুভব করেন; তাহার উজ্জ্বল প্রেমরস আস্বাদন করেন। এই সময়ে তাঁহাদিগের মনশ্চিন্তিতাভীষ্ট গোপীই সিদ্ধদেহরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। সুতরাং তাঁহারা বাহিরে মায়াময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও অভ্যন্তরে গোপীস্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইহা মায়াময়দেহ হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। তাঁহাদের চিত্তগতভাবের পরিপাকানুসারে যেরূপ ক্রমশঃ সিদ্ধগোপীদেহ পুষ্ট হয়, সেইরূপ ক্রমশঃ মায়াময়দেহেরও অবসান ঘটে। পরিশেষে মায়িকদেহের অবসানে সাধক-দম্পতি কেবল আনন্দঘনস্বরূপে বিরাজ করেন।"

স্বাভাবিক ভালবাসার পরিণতিতেই একদিন অপ্রাকৃত ভাবমাধুর্য্য ফুটিয়া ওঠে। ভাবসাধনায় সর্ব্বোত্তম ভাব হইল—**স্বামীর ভিতর ভগবান্‌কে উপলব্ধি করা।** ইহাই আধিকারিকপুরুষের, ভাবসাধনায় নূতন সঙ্কেত। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর স্বাভাবিক আকর্ষণ বা টান আছে, এই আকর্ষণের ভিতর মাত্র একটি ভাবনার সংযোগ করিতে হইবে। সে ভাবনা আর কিছুই নহে—'সধবা নারী স্বামীর মধ্যে ভগবান্‌কে এবং বিধবা নারী ভগবানের মধ্যে স্বামীকে দর্শন করিতে চেষ্টা করিবে।" এই সাধনসঙ্কেত দিয়াছেন আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ। তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"সধবা নারী স্বামীর মধ্যে ভগবানের এবং বিধবা নারী ভগবানের মধ্যে স্বামীকে চিন্তা করিবে—**ইহাই আমার অভিমত।** নতুবা ধর্ম্ম বা ভগবান্ না বুঝিয়া শুধু মৃত স্বামীর চিন্তায় কাহারও বিন্দুমাত্র উন্নতি হইবে না। ভগবান্‌ই স্বামী, পিতা, পুত্ররূপে প্রকাশিত। স্বামীর মৃত্যুর পর ভগবানেই মিশিয়া গিয়াছেন। বিধবা স্ত্রী ভগবান্‌কে স্বামীর মূর্ত্তিতে ধ্যান ও আন্তরিক ভালবাসার সহিত ভজন করিলে, এমন কি **ভগবান্‌কে স্বামীরূপে পাইতেও পারিবে।** এমন ঘটনা আমি ২।১টা জানি সুতরাং ইহা প্রত্যক্ষ সত্য।"

স্বামীবিরহিণী স্ত্রীর পক্ষে আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের এই অভিনব সাধনপ্রণালী যে প্রাণে কত বড় আশার সঞ্চার করে, ইহা কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর বলিতে হইবে? স্বামীহারা হইয়া স্ত্রীলোক পাগলিনীর বেশ ধারণ করে; কিন্তু সেই উন্মত্ত প্রাণে পরম আশার সঞ্চার হয়, যদি স্ত্রী স্বামীকে ফিরাইয়া পাইবার উপায় খুঁজিয়া পায়। ভাবসাধনায় মৃত স্বামীকেও পুনঃ ভগবান-স্বামীরূপে লাভ করা সম্ভবপর—ইহা যে মর্ত্ত্যবাসী জীবের পক্ষে কত বড় প্রত্যক্ষ সান্ত্বনার এবং আশ্বাসের বাণী, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নহে। ভাবসাধনার এই কার্য্যকরী—প্রত্যক্ষফলপ্রদ পন্থা আধিকারিকপুরুষ স্বামী নিগমানন্দেরই অভিনব আবিষ্কার। বিধবা-নারীর চিত্তকে সংযত করিবার জন্য ভগবানের মধ্যে স্বামীর ধ্যান এবং সধবানারীর ভাবের উৎকর্ষের জন্য স্বামীর মধ্যে ভগবানের ধ্যান করিবার উপদেশ তিনিই প্রদান করিয়াছেন। সধবা এবং বিধবা নারীর প্রতি এই উপদেশ যে কতখানি যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত তাহা একটু নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করিলেই বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়।

সাংসারিক জীবন-যাপন-প্রণালীর মধ্যে শুধু মানসিকভাবের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে মাত্র। ভালবাসা মানবপ্রাণের আদিমবৃত্তি। এই বৃত্তিকে অস্বীকার করা যায় না অর্থাৎ মানুষ ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। স্বামীরূপে ভগবান্‌ই ভালবাসা গ্রহণ করিতে আসেন। স্বামীর মধ্যে বাস্তবিকই ভগবানের আসন রহিয়াছে। পতিব্রতা নারী চিন্তার মধ্যে শুধু এই পরিবর্ত্তনটুকুই আনিবেন যে, স্বামীর সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা স্বয়ং ভগবানই আমার নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিতেছেন। কার্য্যের পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়াও কেবল মনের রূপান্তর দ্বারা যে অশেষ উপকার সাধিত হয়—ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। এইরূপ ভাবনায় ক্রমশঃ পতিব্রতা নারী স্বামীকে প্রত্যক্ষ ভগবান্‌রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থা হন। স্বামীই যে স্ত্রীলোকের নিকট সাক্ষাৎ ভগবান্—ভাবসাধনায় ক্রমশঃই ইহা প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে। নারীর পক্ষে স্বামীই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যক্ষ ভগবান্, স্বামীই ইষ্টদেবতা। পাশবিক ভাব ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইলে—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা—ভাবের সাধনা। স্ত্রীর সাধনা হইল—স্বামীকে ভগবান্ করিয়া তোলা। স্বামীকে ভগবৎভাবে উপাসনা, পূজা এবং সেবা করিতে করিতে এই স্বামীর ভিতরই জগৎস্বামী ফুটিয়া উঠেন—ইহা অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক কথা নহে। তবে ভাবের ঘরে চুরি না হইলেই হইল। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, অপরিষ্কৃত কলুষময় শৃঙ্গার ও পঙ্কিল কামে ভগবানের প্রেমানন্দস্বাদ থাকিলেও, তাহা বিশুদ্ধ প্রেমাস্বাদ নহে। একমাত্র ভাবের সাধনাতেই সেই অপ্রাকৃত প্রেমাস্বাদন লাভ হইয়া থাকে। প্রাকৃত নরনারীর সম্ভোগজনিত বিলাসেও আনন্দ আছে বটে, কিন্তু তাহা প্রকৃত আনন্দ নহে, আনন্দের আভাস মাত্র। আভাসেই যদি এত আনন্দ, না জানি স্বরূপে আনন্দের কি অপূর্ব্ব বিকাশই না ঘটিয়া থাকে! প্রাকৃতজগতে এই আনন্দাভাস প্রদান করিয়াই ভগবান্ জীবকে তাঁহার দিকে উন্মুখী হইবার জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছেন!

ভাবসাধনার আশ্চর্য্য ফল হইল—জাত্যন্তরপরিণাম! দাম্পত্য-জীবনে অন্য কোন সাধনভজনের সময়-সুযোগ সুবিধা না থাকিলেও ভাবসাধনার অপূর্ব্ব সুযোগ রহিয়াছে। ভাবসাধনায় চাই শুধু মন। সাধারণ জীব অজ্ঞানে বা অবশে যাহা করে, তাহার সঙ্গে একটু ভাবসঞ্চার হইলেই তাহা মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া ওঠে। ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত না হওয়ার একমাত্র কারণ ভাবের অভাব। ভাব পেছনে না থাকিলে শুধু পাশবিক ক্রিয়ায় দিব্যআনন্দের সম্ভোগ হয় না। মানুষ বুঝিতে পারে না যে, মিলন হয় ভাবের সঙ্গে ভাবের। স্থূলদেহ একটা আশ্রয় বা অবলম্বন। ভাবশূন্য মৃত শবদেহকে কি কেহ ভালবাসিয়া আলিঙ্গন করিতে যায়? ভাব বা প্রাণই আড়ালে থাকিয়া পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া আনে। রক্তমাংসের দেহকে দেবদেহে পরিণত করিয়া, এই দেহেই আর একটি মনোময়দেহের সৃষ্টি করা—ভাবসাধনার অপূর্ব্ব কৃতিত্ব। ভাবসাধনা যে কত বড় বাস্তব, তাহা যে ভাবুকতা বা নিছক কল্পনাবিলাস নহে, প্রকৃতির রূপান্তর দেখিয়া তাহা আমরা বেশ অনুভব করিতে পারি। ভাবসাধনায় যে চিন্ময়রূপান্তরের কৌশল আছে তাহা বাস্তবিকই অনুধাবনযোগ্য। প্রেমিকভক্ত এই রক্তমাংসের পিণ্ডকেই চিন্ময়ভাবমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করিতে সক্ষম। তীব্রভাবনায় জগতে কি-না ঘটে? নিবিড় চিন্তা বা মননের ফলে যদি আরশোলা কাঁচ-পোকাতে পরিণত হইতে পারে, তবে তীব্রভালবাসার ফলে সতী-সাধ্বী স্ত্রী কেন স্বামীর জীবনকে রূপান্তরিত করিতে পারিবে না? সতী-সাধ্বী নারীর দিব্যসঙ্কল্প মৃতস্বামীর ভিতরও প্রাণের সঞ্চার করিতে পারে। সাবিত্রী সত্যবান্ তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। ভাবসাধনার ক্ষমতা অসীম। ভাবের সাধনায় মানুষই দেবতা হয়, সাধারণ মানুষের জীবনই দিব্যজীবনে রূপান্তরিত হয়। রূপান্তর ভাবসাধনার একটা অবাক্-বিস্ময়ের দিক্। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের এই সক্রিয় অভিনব সাধন-প্রণালী সংসারক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে। অনেক সতী-সাধ্বী স্ত্রী ইষ্টদেবতার আসনে স্বামীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আবার স্বামীর চিন্তা করিতে করিতে হৃদয়ে ইষ্টমূর্ত্তির রূপ দর্শন করিয়াছেন! প্রিয় দেবতা হইয়া গিয়াছেন, আবার দেবতা প্রিয়ের আকারে দেখা দিয়াছেন। সাধনজগতে, ভাবসাধনার প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ দৃষ্টান্ত দেখিয়া, অনেকেই কৃচ্ছ্র কঠোর সাধন-পন্থার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া, সহজ সরল ভাবসাধনার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন দেখিতে পাই। আধিকারিকপুরুষ সংসারীজীবের দাম্পত্য-প্রণয়ে ভাবসাধনার প্রয়োগ-কৌশল দেখাইয়া কি মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাহা বলিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে। ভাবলোকের দিব্যলীলাকে তিনি মরজগতে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার এক অপূর্ব্ব কৌশল শিখাইয়া গিয়াছেন। ভাবসাধনায় অনায়াসে প্রেমসেবোত্তরা গতিলাভ হয়। অন্তরে চিন্তিতাভীষ্টদেহে সূক্ষ্ম ভগবানের সেবা এবং বাহিরে স্থূলদেহে স্বামী সেবাই ভাবসাধনার একমাত্র সোপান। পরিণামে দুই দেহ এক হইয়া যায়। নিত্য ভাবলোকে (গোলোকে) শ্রীভগবানের সেবাধিকার লাভ করাই প্রেমসেবোত্তরা গতি। গোপীভাবের ইহাই একমাত্র লক্ষ্য। রাধাভাব ইহার চরমোৎকর্ষ।

প্রেমভক্তিলাভই ভাবসাধনার একমাত্র লক্ষ্য। দেহ রুগ্ন হইলেও প্রেমভক্তিলাভে বাধা হয় না, কেননা, ভাবের সাধনায় মনই হইল প্রধান উপকরণ। স্থূলদেহ ত মাত্র সেই ভাবেরই বাহন। পিতামাতার স্নেহ, স্বামীর প্রেম একমাত্র তাঁহারই স্নেহ-প্রেমের কণা। সুতরাং সকলের আদি যিনি, যাহাকে অনাদি বলা হয়, তাঁহাকে স্বামীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। স্বামীই ভগবান্, ভগবানই স্বামীরূপে বিকশিত। ধ্যানকালে ইষ্টদেবতার পার্শ্বে অনেক সময় নিজ মূর্ত্তিও দেখা যায়। ইহাই ভাবতনু। জীবের সকল সাধ পূর্ণ করিতে পারেন একমাত্র ভগবান্। কাজেই বাঞ্ছাকল্পতরুকেই স্বামীর মধ্যে দেখিতে হইবে। স্বামীকে জগৎস্বামীতে পরিণত করিতে না পারিলে অন্তরের এই সাধ বা অভিলাষ পূর্ণ করিবার আর অন্য কোন পন্থা নাই। প্রাকৃত দেহসংস্কার ভুলিয়া অপ্রাকৃত ভাবদেহ পাইলে, তবেই শ্রীভগবানের সঙ্গসুখ উপলব্ধি হয়। জড়দেহকে অবলম্বন করিয়াই চিন্ময়দেহের সন্ধান মিলে। আবার জড় ছাড়িলেই সর্ব্বপ্রকার ভালবাসা গিয়া একমাত্র চিৎসত্তাতেই পৌঁছায়। তখনই বাস্তবিক সর্ব্বেন্দ্রিয় আপ্যায়ন ঘটে। স্বামীকে ইষ্টদেবতার স্বরূপ মনে করিয়া সেবা-পূজা করা অন্যায় নহে। বরঞ্চ স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহাই আর্য্যবিধান। কেন না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীই যে নারীর ইষ্টদেবতা। পাশবিক ভাব অন্তর্হিত হইলে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা—ভাবের সাধনা, আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের ইহাই অভিমত।

স্বামীকে জগৎস্বামীতে রূপান্তরিত করিতে হইবে। স্ত্রীকেও মহাভাবময়ী হ্লাদিনীশক্তিতে পরিণত করিতে হইবে। ভাবসাধনায় স্বামী-স্ত্রীর ইহাই একমাত্র করণীয়। মানবজন্ম ও নারীজন্ম সার্থক হইবে—এই ভাবের সাধনায়, জাত্যন্তর পরিণামের সাধনায়। এই দিব্য-ভাবের কাছে অন্য কোনরূপ সাধনভজন বালিকার পুতুলখেলা মাত্র—আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের ইহাই সুচিন্তিত অভিমত। এক কথায় জড়কে আশ্রয় করিয়াই জড়াতীত চিন্ময় ভাবসাধনার রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। দেবতা যদি মানুষ হইয়া থাকেন, তবে মানুষই বা দেবতা হইতে পারিবে না কেন? 'প্রিয়েরে দেবতা করি, দেবতারে প্রিয়'—কবির এই উক্তি ত নিরর্থক নহে। জড়জগতে, জড়দেহেই চিন্ময়ের আবেশ হইয়া থাকে। কাজেই এই দেহেই অর্থাৎ প্রাকৃতদেহেই কেন জাত্যন্তরপরিণাম সম্ভব হইবে না। ভাবসাধনার ফলে যে মানসিক রূপান্তরই ঘটে তাহা নহে, শারীরিক উপাদানের মধ্যেও আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। পরিবর্ত্তন প্রভাবে এই মানুষেরই দেহ ও মন দেবদেহে এবং দিব্যমনে রূপান্তরিত হয়। নন্দীশ্বর তপঃ প্রভাবে এই স্থূলজগতে থাকিয়াই শিবপার্ষদদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রকৃতির সর্ব্ববিধ পরিণাম হওয়ার যোগ্যতা আছে। কণপরিমিত বহ্নিতে তৎ সজাতীয় প্রকৃতির আপূরণ আরম্ভ হইলে বিস্তীর্ণ বনও যখন বহ্নিরূপে পরিণত হয়, তখন প্রকৃতির আপূরণে মানবদেহ যে দেবদেহে পরিণত হইবে—ইহাতে সন্দেহ করিবার কি থাকিতে পারে? উৎকৃষ্ট শরীর হওয়ার প্রতিবন্ধক নষ্ট হইলেই নিকৃষ্ট শরীরও আপনাআপনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎকৃষ্ট শরীর হইয়া পড়ে। ইহাকেই দিব্যজীবন বলে। দিব্যজন্ম বা দিব্যদেহলাভ এই প্রাকৃত-দেহেই সম্ভবপর। মাটী পাথরে এবং পাথরই সোনায় পরিণত হয়। তেমনি এই মনুষ্যদেহই দেবদেহে পরিণত হয়। ভাবের সাধনায় আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ এই জাত্যন্তরপরিণামই ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন। শুধু ব্যক্তি নহে, সমষ্টিরও পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর সম্ভব। তাঁহার জন্য চাই কঠোর সঙ্কল্প এবং সুতীব্র ব্রত। ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে অবতরণ করাইয়াছিলেন, তেমনি আধিকারিক-পুরুষের সাধনায় দেবজাতির উদ্ভবও সম্ভব। আরোহ এবং অবরোহ-ক্রমের রহস্যবিদ্ আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ যৌগিকপন্থায় স্বর্ণ তৈরী করিতে পারিতেন, তিনি কি সোনার মানুষও তৈরী করিতে জানিতেন না? রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সোনার মানুষও তৈরী করা সম্ভব। আধি-কারিকপুরুষ নিগমানন্দ এই অসাধ্যসাধনই করিতে চাহিয়াছিলেন—ভাব-সাধনার মাধ্যমে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধিকারিকপুরুষের চেতনার ব্যাপ্তি

ইহকাল-পরকাল, জন্ম-মৃত্যু দুই-ই আধিকারিকপুরুষের অধিকারে অর্থাৎ জাগ্রতে, স্বপ্নে এবং সুষুপ্তিতে আধিকারিকপুরুষের অতিমানস-চেতনা বিলুপ্ত হয় না। সূর্য্যালোকের সাহায্যে যেমন জাগ্রতভূমিতে তাঁহারা পথ দেখিয়া চলেন, তেমনি আত্মার আলোক লইয়া মৃত্যুপথও তাঁহারা অনায়াসে অতিক্রম করেন। জন্ম-মৃত্যুতে অবিচ্ছেদী চেতনার বিনাশ নাই। মৃত্যুও একটা অবস্থা, যেমন জন্ম।

ইহলোক-পরলোক, স্থূল-সূক্ষ্মের ব্যবধান নাই আধিকারিকপুরুষের নিকট। ইহলোকে বসিয়া পরলোকের খবর তাঁহারা বলিতে সক্ষম; আবার পরলোকে বসিয়া ইহলোকের কোথায় কি ঘটিতেছে তাহাও বলিতে পারেন। তাঁহাদের জ্ঞান একটানা, প্রাকৃত-মানুষের মত সেই জ্ঞানে বিরতি বা ছেদ নাই। কাজেই আধিকারিকপুরুষগণ মৃত্যুঞ্জয়ী। মৃত্যু দেহান্তর প্রাপ্তি মাত্র। এক আমিই জাগ্রতে, স্বপ্নে, সুষুপ্তিতে এবং তুরীয়রাজ্যেও যাতায়াত করে। স্থান পরিবর্ত্তনে 'আমি'র পরিবর্ত্তন হয় না।

আধিকারিকপুরুষের ক্ষমতা অসীম। তাঁহাদের চেতনায় পরলোকের চিত্রও সুস্পষ্ট। কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব, যাহা দ্বারা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে, আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের ক্ষমতার সীমা কতখানি পরিব্যাপ্ত ছিল।

চিৎকণ জীবের স্থিতি এবং গতি সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান ছিল গভীর। স্থূলজগতে বসিয়াই সূক্ষ্মলোক বা পরলোক সম্পর্কে তিনি অনেক গুপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহস্য ব্যক্ত করিতেন। জন্ম-মৃত্যু বা কার্য্যকারণের কোন পরিচয়ই তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল না। প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে তিনি অনেক আত্মককে মাতৃজঠরে স্থান করিয়া দিতে পারিতেন, আবার মুক্তির পথেও অগ্রসর করাইয়া দিতেন। অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁহার। পত্র দ্বারা এক শিষ্যকে তিনি কোন সময় জানাইয়াছিলেন—"আমি কত আত্মিককে তোমার গর্ভে প্রেরণের জন্য আকর্ষণ করে এনেছি, কিন্তু কারও কর্ম্মের সঙ্গে তোমাদের সামঞ্জস্য কর্‌তে পারি না। কাজেই বাধ্য হয়ে তাদের পরিত্যাগ কর্‌তে হয়। যা হক্, আমি আরও কিছুকাল নিজ শক্তি প্রয়োগ করে দেখ্‌ব, সাম্যাকৃতি কোন জীব পাই কি না।"

কোন আত্মিককে বা জীবকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া কাহারও গর্ভ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া—ইহা কি অলৌকিক ক্ষমতার নিদর্শন নহে? ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের আয়ত্তে যেন এইরূপ কত জীবাত্মাই ছিল। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা আত্মিককে আকর্ষণ করিয়া আনা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কিছুই ছিল না। সাম্যাকৃতি কথাটীর মধ্যে গভীর রহস্য বিরাজিত অর্থাৎ পিতামাতার কর্ম্মের সঙ্গে, যে জীবাত্মা জন্মপরিগ্রহ করিবার জন্য আসিবে, তাহার কর্ম্মেরও সামঞ্জস্য বা মিল থাকা চাই। সামঞ্জস্যবিহীন এইরূপ জীবাত্মাকে বাধ্য হইয়াই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এই যে একটি ব্যাপার বা কাণ্ড ইহা অদ্ভুত নহে কি?

কাহার গর্ভে কোন্ জীবাত্মার আগমন হইয়াছে, আধিকারিকপুরুষ তাহাও যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেন। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান—এই তিনটি কালই ছিল তাঁহার সমুজ্জ্বল চেতনার সম্মুখে উদ্দীপ্ত। তিনি এই জন্যই, কোন শিষ্যকে উপদেশ প্রদানকালে লিখিয়াছেন—"আমি জানি তোমার স্ত্রীর গর্ভ আশ্রয় ক'রে কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি তিন বৎসর চেষ্টা করে একে তোমার স্ত্রীর গর্ভ নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছি।" মাথা ঘুলাইয়া যায় না কি? কে কোথায় জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারও যেন নিয়ন্তা ছিলেন আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ।

স্থূলদেহাবস্থায় থাকিতেই তিনি সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়া অনেক অদ্ভুত কার্য্য, দূর-দূরান্তরের ব্যাপার সম্পন্ন করিতেন। এক শিষ্যকে পত্রদ্বারা জানাইয়া দিয়াছেন—

"মৃত্যুর ২।৪ দিন আগে সংবাদ পেলে আমি সূক্ষ্মদেহে তোমার নিকট উপস্থিত থাক্‌তে পার্‌ব। এখন কথা এই যে, যদি নিতান্তই এ জগতে আর দেখা না হয়, তবেই ঐরূপ ব্যবস্থা হবে। নতুবা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ অন্তে পরলোকতত্ত্ব, জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ, সাধন-রহস্য, ও মৃত্যুকালে কর্ত্তব্য প্রভৃতি উপদেশ লাভ ক'রে কতকটা তৈরী হয়ে মর্‌তে পার্‌লে তোমার পক্ষে বিশেষ ভাল হ'ত, আমারও পরিশ্রমের লাঘব হ'ত। আমার সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব্বেই যদি ব্যাধিতে দেহত্যাগ কর্‌তে বাধ্য করে, তবে আমিই চেষ্টা করে তোমার আত্মার সঙ্গে পরিচয় কর্‌ব এবং অজ্ঞান নাশ করে দিব।"

সূক্ষ্মদেহাবলম্বনে গতাগতি করা আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের পক্ষে অনায়াস ছিল। এমন কি কোন জীবের মৃত্যুর পর তাহার আত্মার সঙ্গে পরিচয় করা তাঁহার পক্ষে মোটেই শ্রমসাধ্য ব্যাপার ছিল না। ইহলোক পরলোকে ছিল তাঁহার সমান আধিপত্য। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে গতাগতি করিতেও তিনি সমর্থ ছিলেন। একটু সংযম করিলেই তিনি জীবাত্মার অবস্থিতি-স্থান বলিয়া দিতে পারিতেন। * আমার নিজের পূর্ব্বাশ্রমের একটি পারিবারিক ঘটনার কথাই এখানে উল্লেখ করিতেছি।

---

* গ্রন্থকার স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিকার করার সময় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হন। শোকাকুলচিত্তে আমি এই ঘটনা শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসদেবকে জানাই। প্রত্যুত্তরে তিনি আমাকে জানান, "একবার পুরীতে তোমার ভাই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। যখন একবার তাহাকে দেখিয়াছি এবং চেহারাও মনে আছে, তখন সংযম করিয়া তাহার আত্মার গতিস্থিতি আমি অনায়াসেই বলিয়া দিতে পারিব। তবে হঠাৎ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু হওয়ায় বাঘ-ধাঁধায় তাহাকে কিছুকাল থাকিতে হইবে। অবশ্য এই অবস্থায় যাহাতে বেশী সময় তাহাকে থাকিতে না হয়, তাহার ব্যবস্থাও আমিই করিব—তোমার আপন ভাই বলিয়া। এই অবস্থা হইতে আমি শীঘ্রই তাহাকে মুক্ত করিয়া দিব।"

মাত্র মুহূর্ত্তের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাতেই তিনি মৃত-আত্মার সদ্‌গতি করিতে সক্ষম কাজেই এই একটিমাত্র ঘটনার দ্বারাই বুঝিতে পারি, তিনি কত বড় অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা ছিলেন। অনেক সময় তিনি বলিতেন—"যোগ এবং তন্ত্রে সিদ্ধি হইলে, সেই মহাপুরুষের অসাধ্য-সাধন ক্ষমতা জন্মে।" এই ক্ষমতা আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের ছিল। 'মৃত্যু, পরকাল ও গতি' * সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। জন্ম-মৃত্যু ছিল আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের নিকট তুল্যমূল্য। মৃত্যুকেও উপভোগ করিতে সক্ষম ছিলেন তিনি। উপদেশ প্রদানকালে তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন—

"মৃত্যুঞ্জয় বা নিদ্রাজয় বল্‌তে সাধারণ লোকের ধারণা একরূপ, তারা ভাবে মৃত্যুঞ্জয় মানে কোন দিন মরণ হবে না, নিদ্রাজয় মানে ঘুম আর

---

* গ্রন্থকার সম্পাদিত একখানা পুস্তক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবে না। এ সবের অর্থ কিন্তু অন্যরূপ। মৃত্যু বা ঘুম এ সব ত দেহের। আত্মচৈতন্যকে প্রদীপ্ত রেখে চল্‌তে পার্‌লে মৃত্যু বা ঘুমের মাঝে অমরত্ব বা নিদ্রাজয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা যায়। ঘুমের মাঝেও আমি দেখ্‌তে পাই যে, আমি ঘুমিয়ে আছি, তাহলে ঘুমেরও দ্রষ্টা হলাম আমি।"

জন্ম-মৃত্যু কোন অবস্থায় তাঁহার চেতনা আচ্ছন্ন হইত না, কাজেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া তিনি অমৃতের রাজ্যে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারিতেন। আবার সেখান হইতে ইহলোকে আসাও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল। শুধু জন্মের ভিতর দিয়াই নহে, মৃত্যুর ভিতর দিয়াও পূর্ণত্বের অভিযান চলিয়াছে। জীবন-মরণ উভয়ই সমান, জীবিতাবস্থায়ই মরিতে হইবে। মৃত্যুর ভিতর দিয়াই চরম রহস্য আবিষ্কারের সুবিধা হয়। ইহাকেই অধ্যাত্ম শাস্ত্রে 'সমাধি' বলে। সমাধি একরূপ মৃত্যুতুল্য ব্যাপারই বটে। মৃত্যু সম্পর্কে অনির্বাণজী আমাকে একখানা চিঠি বহুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ প্রাসঙ্গিক বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। এই চিঠিখানার সাহায্যে আধিকারিক মহাপুরুষ নিগমানন্দের মৃত্যুরহস্যজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করিতে আরও বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়াই আমি মনে করি। যথা—

"মরণের কথা অনেক ভাবিয়াছি, আজও ভাবি। সুতরাং এ সম্বন্ধে নিজের ভাবনার কথাই তোমাকে বলিতে পারি। তুমি ত জান, আমার অভ্যাস পরখ করা—আমার বিশ্বাসের মূলেও যুক্তি। অতীত বা ভবিষ্যতের বীজ বর্ত্তমানেই নিহিত। ইহাই আমার ধারণা। আমি কর্ম্মবাদী—জগৎটাকে একটা কার্য্যকারণের শৃঙ্খল বলিয়া মনে করি। সুতরাং আজগুবি ও আকস্মিক কিছুকে আমলে আনিতে চাহি না। তাই মৃত্যুকেও আমি জীবন দিয়াই যাচাই করিতে চাই।

"একটা কথা সবার কাছেই সুস্পষ্ট যে, মৃত্যু অনুভবগম্য অবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিশ্চয়ই। যাহা আমার অনুভূতির বাহিরে, তাহার সত্তা সম্বন্ধে আমার ঔদাসীন্য কিছু অসঙ্গত নহে। জীবনের যে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা আমার আছে, মৃত্যু তাহারই ক্রমবিকাশ মাত্র। গীতাকারের ওই কথাই বারবার মনে পড়ে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

এই দেহের (সঙ্গে সঙ্গে এই দেহগত চেতনার) সূচনা, উন্মেষ, স্ফূর্ত্তি ও অবসাদ ছিল, একদিন ইহার প্রলয় ঘটিবে—ইহাতে বিচলিত হইবার কি আছে? গীতাকারের মৃত্যুর প্রতি এই সহজদৃষ্টিটুকু কি তোমার কাছে সুন্দর বলিয়া মনে হয় না? মৃত্যুসম্বন্ধে মনকে আগে মোহমুক্ত করা—এইটুকুই তো চাই। আমরা জানি, জীবন আর মৃত্যু পরস্পর বিরোধী সত্তা। আলো আর আঁধারের মত। গীতা বলেন তা নয়—জীবন হইতে মরণ পর্য্যন্ত একটা পরিণাম (Process) মাত্র। জীবনের বুকে বসিয়াই মরণের আস্বাদন পাইতে পারি এবং তাহা পাওয়ার নামই জ্ঞান, তাই শিবের শিবত্ব।

"মরণের পর আত্মার কি দশা হয়, সে প্রশ্ন কৌতূহলোদ্দীপক হইতে পারে, কিন্তু তাহা একেবারেই অবান্তর। মৃত্যুসম্বন্ধে সহজভাবে ও সত্যদৃষ্টি নিয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাহারাই জীবনের উপরই বেশী জোর দিয়াছেন। কঠোপনিষদের কথাই ধর না কেন। নচিকেতার গল্পটাতে গোড়াতেই একটা অসঙ্গতি দেখিতে পাও না কি? নচিকেতা যমের বাড়ীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'মানুষ মরিলে পর কি হয়, পরলোক আছে কিনা, আমায় বলুন।' অর্থাৎ সোজাকথায় একজন পরলোকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে পরলোক আছে কি? এই প্রশ্নটাই অত নয় কি? নচিকেতার গল্পের গোড়ার এই আপাতপ্রতীয়মান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসঙ্গতিটুকু আমার মনে হয়, ওই মহাসত্যের ইঙ্গিত—'মরণ কল্পনামাত্র' অমৃতজীবনই সত্য—মরণকে যাহারা বুঝিতে চায়, জীবনের বুকে বসিয়া তাহাদিগকে তাহার রহস্য মন্থন করিতে হইবে।

'তারপর নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে যম যাহা বলিলেন, তাহা মরণের সাধনা নয়, জীবনের বেদ। যম যে 'গহ্বরেষ্ঠ গুহাহিত পুরাণ' সত্যকে দেখাইয়া দিলেন, তাঁহার অমৃতজ্যোতির মাঝে মৃত্যুর ছায়াপাত ত হয় না। যমের প্রবচনে কোথায় মরণের বিভীষিকা, পরলোকের লোমহর্ষণ চিত্র? সে বাণীতে যে জরামৃত্যুহীন চিরন্তন আনন্দের সন্ধানই আমরা পাই। মৃত্যুকে খুঁজিতে গিয়া পাই অনন্ত-জীবন, পরলোকের রহস্য জানিতে গিয়া পাই—ইহজীবনে দিব্যানুভূতির সঙ্কেত।

"অতি আধুনিক আর একজন মহাপুরুষের কথা ধর। রামকৃষ্ণদেব পরলোক সম্বন্ধে কি বলিয়া গিয়াছেন? নন্দ বসু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আচ্ছা, পরলোক আছে কি? মানুষ মরিলে কি হয়?' তিনি সহজভাবেই বলিলেন, 'শুনেছি যে পরলোক আছে, ঋষিরা বলে গেছেন। কিন্তু আমি বলি, ওসব নিয়ে তোমার এত ভাবনা কেন? তুমি কি করে তাঁর চরণে শুদ্ধাভক্তি হয়, তারই চেষ্টা কর।' পরলোক-তত্ত্ব, তার সম্বন্ধে বরং বিবেকানন্দের একটা সিদ্ধান্ত আছে, কিন্তু রামকৃষ্ণ এ বিষয়ে বলিতে গেলে শিশুর মতই নিঃশঙ্ক। তাঁহার বাণীতে মৃত্যুবিভীষিকার কোনও চিত্রই আমরা পাই না! Wordsworth এর সেই বালিকার কথা মনে পড়ে নাকি, কবি যাহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'A child that lightly draws its breath.....what should it know of death?'

"যদি বলি, সমস্ত সাধনার মূল কথাই ওই মরণবিভীষিকাকে জয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা, মৃত্যু সম্বন্ধে যে 'অভিনিবেশ' (পতঞ্জলি) তাহার উচ্ছেদ করা, তাহা হইলে বেশী বলা হইল কি? কথাটা অতি রূঢ় শুনাইবে হয়ত, কিন্তু তবুও বলি, অন্ধমমতা যেমন আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী, তেমনি মরণ সম্বন্ধেও উহা অশেষ কুসংস্কারের জননী, বহু অযৌক্তিক বিভীষিকার নিদান। নিজের সম্বন্ধেই হউক, অথবা পরের সম্বন্ধেই হউক, আসক্তি যাহার চিত্তে বাসা বাঁধিয়াছে, মরণভীতিও তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। জ্ঞানের সার্থকতা এই কু-সংস্কারের অপনয়নে।

"মরণে বাস্তবিক আমি ভয় করিবার কিছু তো দেখিতে পাই না। কেন মানুষ মরণকে এত ডরায়? কেহ নিজে মরিয়া দেখিয়াছে কি যে, মরণে বড় দুঃখ? প্রেততত্ত্ববিদের নানা অদ্ভুত কাহিনীর দোহাই আমি মানিতে চাই না, কেন না সে-সব অভিজ্ঞতার মাঝে, কতটুকু সত্য, কতটুকু অতিরঞ্জন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তাহা ছাড়া প্রেতের দর্শন কয়জনা পায়? অথচ মৃত্যু একটা ঐকান্তিক অনুভূতি। ব্যতিক্রম (exception) দিয়া সামান্যের (rule) যাচাই ন্যায়শাস্ত্রের বিধান নয়।

"মৃতদেহ দেখিয়াছি, তাহা হইতে মৃত আত্মার (?) কল্পনা করি কোন্ যুক্তিতে? মরণের এ পারে যে যন্ত্রণা, তাহার অভিজ্ঞতা আমার আছে, সুতরাং ভয় যদি করি তো তাহাকেই করিব। আমার জীবনব্যাপী যন্ত্রণার যদি অবসান হয় ওই শিববৎ প্রশান্ত দেহের মৃত্যুতে, ওই নিশ্চল নিস্তরঙ্গ অবস্থায়, তাহা হইলে মৃত্যুকে ভয় করিব কেন?

"বাস্তবিক, নিজকে যখন একা মনে করি, তখন মরণের মাঝে ভয়ের কিছু দেখি না। নচিকেতার সুন্দর একটী উপমা মনে পড়ে—'আগের দিকেও চাহিয়া দেখ, পরের দিকেও চাহিয়া দেখ, যতদূর দৃষ্টি যায়, 'শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ' ক্ষেতের ফসলের মত মানুষ পাকিয়া ঝরিয়া পড়ে, আবার তারই মত গজাইয়া ওঠে। সমস্ত প্রকৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জুড়িয়া নিত্য এই সৃষ্ট-প্রলয়ের লীলা দেখিতেছি—দেখিতেছি, দেহ যায়, কিন্তু ভাব থাকে। মানব-সভ্যতা ভাবসরোবরের লীলাকমল মাত্র—সমষ্টিগত ওই ভাবই আমার মুখ্যপ্রাণ, ওইখানে দেহাতীত হইয়াও আমি বাঁচিয়া আছি। অগণিত দেহপাতে তিল তিল করিয়া বিশ্ব 'ভাবিনীর ভাবের দেহা' গড়িয়া উঠিতেছে সে দেহ জন্মমরণের অতীত। জীবনের যদি কোনও সার্থকতা থাকে তো ওই ভাবতনুতে তনু এলাইয়া দেওয়া। তাতে যদি মরণ আসে আসুক না।

"বিপদ কোথায় জান? ভাবজীবনকে যত বড়ই করি না কেন, এ কথা ভুলিতে পারি না যে, যতক্ষণ আমার দেহ, ততক্ষণই ভাব। যদি দেহ ছাড়িয়া যাই, তবুও যে ভাব থাকিবে, তাহার প্রমাণ কি? দেহবাদী Brain ছাড়া চিন্তার অস্তিত্বকল্পনাই করিতে পারে না। যদিও Brainএর সঙ্গে চিন্তার, দেহের সঙ্গে আত্মার সত্যিকার সম্পর্কটা কি, তাহা কোনও জড়বাদীই ভাঙ্গিয়া বলিতে পারেন না। মানিয়া লইলাম, দেহের বিনাশে মনেরও বিনাশ হয়, তাহা হইলেই বা দুঃখ কি? দুঃখ পাইতে হইলেই তো অনুভব থাকা দরকার, আর অনুভব থাকিলেই চিন্তা থাকিবে, চিন্তা থাকিলেই মন থাকিবে। সুতরাং দেহের মৃত্যুতে মনের মৃত্যু, এ কথা যাঁরা বলেন, মরণে তাঁহাদের ভয় করিবার কিছুই নাই।

"কিন্তু মরণবিভীষিকা ওই কল্পনা হইতে সচরাচর আসে না। বিভীষিকার হেতু এই—'মরণের পরও মনটা বাঁচিয়া থাকে, আর তাহাকে কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়।' যদি তাহাই সত্য হয়, তাহাতেই বা ভয়ের কি রহিয়াছে? মরণের পরও যদি একটা আতিবাহিক দেহ, আর একটা মানসিক জীবন আবহমান থাকে, তাহা হইলে সে জীবন তো এই জীবনেরই অনুবৃত্তি। তাহা হইলে মরণ তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যিকার মরণ নয়—গীতার ভাষায়, তাহা দেহান্তরপ্রাপ্তি—আর একটা দেহ পাওয়া।"

সম্ভূতি এবং বিনাশ সত্যেরই এপিঠ আর ওপিঠ। মৃত্যুর ভিতর দিয়াও অমৃতচেতনার বিলুপ্তি নাই। সত্যের ক্রমবিকাশ আছে, মৃত্যুরও তাই। মরে মরে মরণ যেন আর ফুরায় না। সত্যই না মরিতে পারিলে সত্যকে জানা যায় না। ঘুম হচ্ছে নকল মরণ—সমাধি সত্যিকার মরণ। মরিয়া না গেলে সত্যের অনুভূতি লাভ হয় না। দৈহচেতনাকে অতিক্রম করিতেই হইবে, তবেই না চৈত্যঅমৃতত্ব এবং কূটস্থঅমৃতত্বের অনুভূতি লাভ হইবে। কাজেই মৃত্যুতোরণ অতিক্রম করিতেই হইবে, তাহাতে আর ভয় কি? জরামৃত্যুকে মানিয়া লওয়ার অর্থই হইল, জড়ের কাছে চেতনার পরাভবকে স্বীকার করিয়া লওয়া। মানুষ অমৃতত্বের পিপাসী, কাজেই মরণকে মানুষ স্বীকার করিতে চাহে না কিছুতেই। জড়ের উপর প্রথম বিজয় হইল, আধিকারিকপুরুষের ইচ্ছামৃত্যু। মরণ তাঁহাদের স্ববশে, অবশে তাঁহারা মৃত্যুকে বরণ করেন না। মৃত্যু চেতনার ধর্ম্ম হইতে পারে না, চেতনা কূটস্থ—মৃত্যুহীন।

আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের উক্তি—"আমার কেহ জন্মেও না, মরেও না। তুমি আমার মত হও, এ জ্বালা পেতে হবে না। নতুবা নিত্য নূতন মৃত্যুসংবাদ কানে পৌঁছিবে, আমার বাবার বাবাও তাহা রোধ করিতে পারিবে না।" জন্মমৃত্যু দুইটাই আবর্ত্ত। এই আবর্ত্তের ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইতে হইবে। ইহার একমাত্র উপায় অক্ষরচেতনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। তাহা হইলেই জন্ম-মৃত্যুরও দ্রষ্টা হওয়া সম্ভব। আধিকারিকপুরুষের চেতনা—অমরচেতনা। এই চেতনাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই মৃত্যুজয় অনায়াস হইয়া ওঠে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রলয়ের ভিতরেই থাকে সৃষ্টির বীজ, তেমনি মৃত্যুর ভিতরই অনন্ত-জীবনের সম্ভাবনা। শুধু মৃত্যুকে দেখিলেই ভয় আসে, কিন্তু মৃত্যুর ভিতর জীবচৈতন্যকে দেখিলে আর ভয় কিসের? দেহান্তরপ্রাপ্তির মতই মৃত্যুতে ভয়ের কিছু নাই। মলিনবসন ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধানের সময় কি কেহ শোক করিতে বসে? জন্মমৃত্যু দুইএর ভিতরই চেতনা অব্যাহত থাকে। নতুবা মৃত্যুর পর জন্ম সম্ভব হয় কেমন করিয়া? চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়াই স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ দেহ থাকে। এই চৈতন্যের প্রতিই আমাদের লক্ষ্য নাই। অমাবস্যার ভিতরই পূর্ণিমার সূত্রপাত, তেমনি মরণের ভিতরই জীবনের অভিব্যক্তি আরম্ভ হয়। মরণ স্বাভাবিক, মরণ অনায়াস। জড়বাদীরই মরণে ভয়, চিদ্‌বাদীর মৃত্যুভীতি নাই। তাঁহারা জানেন, মরণের ভিতর দিয়াই অনন্তজীবন লাভের সুব্যবস্থা রহিয়াছে। মরণভীতি দেহাত্মবাদীর, চিদ্‌বাদীর মরণভয় নাই। আধিকারিকপুরুষ দেহত্যাগের সময়ও মরণবিজয়েরই লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন। মৃত্যু মহাঘুম, কিন্তু এই ঘুমের ভিতরও আধিকারিকপুরুষের অমৃতচেতনা জাগ্রত থাকে। মৃত্যু ত সংহরণলীলা—এপার ভাঙ্গিয়া ওপার গড়িয়া উঠে। আধারের পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া অমৃতচেতনার মৃত্যুহীন অভিযানই চলিয়াছে। আধিকারিক-পুরুষ নিগমানন্দ নিজে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করিয়া, জড়ের উপর চৈতন্যের নিশানই প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তীদের সম্মুখে দুর্লঙ্ঘ্য মৃত্যুস্তর অতিক্রম করিবার বেলায় সেই নিশানই হইবে নিশানা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর্য্যঋষিদের ব্রহ্মোপাসনার সঙ্গে আধিকারিকপুরুষের মতৈক্য

ব্রহ্মবাদ আর্য্যধর্ম্মের মূল কথা। ব্রহ্মজ্যোতি বা বৃহজ্জ্যোতির উপাসক ছিলেন আর্য্যেরা। বেদে আছে—'আর্য্যাঃ জ্যোতিরগ্রাঃ'। জ্যোতি যাঁহাদের আগে আগে চলিয়াছে অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মজ্যোতির উপাসক তাঁহারাই আর্য্য! ব্রহ্ম কথাটার অর্থই হইল চেতনার বৃহত্ত্ব। নিজেকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন মনে করাই আর্য্যজাতির সাধনার লক্ষ্য। আর্য্যজাতি ভূমারই উপাসক। এই ব্রহ্মচেতনাই তাঁহাদের চরম লক্ষ্য।

উপনিষদের পরব্রহ্ম, যেমন বিশ্বোত্তীর্ণ, তেমনি আবার বিশ্বাত্মক। ব্রহ্ম জগৎ হইয়াও ফুরাইয়া যান নাই। দেশবিশেষেও তাঁহার ব্যাপ্তি, আবার দেশাতীতরূপেও তাঁহার সত্তা বিরাজমান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপেও তিনি, আবার ব্রহ্মাণ্ডের অতীতও তিনি। সর্ব্বলোকের চেতনারূপেও তিনি, আবার লোকাতীত চেতনাও তিনি। মোটকথা ব্রহ্ম অখণ্ডচেতনা। অখণ্ড অনুভবে ব্রহ্ম, জগৎ এবং জীবচেতনার সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। গগনসদৃশ যিনি, তিনিই ব্রহ্ম! ব্রহ্মবাদের মূলে রহিয়াছে সমষ্টির ভাবনা। খণ্ডরূপেও তিনি, অখণ্ডরূপেও তিনি। নামরূপেও তিনি অভিব্যক্ত, আবার নামরূপাতীতরূপেও অব্যক্ত। সোঽহং ভাব যেমন সত্য, তেমনি 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'ও সত্য। প্রপঞ্চোল্লাস এবং প্রপঞ্চোপশম—অধিরোধে দুই-ই তত্ত্ব এবং সত্য। উজ্জানপথে যিনি, ভাটারপথেও তিনি। সগুণ এবং নির্গুণভাব এক অখণ্ড অনুভব বা সত্তার মধ্যেই বিধৃত। একের সঙ্গে বহুর কোন সংঘর্ষ নাই, কেননা এক হইতেই বহুর শাখা-প্রশাখা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম বাস্তবিকই একাধারে বাচ্য এবং অনির্ব্বাচ্য, আবার এই দুইএরও অতীত আরও কিছু।

একমুখী চেতনায় সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় না। দৃষ্টিকে সংস্কার যদি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তবেই মুস্কিল। নির্গুণ ব্রহ্মের দিকে অতিরিক্ত মনোযোগের ফলে, জগতের প্রতি আসে উপেক্ষা। ঋষির দৃষ্টি সেইরূপ খণ্ডদৃষ্টি নহে। ঋষি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম সগুণ, ব্রহ্ম নির্গুণ, ব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য। চেতনাকে সর্ব্বাবগাহী করিতে না পারিলে সমস্যার সমাধান কিছুতেই হইবে না। নাম-রূপে অভিব্যক্ত যিনি, তিনি যে আবার নামরূপাতীতও এই চেতনাকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিলে চলিবে না।

বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন—"ব্রহ্মের ত্রিপাদ দ্যুলোকে অমৃত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার এক পাদ মাত্র এই জগৎ।" এই দুইএর মিলনে ব্রহ্ম চতুষ্পাৎ। মাণ্ডুক্যোপনিষদেও আছে চতুষ্পাৎ ব্রহ্মের কথা। বৈশ্বানর, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং তুরীয়চেতনার সমাহারে পূর্ণব্রহ্ম। একদেশদর্শীকে কিন্তু পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানী বলা চলে না।

ব্রহ্মকে উপনিষদ্ আবার আনন্দস্বরূপও বলিয়াছেন। আনন্দের উদ্বেলনেই এই জগতের সৃষ্টি। আনন্দের ব্যাপ্তি অব্যক্তে যেমন সত্য, তেমনি ব্যক্তাবস্থায়ও সত্য। অব্যক্ত এবং ব্যক্তচেতনা মিলাইয়া তবে পূর্ণচেতনা বা ব্রহ্মচেতনা। ব্রহ্ম জীব এবং জগৎ দুই হইয়াও লোকোত্তর স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। নেতিরূপে ব্রহ্মের হয় একদিকের অনুভূতি, ইতিরূপে হয় অন্যদিকের অনুভূতি। এই দুইদিকের অনুভূতির মিলন ঘটিলে তবে হয় পূর্ণব্রহ্মের সম্যক্ অনুভূতি। কেবল বিশ্বোত্তীর্ণ যেমন চরম সত্য নহে, তেমনি কেবল বিশ্বাত্মকও চরম সত্য নহে। এই দুইএর মাঝামাঝি পুরুষবিধও আছেন। ত্রিপুটি চেতনাকে মিলাইয়া তবে ব্রহ্মচেতনাকে বুঝিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়চৈতন্য, প্রমাণচৈতন্য এবং প্রমাতৃচৈতন্য—চৈতন্যের এই ত্রিবিধরূপকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। একই চৈতন্যের ত্রিমূর্ত্তি। কাজেই সম্যক্‌চৈতন্য বা অখণ্ডচৈতন্যে তিনেরই সমাহার রহিয়াছে। একচোখা হরিণের মত শুধু একদিকে তাকাইয়া থাকিলেই পূর্ণ সত্যের সন্ধান মিলিবে না। বিশ্বোত্তীর্ণরূপে যেমন তিনি সত্য, তেমনি—'পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্'—এইরূপেও তিনি সত্য, অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্বকেই আমরা পাই—ব্রহ্ম, আত্মা এবং ভগবান্ রূপে। ত্রিপুটিকে লয় করিয়া ব্রহ্মের অতিমানস অবস্থাকে বুঝিতে হইবে, আবার ত্রিপুটীর ভিতর দিয়া তাঁহার অভিব্যক্তির রহস্য ও হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

নামরূপও সত্য; কিন্তু নামরূপই একমাত্র সত্য নহে। ব্রহ্মচেতনার আরও তিনটি দিক্ রহিয়াছে, যথা,—সৎ, চিৎ ও আনন্দ। ব্রহ্মচেতনাকে দেশবিশেষে আবদ্ধ করিয়া পূজা, উপাসনা চলিতে পারে; কিন্তু পূজা-উপাসনা ঠিক ঠিক হইলে এই ভক্তিপথেই আবার জ্ঞানের বিকাশও হইবে। তখন বুঝিব, এক ব্রহ্মচেতনাবোধই নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। পূর্ণব্রহ্মের মধ্যে সব বোধের হইয়াছে অপূর্ব্ব মিলন। ব্রহ্মচেতনায় বা ব্রহ্মদৃষ্টিতে কাহারও প্রতি উপেক্ষা নাই। ব্যক্তজগতে যিনি, অব্যক্ত জগতেও তিনি।

আত্মচেতনার উন্মেষের জন্যই পুরুষবিধের উপাসনা। ঈশ্বর উপনিষদের ভাষায়—পুরুষবিধ। পুরুষের এই পূর্ণতা চরমে পৌঁছিয়াছে ঈশ্বরে। স্বয়ং তিনি পুরুষোত্তম। নির্ব্বাণ বা কৈবল্য চরমসত্যের সবখানি নহে। নির্ব্বাণ বা কৈবল্য যাহার বোধে ফুটিয়া ওঠে, তিনি সবকে অতিক্রম করিয়াও আবার সব হইয়াছেন। ইহাকেই বলে পূর্ণগর্ভ অদ্বৈত-ভাবনা। আর্য্য-ঋষিদের অদ্বৈত-ভাবনা ছিল এই ধরণের।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবিকল্প-নির্ব্বিকল্প সত্যের দুইটি দিক্ রহিয়াছে। সর্ব্বানুস্যূত চেতনাকে বুঝিলেই চলিবে না। নির্ব্বিশেষ-চৈতন্যের উপলব্ধিও করিতে হইবে। চিত্তকে একাগ্র করিবার জন্যই অবলম্বনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু নিরালম্ব অবস্থাকে উপেক্ষা করিলেও চলিবে না। ব্রহ্ম এই জগতে যেমন সত্য, তেমনি জগদতীতরূপেও সত্য। তিনি কেবল এখানে আছেন, সেখানে নাই—ইহা সম্যক্ অনুভূতি নহে। যিনি এইখানে, তিনিই সেইখানে—ইহাই ঋষিদের অনুভূতি। আমাদের মন-বুদ্ধিকে ব্রহ্মচেতনায় অবগাহন করাইতে হইবে। রূপের আশ্রয়েই রূপাতীত রাজ্যে যাইব, আবার সেই রূপাতীত ভূমি হইতে নাম-রূপের রাজ্যে ফিরিয়া আসিব। ব্রহ্মচৈতন্যে এবং আত্মচৈতন্যে কোন প্রভেদ নাই। আমার ভিতর যিনি, বিশ্বের মধ্যেও তিনি, আবার বিশ্বাতীতরূপেও তিনি।

ব্রহ্মচেতনার পুরুষবিধরূপই চিন্ময় গুরুমূর্ত্তি। নির্ব্বিকল্পে তাঁহার সাহায্য লইয়াই যাইতে হয়। উপেক্ষা-বুদ্ধি থাকিলে পতন অনিবার্য্য। ব্যক্তিসত্তাই নৈর্ব্যক্তিক সত্তার দিকে সাধককে অগ্রসর করাইয়া দেন। উপাস্য-উপাসক ভাব অদ্বৈতচেতনার একাংশে, চেতনার আরও দিক্ রহিয়াছে। রূপের সংস্কার অরূপের রাজ্যে একদিন নিমজ্জিত হইবেই। তখন থাকিবে শুধু একাত্মপ্রত্যয়সার। 'যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ'—যিনি এখানে, তিনিই সেখানে; যিনি সেখানে তিনিই এখানে—ঋষিদের এই অনুভব অন্তরে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয়—সর্ব্বশেষে হইবে চিজ্জ্যোতিসাগরে বিলীন। লয়ের পর যদি ব্যুত্থান ঘটে, তবে পুরুষোত্তমের ইচ্ছায়ই তাহা ঘটিবে। ব্রহ্ম বলিতে কেবল নির্ব্বিশেষ বা কেবল সবিশেষ বুঝিলেই চলিবে না। ব্রহ্মচেতনায় সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ এই দুইটি ভাবই রহিয়াছে। সাকারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি, নিরাকারেও তিনি। কেবল সাকার, কেবল নিরাকার কোনটাই পূর্ণাঙ্গসত্য নহে। ঋষিদের অনুভূতিতে খণ্ড এবং অখণ্ডের স্থান নির্ব্বিরোধে ঘটিয়াছে। খণ্ড এবং অখণ্ড পরস্পর পরস্পরের বিরোধী সত্তা নহে। উভয়ে মিলিয়া তবেই পূর্ণাদ্বৈত। আর্য্যঋষিদের অনুভবে এই সামঞ্জস্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'তত্ত্বমসি' বাক্যের লক্ষ্য ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মচেতনাই আমি—আর্য্যঋষিদের ইহাই সত্যানুভূতি। অখণ্ডকে খণ্ডিত করি আমরাই—বুঝিবার সুবিধার জন্য; কিন্তু খণ্ডিত না করিয়াও অখণ্ডের অনুভূতি জাগ্রত হইতে পারে। গোটা ব্রহ্মচৈতন্যের অনুভূতিও বৃহৎ আধারে সম্ভবপর। এক সঙ্গে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবৎ-চৈতন্যের অনুভূতিও সম্ভবপর; খণ্ডচেতনা অখণ্ডচেতনাতেই বিধৃত। এই অখণ্ডচেতনাই ব্রহ্ম বা বিরাট্ আমি। আমি বিরাট সমুদ্রস্বরূপ, আমার বুকেই ব্রহ্ম-চৈতন্য, আত্মচৈতন্য বা ভাগবত-চেতনার বোধ জাগ্রত হইয়া ওঠে। কাহাকেও লয় করিয়া বা উপেক্ষা করিয়া নহে, একসঙ্গেই আমাদের ভিতর ত্রিবিধ চেতনার উন্মেষ ঘটিতে পারে। বৈচিত্র্যের অনুভূতি সহ অদ্বৈতের অনুভূতিই ঋষিদের অনুভূতি। 'অজাতবাদ'কে একমাত্র সত্য বলিয়া সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ কখনই ঘোষণা করেন নাই। চেতনার অন্তর্ম্মুখী বিকাশ এবং বহির্ম্মুখী বিকাশ—এই দুইদিকেই ঋষিদের দৃষ্টি স্বচ্ছ ছিল। আর্য্যঋষিদের সেই অখণ্ডানুভূতির কথা আমরা ভুলিয়া যাইতেই বসিয়াছি। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বালোচনায় আমাদের ভিতর আবার সেই অখণ্ডবোধ জাগ্রত হইয়া ওঠে। ঋষিসম্প্রদায় এবং মুনিসম্প্রদায়—এই দুই সম্প্রদায় রহিয়াছে। কেবল অজাতবাদের দিকে অত্যধিক ঝোঁক রহিয়াছে মুনিদেরই, ঋষিদের কণ্ঠে কিন্তু 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই বাণীই বিঘোষিত হইয়াছে। ঋষিরা ছিলেন ব্রহ্ম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞানেরই উপাসক। ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তম-চেতনার কথাই ব্রহ্মবিদ্যায় বারংবার আলোচিত হইয়াছে। সগুণ-নির্গুণ এবং পুরুষোত্তমের আলোচনাই ব্রহ্মবিদ্যায় প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ঋষিরা কৈবল্যবাদী ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন পূর্ণাদ্বৈতবাদী। আর্য্য-ঋষিদের লক্ষ্য ব্রহ্ম—সর্ব্বাবগাহী, তিনি ক্ষরে, অক্ষরে এবং পুরুষোত্তমে যুগপৎ বিরাজমান। পুরুষোত্তম ব্রহ্মে রহিয়াছে, সগুণ-নির্গুণের নির্ব্বিরোধ উপলব্ধি বা জ্ঞান। আর্য্যঋষিরা এই জ্ঞান বা বিদ্যারই প্রচারক ছিলেন। এই ব্রহ্মবিদ্যা বা জ্ঞান যদি সকলের লক্ষ্য হয়, তবে দ্বন্দ্ব কোথায়, বিরোধ কোথায়, অসামঞ্জস্য কোথায়? বিরাট বা ব্রহ্মচেতনায় সকলের স্থান করিয়া দিয়াও আমরা সকলেই পূর্ণ। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের ছিল এই পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান। অখণ্ড চেতনায় সকল-মত-পথের স্থান করিয়া দিয়া সকলের প্রাণে ঐক্যানুভূতিই তিনি জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিগম-সূত্র

জগদ্‌গুরুর সুমহান ইচ্ছা যখন আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের স্কন্ধে জীবোদ্ধারের দায় চাপাইয়া দিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে তাঁহাকে পুনঃ ব্যুত্থানদশায় আনয়ন করিয়াছিলেন, তখন ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনের মূলসূত্রগুলিও তাঁহার অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। ব্যাপকধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে তিনি নিজের মাঝে 'নিগম-সূত্র'গুলি প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। সনাতনধর্ম্মকে এই ছকের উপরই প্রথম রূপদান করেন তিনি। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের পরিকল্পনাও নিগম-সূত্রের ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে, কিম্বা 'নিগম-সূত্র' তাঁহার সুচিন্তিত সিদ্ধান্তেরই পরিণত রূপ। ধর্ম্মবোধের দার্শনিক-রূপ দিয়াছেন তিনি নিগম-সূত্রে। সমন্বয়ের বীজ সূত্রেই স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। দার্শনিক ভিত্তিতে ধর্ম্মকে দাঁড় করাইতে না পারিলে, তাহা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হয় না। এই জন্যই ধর্ম্মাচার্য্য আধিকারিক মহাপুরুষগণ তাঁহাদের অপরোক্ষানুভূতিকে শাস্ত্রীয় যুক্তি-বিচারে প্রতিষ্ঠিত করেন সর্ব্বাগ্রে। তাঁহার উদ্ভাবিত 'নিগম-সূত্র' এবং 'জ্ঞানচক্রে'র ভিতর দিয়া এক উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্মেরই অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সারস্বত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে তিনি নিগম-সূত্রেরই ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। সূত্রগুলি সমাধিভঙ্গের পর ব্যুত্থান দশাতেই লিখিত, তখনও ব্রহ্মানুভূতির রেশ চলিয়াছে। অখণ্ডচেতনার দিব্যজ্যোতিতেই সূত্রগুলি প্রণীত। সারস্বত গ্রন্থাবলীর ভিতর দিয়া আর্য্যদর্শনের তিনি একটি নতুন পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তান্ত্রিকগুরু, জ্ঞানীগুরু, যোগীগুরু,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমিকগুরু'র ভিতরে সেই পরিকল্পনাই রূপায়িত। আধিকারিক-পুরুষ নিগমানন্দ-প্রণীত প্রধান চারিখানা পুস্তকের ভিতরে তাঁহার সাধনজীবনের ছবিই পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে। শক্তিউপাসনা, ব্রহ্মোপাসনা, অন্তর্য্যামীর উপাসনা এবং ভগবানের উপাসনা আর্য্য-জাতির সাধনারই স্তরভেদ মাত্র। এই প্রধান কাণ্ডগুলির উপরই সাধনার নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করিয়াছে।

আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের ভাব পূর্ণরূপে ধারণা করা সহজ নহে। এই সম্বন্ধে অনির্বাণজী আমাকে * এক পত্রে বড়ই সুন্দর কয়েকটি মূল্যবান্ কথা লিখিয়াছেন। যথা—

"শুধু অদ্বৈত-বেদান্তের উপর যদি জোর দাও, তা হলে জ্ঞানী-গুরুকেই চিন্‌বে, কিন্তু যোগীগুরু, তান্ত্রিকগুরু, আর প্রেমিকগুরু কোথায় থাক্‌বেন তাহলে? লক্ষ্য করো, প্রেমিকগুরু, তাঁর শেষ লেখা। লেখার সময় তাঁকে দেখেছি। শক্তির পরিণাম ভক্তিতে। ভক্তি জ্ঞানে বিধৃত। তাই প্রেমিকগুরুর শেষটায় সন্ন্যাসের আলোচনা। বল্‌তে শুনেছি, সন্ন্যাসের কথা বল্‌বার এই উপযুক্ত স্থান। অর্থাৎ প্রেম আর জ্ঞান যেন যুগনদ্ধ। আরও বল্‌তেন, সন্ন্যাস আর সখীভাব এক কথা। রাধা কৃষ্ণকে পেলেন, কৃষ্ণ রাধাকে পেলেন। পাওয়া পূর্ণ হল না তো! সখীর মাঝে রাধাকৃষ্ণ এসে মিলে গেলেন। তাই সন্ন্যাসী পূর্ণ। যে যুগলকে আস্বাদন করে, রাধাকৃষ্ণকে হৃদয়ে মিলিয়ে নেয়।"

নির্গুণ সন্ন্যাসীর কথা আমরা শঙ্করের মুখে শুনিয়াছি; কিন্তু প্রেমিকসন্ন্যাসীর পরিচয় দিয়াছেন প্রেমেরঠাকুর গৌরাঙ্গ স্বয়ং।

---

* গ্রন্থকার স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার সন্ন্যাস, যুগলের অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের—পূর্ণব্রহ্মের আস্বাদন-জন্য। পূর্ণব্রহ্মের মধ্যে নির্গুণ-সগুণ দুইটি ভাবই রহিয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের লক্ষ্য ছিল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের দিকে, কিন্তু গোপীভাবে গৌরাঙ্গ চাহিয়াছিলেন সবিশেষব্রহ্ম—রাধাকৃষ্ণের মিলন-জনিত আনন্দ আস্বাদন করিতে। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ ছিলেন পূর্ণাদ্বৈতবাদী। তন্ত্রসাধনার সময়ও সহস্রারে দ্বিদলচনকবৎ শিবশক্তির মিলনজনিত ব্রহ্মানন্দের আস্বাদনই তাঁহার কাম্য ছিল। জ্ঞানের সাধনায় ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে সকল চৈতন্যের তিনি সমাহার দেখিতে পাইয়াছিলেন। আবার প্রেমের সাধনায় পরমাত্মাকে প্রিয়তম-প্রিয়তমার—অর্থাৎ যুগলরূপে তিনি আস্বাদন করিয়াছিলেন। আধিকারিকপুরুষের চেতনায় সব ভাবই ছিল বিধৃত। একাধারে তিনি শাক্ত, জ্ঞানী, যোগী এবং প্রেমিক ছিলেন।

ব্রহ্মবাদ আর্য্যধর্ম্মের মূল কথা। আর চেতনার বৃহত্ত্বকেই বলে ব্রহ্ম। এই জন্যই ব্রহ্মকে আকাশের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ব্রহ্ম আকাশের মতই ব্যাপ্ত-চেতনা। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে এই বৃহত্তম চেতনার সঙ্গে হইয়াছিল তাঁহার অভিন্নবোধ। এই ব্রহ্ম কি ভাবে নির্ব্বিশেষব্রহ্মে, সগুণব্রহ্মে, কূটস্থব্রহ্মে এবং জীবব্রহ্মে পরিণত হয়, নিগম-সূত্রে তাহারই অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন তিনি।

আর্য্যজাতি ব্রহ্মোপাসক। মূলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ক্রমশঃ অভিব্যক্তির দিকে তিনি আসিয়াছেন। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ, দুই প্রকার উপাসনার কথাই বলিয়াছেন—স্বরূপলক্ষণায় উপাসনা এবং তটস্থলক্ষণায় উপাসনা। স্বরূপলক্ষণায় উপাসনার লক্ষ্য—নির্গুণব্রহ্ম, অধিকারী—সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যেরও ইহাই অভিমত ছিল। এই উপাসনার ফলে জীবদ্দশায় জীবন্মুক্তি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং অন্তে নির্বাণলাভ হয়। আধিকারিকপুরুষ ব্রহ্মনির্ব্বাণের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মীস্থিতির কথাও বলিয়াছেন। অতি প্রাচীনকালে আর্য্যদের মাঝে দুইটি উপাসনার ধারা প্রচলিত ছিল—একটি আকাশের (বরুণ), আরেকটি সূর্য্যের (মিত্র)। আকাশের সাধনা—অসৎ, বিনাশ, অসংজ্ঞা এবং শূন্যেরই সাধনা। আর সূর্য্যের সাধনা হইল—সতের, সম্ভূতির, সবিতার, পূর্ণতার সাধনা। নির্ব্বাণে বিনাশের, লয়ের দিক্‌ও ফুটিয়া উঠিতে পারে, আবার সম্ভূতির দিক্‌ও ফুটিয়া উঠিতে পারে। স্বরূপলক্ষণায় উপাসক সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের মধ্যে নির্ব্বাণের দিকেই ঝোঁক প্রবল। আচার্য্য শঙ্কর এই দিকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন বেশী। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ নির্ব্বাণ এবং সম্ভূতি—উভয় সাধনার কথাই বলিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মীস্থিতিতে নির্ব্বাণের এবং সম্ভূতির যুগপৎ এই দুই দিকেরই অনুভব আসে।

তটস্থলক্ষণায় উপাসনার লক্ষ্য হইল—সগুণব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্। 'জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—এই সাধনার বশে। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥' জ্ঞানপথে জ্ঞানী ও বৌদ্ধসম্প্রদায় সাধনা করেন। ফল—ব্রহ্মে লয়। যোগীসম্প্রদায় যোগপথে আত্মারূপে উপাসনা করেন, ফল—আত্মায় লয়। ভক্তসম্প্রদায়ের লক্ষ্য—ভগবান্। ভক্তিপথে ভগবানে লয় বা প্রেমসেবোত্তরা-গতি লাভ হইয়া থাকে।

নির্গুণব্রহ্ম ও সগুণব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হইল। বাকী রহিয়াছে আরও দুইটি সাধনা বা উপাসনা। একটি হইল—কূটস্থব্রহ্ম, আরেকটি জীবব্রহ্ম। কূটস্থব্রহ্মের উপাসনা কি? না, সগুণব্রহ্ম ভগবান্ হইতে ব্রহ্মাণ্ডপতির আবির্ভাব। দুইভাবে ব্রহ্মাণ্ড-পতির উপাসনা হইতে পারে—ঐশ্বর্য্যভাবে এবং মাধুর্য্যভাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মাণ্ডপতি ভগবানের ঐশ্বর্য্যভাবে উপাসনা করেন, শাক্ত ও মুসলমানাদি। ফল—ক্রমমুক্তি বা সাযুজ্যমুক্তি। আর মাধুর্য্যভাবে উপাসনা করেন, বৈষ্ণব, খৃষ্টানাদি। ফল—ক্রমমুক্তি বা সালোক্য সারূপ্যাদি। অন্তর্য্যামী ভগবানকে ঐশ্বর্য্যভাবে ও মাধুর্য্যভাবে—দুই ভাবেই উপাসনা করা চলে।

শেষ বা সুবিধাজনক উপাসনা হইল—ব্যক্তব্রহ্ম বা জীবব্রহ্মের উপাসনা। জীবব্রহ্ম হইলেন—অবতার, সিদ্ধপুরুষ ও আচার্য্য। তাঁহাদের উপাসনার ফলে অর্থাৎ অবতার, সিদ্ধপুরুষ ও আচার্য্যের উপাসনার ফলে তত্তৎ গতিলাভ হইয়া থাকে। নির্ভরতা ও সেবা দ্বারা মুক্তপুরুষালম্বনোপরক্ত চিত্ত—'মুক্তপুরুষস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে।' যিনি যে মতের প্রবর্ত্তক, সাধকের সেই পথ।

আধিকারিকপুরুষের মত বলিতে, তন্ত্র, জ্ঞান, যোগ ও প্রেমভক্তি—এই চারিটি মত-পথই বুঝিতে হইবে। যিনি যে মতের প্রবর্ত্তক বলিতে, এখানে আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের এই চারিটি প্রধান মতকেই একসঙ্গে বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মোপাসনা আধিকারিক মহাপুরুষ নিগমানন্দেরও লক্ষ্য; কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা চতুর্ব্বিধ উপায়ে হইতে পারে। সাধক তাঁহার অধিকারানুযায়ী, গুরূপদিষ্ট প্রণালীতে—নির্গুণব্রহ্ম, সগুণব্রহ্ম, কূটস্থব্রহ্ম এবং জীবব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারেন। যাঁহার যেরূপ অধিকার, তাঁহার পক্ষে সেই উপাসনা-প্রণালীই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। 'নিগম-সূত্রে' ব্রহ্মোপাসনার এই চারটি প্রণালীই তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের মধ্যেও এমন সন্ন্যাসী রহিয়াছেন, যাঁহারা নির্গুণব্রহ্মের উপাসনা করিতে অক্ষম। তাঁহাদের জন্ত আধিকারিকপুরুষ জীবব্রহ্মের উপাসনার কথা বলিয়াছেন। সর্ব্বভূতানুকম্পা লইয়াই আধিকারিকপুরুষগণের হয় বুত্থান; কাজেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তম-মধ্যম-অধম—সকল অধিকারীর প্রতিই তাঁহাদের করুণার দৃষ্টি থাকে। নির্গুণব্রহ্মের উপাসনা করিবার শক্তি যাঁহাদের নাই, মহাবাক্যবিচার করিতেও যাঁহারা অক্ষম—সেইরূপ অধিকারীর জন্যই জীবব্রহ্মের উপাসনার বিধান করা হইয়াছে। 'নিগম-সূত্রে' হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান—সকল উপাসনারই সুব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা না হইলে, এই উপাসনাকে সার্ব্বজনীন উপাসনা আখ্যা দেওয়া সম্ভবপর হইত না। আধিকারিকপুরুষের লক্ষ্য—সমগ্র জাতির প্রতি। তাঁহারা আসেন বিশ্বের কল্যাণের জন্য। বিশ্ববাসীর উন্নতির জন্যই মঙ্গল-সূত্রের বা নিগম-সূত্রের আবিষ্কার। আপন আপন মতে উপাসনার অধিকার সকলেরই রহিয়াছে। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের খৃষ্টান-মুসলমান শিষ্যও আছেন। তাঁহাদিগকে স্বধর্ম্মে রাখিয়াই তিনি সাধন-প্রণালী বলিয়া দিতেন।

আচার্য্যের উপাসনা বৈদিকযুগ হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। 'আচার্য্যদেবো ভব' ইহা শিষ্যের প্রতি আচার্য্যেরই উপদেশ। জীবব্রহ্ম বলিতে আধিকারিকপুরুষ আচার্য্যের উপাসনাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আচার্য্য হইলেন—ব্যক্ত-ব্রহ্ম, নরাকার পরব্রহ্ম, প্রকটব্রহ্ম। আচার্য্যের উপাসনা সুগম, বিশেষতঃ অধম অধিকারীদের পক্ষে। উপাসনা-পদ্ধতিতে অধম অধিকারীদের জন্যও একটা ব্যবস্থা না রাখিলে আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের যে সর্ব্বভূতানুকম্পা রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইত কেমন করিয়া? কলিযুগে তারকব্রহ্মের উপাসনার কথাই আমরা শুনিয়াছি, আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ শুনাইলেন—জীবব্রহ্মের উপাসনার কথা। তাহাতে গুরু বা আচার্য্যের যে গতিলাভ হয়, অনুগত শিষ্যেরও সেই গতিলাভ হইয়া থাকে। একমাত্র নির্ভরতা এবং সেবা দ্বারাই তত্তৎ গতিলাভ হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্গুণব্রহ্মের উপাসনার অধিকার একমাত্র সন্ন্যাসীসম্প্রদায়কেই দেওয়া হইয়াছে। সন্ন্যাসী কে? না, যাঁহাদের পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা নাই, তাঁহারাই প্রকৃত সন্ন্যাসী। ব্রহ্মের নির্গুণ বিভাবকে ধারণা করিবার মস্তিষ্ক সকলের থাকে না! এই জন্যই অধিকার-বিচার রহিয়াছে। সন্ন্যাসীদের মধ্যেও অধিকার বুঝিয়া আচার্য্য যাহাকে যে লক্ষ্য নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সেই লক্ষ্যের অনুবর্ত্তী হইয়া চলাই কর্ত্তব্য। অধিকার-বিভ্রাট ঘটাইলে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

সগুণব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে নির্গুণব্রহ্মের উপাসনায় অধিকার জন্মে—ইহা আচার্য্য শঙ্করেরও অভিমত। কাজেই জীবব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা যে পরম্পরাক্রমে নির্গুণব্রহ্মের উপাসনায়ও অধিকার জন্মে—ইহাতে সন্দেহ নাই। ক্রমোন্নতির পথ সকলের জন্যই উন্মুক্ত রহিয়াছে। সাধন মত-পথ লইয়া দ্বন্দ্বের কোন স্থান নাই—আর্য্যসাধনায়। কেন না, আর্য্যজাতি গোড়াতেই অধিকারবাদ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। চরম লক্ষ্যের কথা আচার্য্য শঙ্করও বলিয়া গিয়াছেন, আধিকারিক-পুরুষ নিগমানন্দও বলিয়াছেন; কিন্তু শঙ্করের সঙ্গে আধিকারিক-পুরুষের পার্থক্য কোথায় অর্থাৎ আধিকারিকপুরুষের বৈশিষ্ট্য কি—তাহাই আজ আমাদিগকে বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিতে হইবে। শঙ্করের লক্ষ্য সন্ন্যাসীসম্প্রদায় বা জ্ঞানীসম্প্রদায়েই আবদ্ধ ছিল; জনসাধারণ শঙ্করের লক্ষ্য হইতে তেমন প্রেরণা লাভ করে নাই। এই দিক দিয়া মহাপ্রভুর ধর্ম্ম ছিল লোকায়ত, কেবল লোকোত্তর নহে। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দদেবের ভাবের সাধনা এবং জীবব্রহ্মের সাধনার নির্দ্দেশই তাঁহাকে বিশেষ জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। তিনি কেবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্গুণব্রহ্মকে দেখাইলে সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের তৃপ্তি হইত; কিন্তু গৃহীর তাহাতে লাভ হইত না। শঙ্করের নির্গুণব্রহ্ম সাধারণের পক্ষে আয়ত্তাতীত। মুষ্টিমেয়ের জন্য নির্গুণব্রহ্মের উপাসনা চলিতে পারে; কিন্তু সমষ্টি জনসাধারণের উপায় কি? শঙ্করপন্থী হইলেও আধিকারিক-পুরুষ নিগমানন্দের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটুকু ছিল। তিনি জনসাধারণের জন্য একটা সার্ব্বভৌম উদারব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হইলেও তিনিও কলির জনসাধারণের জন্য একটা সহজ-সরল পন্থা দেখাইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী চরিত্রের ইহাই বৈশিষ্ট্য। সকল মতবাদকেই তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন; কিন্তু নিজস্ব মতবাদও তাঁহাদের একটা থাকে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে আধিকারিকপুরুষের অদ্বৈতবাদ ভাবসাধনার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় আরও বেশী মাধুর্য্য-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণকে তিনি জীবব্রহ্ম বাদ দিয়াই পরিতুষ্ট করিয়াছেন বেশী। কেবল নির্গুণব্রহ্মের কথা বলিলে বড় জোর তিনি, আচার্য্য শঙ্করের মত, জনসাধারণের সঙ্গে অসহযোগী বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেন। আধিকারিকপুরুষের ধর্ম্ম শুধু লোকোত্তর ধর্ম্মই নহে, তাহার একটা লোকায়ত রূপও আছে। অদ্বৈতবাদীর মুখে জীবব্রহ্মবাদের কথা বাস্তবিকই অভিনব। সন্ন্যাসীর পক্ষে অব্যক্তের উপাসনা সহজ হইতে পারে, কেননা তাঁহাদের সংস্কারই অন্যরূপ; কিন্তু গৃহীর পক্ষে ত একটা সুগম পন্থা চাই। আধিকারিক পুরুষের আবির্ভাব কেবল সন্ন্যাসীদের জন্যই নহে, তাঁহারা আসেন সমষ্টির উন্নয়নকল্পে। আধিকারিকপুরুষ ব্রহ্মের উত্তার এবং অবতার এই দুই লীলাকেই সত্য বলিতেন! একটা সত্য, আরেকটা তাঁহার নিকট মিথ্যা ছিল না। মিথ্যা সংজ্ঞা না দিয়া, এমন কি জগতের ভিতর দিয়া এবং জগদতীতরূপে এক অখণ্ড চেতনারই ক্রমাভিব্যক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। তিনিও বলিতেন, জগৎ ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক নহে, সাধক। কাজেই মায়াবাদীর মত জগৎকে নস্যাৎ করিবার জন্য তাঁহার সেইরূপ গরজ ছিল না। তাঁহার অদ্বৈতবাদে মাধুর্য্য ছিল। অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সকে তিনি সত্যেরই এপিঠ-ওপিঠ বলিতেন। গৃহীত্যাগীর বেলাতেও তিনি ছিলেন সমন্বয়বাদী। গুণের উৎকর্ষ দ্বারা গৃহীও চরমজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে—ইহাই ছিল তাঁহার অভিমত। ব্রহ্মচেতনা গৃহী-সন্ন্যাসী উভয়ের মধ্যেই রহিয়াছে। তবে পূর্ব্বজন্মের সংস্কার এবং সুকৃতির ফলে কাহারও ভিতর চেতনা অনাবৃত এবং দুষ্কৃতির ফলে কাহারও ভিতর আবৃত। চৈতন্য গৃহী-সন্ন্যাসী নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যেই অনুস্যূত রহিয়াছেন।

'উপাসনা ও গতি' সম্পর্কে 'নিগম-সূত্রে' যে আলোচনা করা হইয়াছে—তাহা সার্ব্বভৌম এবং বিশ্বজনীন। চৈতন্যের উত্তার এবং অবতার-লীলাই নিগম-সূত্রে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। অতঃপর আমরা আধিকারিকপুরুষের ধর্ম্মবোধের দার্শনিকরূপ লইয়া আলোচনা করিব। নিগম-সূত্রে সূত্রাকারে তিনি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারই পরিষ্কার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে জ্ঞানচক্রে এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যা সারস্বত গ্রন্থাবলীর মধ্যে। তাঁহার লিখিত পত্রাবলীর মধ্যেও সিদ্ধান্তের পরিচয় মিলে। আমাকে* লিখিত একটি পত্রের মধ্যে তাঁহার দার্শনিক সিদ্ধান্তের সুস্পষ্টরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতঃপর সেই চিঠিখানাকে উপজীব্য করিয়া আধিকারিকপুরুষের দার্শনিক মত বিশ্লেষণ করিব।

---

* গ্রন্থাকার স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীকে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিগমানন্দদর্শন

দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়—মুক্তি বা মোক্ষ। ভারতীয় দর্শনে অন্য বহু বিষয়ের আলোচনা প্রাসঙ্গিকক্রমে হইয়া থাকিলেও সমস্ত আলোচনা পরিশেষে মোক্ষে গিয়াই পর্য্যবসিত। আমরা সকলেই বন্ধনমুক্তি চাই, এবং নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সকলেই অভিলাষী —দর্শনের নিকট হইতে আমরা এই বিষয়েই পাই বিশেষ সাহায্য। দর্শন জীবের অমৃতস্বরূপ স্মৃতিই জাগ্রত করিয়া তুলে।

মোক্ষ সম্পর্কে নানা মত রহিয়াছে। অবিদ্যার বিনাশকে, বাসনার তনুভাবকে, নিঃশেষে বাসনা ত্যাগকে, মমতাবন্ধনের ক্ষয়কে, বাসনার নিবৃত্তিকে, ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্যকে, অজ্ঞানগ্রন্থিভেদকে, অজ্ঞানগ্রন্থিভেদ পূর্ব্বক স্বশক্তির অভিব্যক্তিকে, অবিবেক বিনাশকে, মৃত্যুযন্ত্রণা হইতে মুক্তিকে মোক্ষ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। সাধন-পথে ক্রমোন্নতির ফলে বৈদিক ঋষিগণ ব্রহ্মাদ্বৈক্যজ্ঞানকেই চরম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। মুক্তিকে কৈবল্য, নির্ব্বাণ, শ্রেয়, নিঃশ্রেয়স্, অমৃত, মোক্ষ ও অপবর্গ আখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়াও স্বরূপপ্রাপ্তি, ব্রহ্মভবন, ব্রহ্মনির্ব্বাণ, ব্রহ্মলয়, অপুনরাবৃত্তি, সংজ্ঞানাশ ও প্রলয় নামেও মুক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদীরা নির্ব্বাণকে বুঝাইতে গিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা ব্রহ্মলয়ের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। অবিদ্যানাশে জীবের যে স্বরূপস্থিতি হয়, তাহাকেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলে। সংসারদশায় অজ্ঞানহেতু স্বরূপের জ্ঞান তিরোহিত বলিয়া অনুভব হয়, কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমার্থতঃ স্বরূপচ্যুতি ঘটে না। স্বরূপপ্রাপ্তি বলিতে স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞানের নিবৃত্তিকেই বুঝায়। আচার্য্য বাদরায়ণও বলিয়াছেন, 'মুক্তিতে জীব নিজের স্বরূপে স্থিত হন।' ব্রহ্মই জীবের স্বরূপ, কাজেই স্বরূপপ্রাপ্তিতে জীব ব্রহ্মই হন। 'ব্রহ্মভবন' শব্দের অর্থ ব্রহ্ম হওয়া। শ্রুতিতে আছে, যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্ম হন। 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।'—মুণ্ডক উপনিষদ ৩।২।৯। মুক্তিলাভ হইলে তার জীবভাব থাকে না। জীবভাবের লয়কেও প্রলয় বলা হইয়া থাকে। সংজ্ঞানাশের তাৎপর্য্য এই যে, মোক্ষে বিশেষজ্ঞান থাকে না। মুক্তজীবের ব্যক্তিত্ব লইয়া মতভেদ আছে। রামানুজ বলেন, মুক্তিতে জীব জীবই থাকেন, ব্রহ্মের সহিত কখনও এক হইয়া যান্ না। দেহাত্মাভিমানই মুক্তির পরিপন্থী, জীবের ব্যক্তিত্ব নহে। মুক্তজীবের ব্যক্তিত্ব ও অপ্রাকৃত দেহমনাদি থাকে, রামানুজের সহিত বৈষ্ণবাচার্য্য-গণও এই সম্পর্কে একমত।

আচার্য্য শঙ্কর বলেন, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম; কিন্তু সংসারদশায় আত্মবিস্মৃত। জীবের এই আত্মবিস্মৃতির হেতু অবিদ্যা। ব্রহ্ম-জ্ঞানলাভ হইলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, জীব তখন ব্রহ্ম হন। অদ্বৈত-বাদীর মতে মুক্তজীবের ব্যক্তিত্ব বা দেহমনাদি থাকিতে পারে না। জলবিন্দু যেমন জলে মিশিয়া যায়, ঘটভঙ্গে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশ হয়, মুক্তজীবও সেইরূপ ব্রহ্মে অবিভাগ প্রাপ্ত হন। তাঁহার মতে মুক্তজীবের ব্যক্তিত্ব থাকে না। বৌদ্ধেরাও মুক্তিকে নিঃশেষ নির্ব্বাণ বলিয়াছেন। বৌদ্ধমতে মুক্তজীবের ব্যক্তিত্ব থাকে না। দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেলে যেমন আর দীপকে দেখা যায় না, সেইরূপ মুক্তজীবেরও আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

অদ্বৈতবাদের ঘোষণা হইল—"যস্তমসি সোঽহমস্মি যোঽহমস্মি স

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্বমসি।" 'তুমি যাহা, আমিও তাহাই। যাহা আমি, তুমিও তাহাই।' 'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।' মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের অভিমত—'ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি।' মুক্তিতে বিশেষজ্ঞান থাকে না। বৈদিক দার্শনিকগণ বলেন, মুক্তিতে জীবের সংজ্ঞা, ইন্দ্রিয়জ বিশেষজ্ঞান এবং ব্যক্তিত্ব থাকে না। বৈদিক দার্শনিকগণ মুক্তিকে বিশেষ করিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে মহর্ষি যাজ্ঞাবল্ক্য মৈত্রেয়িকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"সৈন্ধবলবণখণ্ড যেমন সর্ব্বত্রই লবণরসময় তাহার ভিতর ও বাহিরে কোন ভেদ নাই, অরে মৈত্রেয়ি! ঠিক তেমনি এই আত্মা পূর্ণ প্রজ্ঞানঘনই (চৈতন্যস্বরূপই), তাঁহার অন্তরে-বাহিরে কোন প্রকার ভেদ নাই।"

আচার্য্য শঙ্কর বলেন, "মোক্ষাবস্থায় শুধু উপাধির বিনাশ হয়, কিন্তু আত্মার বিনাশ হয় না।" অদ্বৈতবৈদান্তিকের মতে জীব ব্রহ্ম-স্বরূপ ও নিত্যমুক্ত। মুক্তি সাধ্য নহে, উহা জীবের সিত্যসিদ্ধাবস্থা। রামানুজ বলেন, "মোক্ষে অহংপ্রত্যয়ের নাশ হয় মানিলে, আত্ম-নাশই অপবর্গ বলিয়া প্রকারান্তরে সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ মোক্ষের জন্য কে যত্নবান হইবে?" আচার্য্য শঙ্কর মোক্ষদশায় যে অহংপদার্থের নাশ স্বীকার করিয়াছেন, উহা আর কিছুই নহে, বুদ্ধি অহঙ্কার অধ্যাসযুক্ত আত্মা। তিনি শুদ্ধ অহংপদার্থের নাশ স্বীকার করেন নাই। শুদ্ধ অহং আর ব্রহ্ম এক কথা। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। রামানুজ বলেন, "জীব ব্রহ্মজ্ঞ হইলেও ব্রহ্ম হন না, তাঁহার জীবভাব চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকে।" ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলিতে জীবভাবের নির্ব্বাণকেই বুঝায়। অবৈদিক নৈরাত্ম্যবাদ বা শূন্যবাদের আশঙ্কা নাই এইখানে। যাঁহারা কেবলমাত্র নিজেদের নির্ব্বাণের জন্যই উৎসুক থাকেন, তাঁহারা হীনযানী এবং যাঁহারা সকলের নির্ব্বাণের জন্য আগ্রহান্বিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা মহাযানী। মহাযানমতে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন। সর্ব্বজ্ঞ যিনি, জগতের দুঃখ সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ থাকিতে পারেন না। জগতের অগণিত দুঃখপীড়িত জনগণকে সাহায্য না করিয়া তিনি নিজে নির্ব্বাণলাভে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। বৌদ্ধদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য অবলোকিতেশ্বর। "যতদিন পর্য্যন্ত একটি জীবও নির্ব্বাণ লাভে বঞ্চিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত অবলোকিতেশ্বর পরিনির্ব্বাণ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।" নির্ব্বাণ চরম কাম্য হইলেও, আধিকারিকপুরুষগণ, যতদিন পর্য্যন্ত জীবজগতের মোক্ষ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন না। তাঁহারা নির্ব্বাণকে তুচ্ছ মনে করিয়া, প্রত্যাখ্যান করিয়া সকল জীবের মুক্তির অপেক্ষায় থাকেন। এইখানেই আধিকারিকপুরুষগণের বিশেষত্ব। "যাহারা আধিকারিকপুরুষ তাঁহাদের প্রারব্ধভোগ শেষ হইতে দুই চারি জন্মও লাগিতে পারে।" মোট কথা এই শরীরপাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা কৈবল্যপ্রাপ্ত হন না। জ্ঞানীকেও নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিতে প্রারব্ধভোগের কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। ভাগবতে ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগ অনিবার্য্য, এমন কি মুক্তপুরুষকেও প্রারব্ধের ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত দেহধারণ করিয়া থাকিতে হয়। তবে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না, সুতরাং ঐ সময়ের কৃতকর্ম্মের ফলভোগের জন্য তাঁহাদিগকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।"

তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেও আরব্ধকর্ম্মের পূর্ণভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত শরীরপাত হয় না। অজ্ঞানের বিনাশ হইলেও, তাহার লেশ বা সংস্কার এত শীঘ্র অপগত হয় না, পরন্তু কিছুক্ষণ তাহার অনুবর্ত্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিয়া যায়, ইহাকেই দার্শনিক পরিভাষায় **বাধিতানুবৃত্তি** বলা হয়। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, 'জ্ঞান হইলেও যে শরীর থাকিতে পারে, তাহা ব্রহ্মজ্ঞের অনুভবসিদ্ধ। এই শরীর বর্ত্তমানে যে মুক্তি, আচার্য্য শঙ্কর তাহাকে **জীবন্মুক্তি** এবং দেহপাতের পরে যে ব্রহ্মে লীন হইয়া যাওয়া, তাহাকে **বিদেহমুক্তি** বলিয়াছেন। আধিকারিকপুরুষ স্বামী নিগমানন্দের ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই প্রারব্ধভোগ শেষ হয় নাই, সুতরাং তিনি জীবন্মুক্ত অবস্থায় জগতে ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন। অবলোকিতেশ্বরের মতই তিনিও বলিয়াছেন, **'আমার একটি শিষ্য অমুক্ত থাকিতে আমিও মুক্ত হইব না'**। কাজেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্তির নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকিতেও তিনি যে শিষ্যভক্তদের দিকে তাকাইয়া ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ গ্রহণ করেন নাই, ইহা তাঁহার নিজ মুখের উক্তিতেই প্রমাণিত। তবে তিনি ব্রহ্মনির্ব্বাণকেই মোক্ষ বা মুক্তি বলিয়া স্বীকার বা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই দিক্ দিয়া আশ্চর্য্য শঙ্করের মতের সঙ্গে তাঁহার মতের সম্পূর্ণ মিল বা সামঞ্জস্য রহিয়াছে। জীবিত থাকিয়াও মুক্ত, তাঁহাদিগকেই বলে জীবন্মুক্ত। 'স সদা জীবন্নপি মুক্ত এবেত্যর্থঃ।'—শ্রীধর স্বামীর গীতার টীকা। বুদ্ধদেব নিজেও নির্ব্বাণ অবস্থা লাভ করিয়া বহুদিন শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া লোকহিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্র উপদেষ্টা ও মোক্ষমার্গের পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন আছে বলিয়া জীবন্মুক্তিবাদ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। "উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাৎ তৎ সিদ্ধিঃ"—সাংখ্যদর্শন। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহই প্রকৃত তত্ত্বোপদেষ্টা হইতে পারেন না বলিয়া জীবন্মুক্তের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। 'জীবন্মুক্তপুরুষ মৃত্যুকেও কামনা করেন না বা জীবিত থাকিতেও ইচ্ছা করেন না। তিনি কালের প্রতীক্ষাতেই থাকেন, যেরূপ ভৃত্য আদেশের প্রতীক্ষায় থাকে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যাহাদের বাসনা ভর্জ্জিতবীজবৎ পুনর্জ্জন্মবিধানে অসমর্থা এবং বিষয়-ভোগরহিতা, তাঁহারাই জীবন্মুক্ত'। নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানিগণ দেহপাত কালেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, ইহাকেই বলে সদ্যোমুক্তি। আচার্য্য শঙ্কর বলেন—"ন হি সদ্যোমুক্তিভাজাং সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠানাং গতিরাগতি বা ক্বচিদস্তি"—'সদ্যোমুক্তিভাক্ দর্শননিষ্ঠ ব্যক্তিদের কোন স্থানে গমন বা আগমন নাই.' তাঁহারা স্থূলদেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মে লীন হইয়া যান। ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম, কিন্তু আধিকারিকপুরুষগণের জীব-কল্যাণব্রত শেষ না হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন না। ইচ্ছা করিয়াই সদ্যোমুক্তিকেও তাঁহারা কিছুকালের জন্য দূরে সরাইয়া রাখেন। আমরা অর্থাৎ জগদ্বাসী এইরূপ আধিকারিক মহা-পুরুষগণ দ্বারাই বিশেষভাবে উপকৃত হই। জীবিতাবস্থাতেই একবার আধিকারিক পুরুষ নিগমানন্দ মৃত্যুর অভিনয় করিয়াছিলেন আমাদের সম্মুখে, আজও সেই লীলা স্মরণপথে উজ্জ্বলই আছে। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা যোগীরাজ ক্রমশঃ প্রাণবায়ুকে গুটাইয়া লইতে থাকিলে তাঁহার নিম্নাঙ্গ ক্রমশঃ অবশ হইতে থাকে (ইহা যে প্রত্যক্ষ সত্য, আমরা গা-হাত-পা টিপিয়া তাহার প্রমাণ পাইয়াছি)। সেই সময় তিনি বলেন—'সূর্য্যদ্বার দিয়া আমি এখনই ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করিতে পারি। এই বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলেন, না, তোরাই আমাকে এখন যাইতে দিলি না।" ইহাতে বেশ বুঝা যায়, ইচ্ছা করিলেই তিনি মুক্তির রাজ্যে চলিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু করুণাপ্লুতচিত্ত বলিয়া তাঁহাদের যাওয়া-না-যাওয়া শিষ্য-ভক্তদের ইচ্ছার উপরও কতকটা নির্ভর করে। নিয়মের ব্যতিক্রম এইরূপ ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। সদ্য-মুক্তিকে তুচ্ছ করিয়া অপরের মুক্তির জন্য তাঁহারা দীর্ঘকালও অপেক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই অপেক্ষার জন্যই জীবের পক্ষে মুক্তি সম্ভবপর হয়। নতুবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি নিজের কাজটি গুছাইয়া কৃপণের মত চলিয়া গেলে, জগতের দুরবস্থার মোচন হইত কেমন করিয়া? এই দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে আধিকারিক ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের স্থান সকলের উপরে। ব্রহ্মজ্ঞ হইলেই এই অধিকার সকলে প্রাপ্ত হন না। বিশেষ বিশেষ আধারে ভগবান জগতের উদ্ধারনিমিত্ত বিশেষ শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন; তাঁহারাই আধিকারিক মহাপুরুষ। আচার্য্য শঙ্করের মতে সগুণ ব্রহ্মবাদীদেরই পুনর্জ্জন্ম বা পুনরাগমন হইয়া থাকে, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মবাদীর অনাবৃত্তি নিত্যসিদ্ধ। তাঁহার মতে জ্ঞানীর আর উৎক্রমণ নাই। নির্ব্বাণপ্রাপ্ত জ্ঞানী সর্ব্বাবস্থায়ই ব্রহ্মপ্রাপ্ত। উপাসকেরই উৎক্রমণ আছে।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলেও জ্ঞানীর প্রারব্ধনষ্ট না-ও হইতে পারে। মুক্ত-পুরুষ সঙ্কল্পবলে কায়ব্যূহ রচনা করিতেও পারেন। যুগপৎ সমস্ত শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া তিনি ভিন্নবৎ ভোগব্যবহারাদি সম্পন্ন করিতেও সমর্থ। প্রদীপ যেমন একস্থানে স্থিত হইয়াও তাহার প্রভা দ্বারা অনেক প্রদেশে প্রবিষ্ট হইতে পারে, মুক্তপুরুষও সেইরূপ অনেক শরীরে আবিষ্ট হইতে পারেন। মুক্তপুরুষের জ্ঞান অসঙ্কুচিত হওয়ায়, দেহান্তরেও তাঁহাদের জ্ঞানব্যাপ্তি বা জ্ঞানের প্রসারণ অসম্ভব কিছু নহে। প্রদত্ত অধিকার সমাপ্তির জন্য যোগবলে তাঁহারা অনায়াসে কায়ব্যূহও সৃষ্টি করিতে পারেন। আধিকারিকপুরুষের মুক্তিকে এক হিসাবে আমরা আপেক্ষিকও বলিতে পারি; কেননা অপরের মুক্তির জন্য তাঁহাদের অপেক্ষা রহিয়াছে।

এক্ষণে আচার্য্য শঙ্করের সঙ্গে আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের দার্শনিক মতের যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে, একখানা মাত্র তাঁহার স্বহস্ত লিখিত * চিঠি দ্বারাই তাহা প্রমাণ করিতেছি। যথা—

* গ্রন্থকার স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীকে লিখিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমার মতে শুদ্ধসত্ত্ব বা স্বরূপ একার্থবাচক নয়। শুদ্ধসত্ত্বে রজস্তমের ময়লা না থাকৃতে পারে, কিন্তু তা-ও গুণ। স্বরূপ বল্‌লে আমরা গুণাতীত অবস্থা বুঝি। আর ব্যক্তিত্ব বা জীবত্বকে এক বলে মনে করি। প্রকৃতির গুণাবরণে ব্রহ্মই বহু ব্যক্তিত্ব বা জীবত্বে প্রকাশিত হয়েছেন। জীব ব্রহ্মের অংশ নয়; সুতরাং নিত্যও নয়। চিত্তে চৈতন্যের আভাস মাত্র। আধার না থাকৃলে যেমন প্রতিবিম্বও থাকে না, চিত্ত না থাকৃলে জীবও লয় হয়। তাই যোগপথে চিত্ত নিরোধ কর্‌লে জীবত্ব লয়প্রাপ্ত হয়, স্বতঃই সাক্ষীস্বরূপ প্রকাশিত হন। এরই নাম আত্মসাক্ষাৎকার; নতুবা ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার আত্মসাক্ষাৎকার নয়। আপনাকে জানা আত্মসাক্ষাৎকার বল্‌তে পার, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আপনার স্বরূপ অবধারণ করা চাই। আমার মতে আমি ব্যক্তি নই। আর জ্ঞানপথে সন্ন্যাসযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক ব্যক্তিত্ব (জীবত্ব অর্থাৎ আভাস-চৈতন্য) পরিহার ক'রে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন কিম্বা ব্রহ্মবিৎ গুরুর সেবাপূজা, ভালবাসায় ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন কর্‌লে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করা যায়। যোগপথ এবং জ্ঞানপথ বা ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সেবা ভিন্ন ব্রহ্মনির্ব্বাণের (স্বরূপ মুক্তির) আর তৃতীয় পথ নেই।

"যারা নির্ব্বাণমুক্তি বা ব্যক্তিত্বলয়ের বিষয় ধারণা কর্‌তে পারে না, তাহারাই ভক্তিপথের সিদ্ধান্ত বা লক্ষ্য গ্রহণ ক'রে থাকে। ভক্তের মতে ভগবানের একটা সত্ত্বশুদ্ধ রূপ আছে, জীব তাঁরই অংশ; সুতরাং নিত্য। জীব মলিন অবস্থায় (রজস্তমোহভিভূত) তা জান্‌তে পারে না। কাজেই গুণের উৎকর্ষ দ্বারা তমঃ রজঃ অতিক্রম কর্‌লে সত্ত্ব-শুদ্ধাবস্থায় ভগবানে দৃঢ় ভক্তিসম্পন্ন হয়। তখন কারো সঙ্গে কারো বিরোধ থাকে না। আপন আপন ব্যক্তিত্বের ভাবানুসারে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবে সালোক্য সারূপ্য প্রভৃতি মুক্তি লাভ ক'রে থাকে। চরমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাযুজ্যমুক্তিও লাভ হতে পারে। কিন্তু ভক্ত নির্ব্বাণ দূরে থাক্, সাযুজ্য মুক্তিরও বিরোধী।"

আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের চিঠিতে তাঁহার দার্শনিক অভিমত সুস্পষ্ট। তিনি ব্রহ্মনির্ব্বাণবাদী হইলেও, যোগপথ এবং ভক্তিপথের সিদ্ধান্তকেও উপেক্ষা করেন নাই। বরঞ্চ স্তরভেদে সকল মতবাদেরই প্রয়োজনীয়তা এবং স্বীকৃতি তাঁহার দার্শনিক সিদ্ধান্তেও রহিয়াছে। স্বরূপ বলিতে, তিনি গুণাতীত অবস্থা অর্থাৎ আচার্য্য শঙ্করের নির্গুণ-ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ব্যক্তিত্ব এবং জীবত্বকে তিনি নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ব্যক্তিত্ব, আভাস-চৈতন্য, ইহা অদ্বৈত-বেদান্তেরও পরিভাষা। এই দিকে অদ্বৈত-বেদান্তের সঙ্গে তাঁহার দার্শনিক অভিমতের আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে। শঙ্করপন্থী বলিয়া শাঙ্কর সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা রহিয়াছে দেখিতে পাই। তিনি বলিয়াছেন, যোগপথ এবং জ্ঞানপথ বা ব্রহ্মবিৎগুরুর সেবা ভিন্ন ব্রহ্মনির্ব্বাণের আর তৃতীয় পথ নাই। এইখানে আচার্য্য শঙ্করের মত অপেক্ষা আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের দার্শনিক অভিমতের কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন; কিন্তু ব্রহ্মবিৎ গুরুর সেবাপূজা বা ভালবাসাতেও ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জনে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করা যায়, এই কথা তাঁহার দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপযুক্ত বা প্রাপ্য স্থান লাভ করিতে পারে নাই। শঙ্কর একমাত্র মহা-বাক্য বিচারের উপরই প্রাধান্য দিয়াছেন; কিন্তু ভক্তি-ভালবাসার পথেও ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব এই কথা তেমন জোর দিয়া বলেন নাই। অবশ্য শঙ্করের গুরুভক্তি কম ছিল না; কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার ভক্তির সংজ্ঞা অন্যরূপ। বিবেকচূড়ামণিতে তিনি বলিয়াছেন, স্ব-স্বরূপানু-সন্ধানের নামই ভক্তি। এইখানে গুরুভক্তির স্থান কোথায়? গুরুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনুগত্য স্বীকার করিয়া গুরুমুখে বেদান্ত শ্রবণ করিয়া, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের পথে চলিবার উপদেশই তিনি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। একমাত্র গুরুসেবা বা গুরুর প্রতি ভালবাসায়ও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হইতে পারে—ইহা তাঁহার দার্শনিক সিদ্ধান্তের কোন স্থানে উল্লেখ নাই। এই-খানেই বৈদান্তিক জীবন্মুক্ত আধিকারিকমহাপুরুষ নিগমানন্দের সঙ্গে আচার্য্য শঙ্করের একটু পার্থক্য রহিয়াছে।

নিগমানন্দদর্শনের মূল সূত্র হইল—'শঙ্করের মত, গৌরাঙ্গের পথ।' কেবল বিচারের দ্বারা নহে, ভক্তিযুক্ত জ্ঞান দ্বারাও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হইতে পারে। নিছক জ্ঞানবৃত্তির অনুশীলনেই নহে, জ্ঞানমূর্ত্তি ব্রহ্মবিদ্‌গুরুর প্রতি ভক্তি থাকিলেও অদ্বৈতজ্ঞানলাভ সম্ভব—ইহাই আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের অভিনব উক্তি। বিচারের দ্বারাও অবিদ্যা দূরীভূত হয়; কিন্তু 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'—ইহাও ত ভগবদ্‌বাক্য বা ভগবানেরই অন্যতম আশ্বাসবাণী! শরণা-গতির পথে নিজের অবিদ্যা দূর করিতে নিজের পুরুষকার প্রয়োগ করিতে হয় না; আশ্রিত ভক্তের অবিদ্যা দূর করেন স্বয়ং তিনি। কাজেই তাঁহার প্রসাদে বা কৃপাতেও আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে। অবিদ্যা নিরশনের ক্ষেত্রে আত্মিক প্রচেষ্টা অপেক্ষা, গুরুকৃপা-ধন্য প্রচেষ্টার মূল্য অনেক বেশী। এখানে পুরুষকারের অহংকার মাথা তুলিতেই পারে না—অহংগ্রহ উপাসনায় যাহা নাকি মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। গুরুভক্ত পদ্মপাদকে দিয়া আচার্য্য শঙ্কর গুরুভক্তির মহিমা ব্যক্ত করিলেও বেদান্তভাষ্যে গুরুর সেবাপূজা বা ভালবাসার জয় উচ্চারণ কোথায়ও তেমনভাবে নাই বলিলেই চলে। জীবব্রহ্মাকারা বৃত্তিকে অর্থাৎ মহা-পুরুষালম্বনোপরক্ত চিত্ত যে 'মুক্তপুরুষস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে'—এই কথা কি আচার্য্য শঙ্কর তেমনভাবে উল্লেখ করিয়াছেন? আচার্য্য-উপাসনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারাও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, এই কথা শাঙ্কর-ভাষ্যে তেমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কি, যেমন করিয়াছে—'বিচারাৎ জায়তে বোধঃ?' ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সেবা-পরিচর্য্যা দ্বারাও অর্থাৎ গুরুভক্তি দ্বারাও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ সম্ভব—ইহাই হইল শাঙ্করভাষ্যের সঙ্গে নিগমানন্দদর্শনসূত্রের মৌলিক পার্থক্য। নির্গুণ-ব্রহ্মবাদ স্বীকার করিয়াও আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ জীবব্রহ্মবাদের অর্থাৎ অবতার, সিদ্ধপুরুষ এবং আচার্য্যের সেবাতেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয়—ইহা বারংবার তাঁহার 'নিগম-সূত্রে' উল্লেখ করিয়াছেন। 'গুরূপসত্তি'কেও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। নিগমানন্দ দর্শনের ইহাই বৈশিষ্ট্য। "কেহ কেহ ব্রহ্মে সাক্ষাৎ আত্মসমর্পণ না করিয়া, গুরুতেই আত্মসমর্পণ করে এবং গুরু তাহাদের ব্রহ্মসকাশে উপনীত করেন। জীব>গুরু>ব্রহ্ম—ইহাই গুরূপসত্তির প্রণালী। যেরূপ যজ্ঞহবিঃ প্রথমে দর্ব্বীতে (হাতায়) তৎপরে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়, তদ্রূপ জীব প্রথমে গুরুতে, তৎপরে ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করে। গুরুতে আত্ম-সমর্পণকারী জীবের কায়মনোবাক্যে গুরুসেবাই প্রধান কর্ত্তব্য, অপর কোনও সাধন অভ্যাসের প্রয়োজন তাহার নাই। * * * জ্ঞান, ধ্যান ও প্রপত্তির ন্যায় গুরূপসত্তিও মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। গুরু প্রীত হইলে, তিনি স্বয়ং জীবকে মুক্তির পথে লইয়া যান।"—নিম্বার্ক-দর্শন। (ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী প্রণীত।) 'নিগম-সূত্রে' এই ভাবের অপূর্ব্ব বর্ণনা রহিয়াছে। শাঙ্কর-দর্শন এবং নিগমানন্দদর্শনের মধ্যে ঐক্য যেমন রহিয়াছে, তেমনি পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্যও রহিয়াছে। জীবব্রহ্মবাদ—নিগমানন্দদর্শনের অভিনব বৈশিষ্ট্য।

ব্রহ্মজ্ঞ যিনি, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত; সুতরাং তাঁহার প্রতি ভালবাসা জন্মিলে 'পৈত্রিক ধনবৎ' (অর্জ্জিত ধনবৎ নহে) শিষ্য কেন ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইবে না? নিশ্চয়ই হইবে—এই কথাটাই আধিকারিক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ নিগমানন্দ জোর গলায় বলিয়া গিয়াছেন। ইহাই তাঁহার অভয়-বাণী বা আশ্বাস-বাণী। জ্ঞানপথে মুক্তি দুর্লভ, কিন্তু ভক্তি-পথেও তো মুক্তি মিলে। ভক্তির অর্থই হইল—আনুকূল্যময় সেবা। ব্রহ্মবিদ্‌গুরুর সেবাতেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয়—শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ ইহাকেই পঞ্চমুখে প্রচার করিয়াছেন। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে, আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দকে কেবল অদ্বৈতবাদী না বলিয়া সমন্বয়-বাদী বলাই সঙ্গত।

নির্গুণ-ব্রহ্মবাদীর মুখে সত্ত্বশুদ্ধ ভগবানের দিব্যরূপের বর্ণনা তো শুনিতে পাওয়া যায় না। আচার্য্য শঙ্কর কি তাঁহার দর্শনে কোথায়াও ভাবলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন? জীব সত্ত্বশুদ্ধাবস্থায় ভগবানে দৃঢ়ভক্তি সম্পন্নও তো হইতে পারে? আপন আপন ব্যক্তিত্বের ভাবানুসারেও তো উত্তমাগতি লাভ হইয়া থাকে। ব্যক্তিত্ব-বিসর্জ্জনের আতঙ্ক তো এখানে নাই, বরঞ্চ ব্যক্তিত্বের ভাবানুযায়ী ভাব পরিপুষ্টির কথাই নিগমানন্দ দর্শনে সুস্পষ্ট। যাহারা গুণাতীত অবস্থা ধারণায় আনিতে পারে না. তাহাদেরও তো নৈরাশ্যের হেতু নাই। সত্ত্বশুদ্ধাবস্থায় পৌছিতে পারিলে, গুণাতীত অবস্থা বেশী দূরে নহে। নির্গুণব্রহ্মের বিভীষিকায় মানুষকে হতবুদ্ধি না করিয়া, বরঞ্চ সত্ত্বশুদ্ধ ভগবানের উপাসনার ব্যবস্থা দিয়া নিগমানন্দ-দর্শন যে জগতের কি উপকার সাধন করিয়াছেন তাহা আর বলিবার নয়। শাঙ্কর দর্শনে যে স্তরটি উপেক্ষিত ছিল, নিগমানন্দ দর্শনে তাহাই সমুজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। নির্গুণ-সগুণের সন্ধি-স্থলে যে ভাবলোকের সন্ধান নিগমানন্দ-দর্শন দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অভিনব। শাঙ্কর-দর্শনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত নিগমানন্দ দর্শনের ইহাই অতিরিক্ত অবদান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর-জীবন যদিও অফুরন্ত কর্ম্মেরই জলন্ত উদাহরণ, তবুও শাঙ্কর-দর্শনে কর্ম্মসন্ন্যাসের ভাবটাই বেশী পরিস্ফুট। জ্ঞান কর্ম্মসাধ্য নহে, ইহা বলায়, কর্ম্মজগতে শৈথিল্যভাব ফুটিয়া উঠা খুবই স্বাভাবিক। কর্ম্মসন্ন্যাসের বাতিক ভারতবর্ষে এই জন্যই এত প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে। কর্ম্ম বন্ধনের কারণ, কর্ম্ম দ্বারা শ্রেয়ঃ লাভ হয় না—ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অধ্যায়ের পর অধ্যায় তর্ক চলিয়াছে। পরিশেষে এই জাতীয় দার্শনিক প্রভাব একটা জাতিকে নিষ্কর্ম্মা করিয়া তুলিতেই সাহায্য করিয়াছে। এই দিক্ দিয়া সন্ন্যাসী হইলেও, আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের অভিমত ছিল ভিন্ন। তিনি ঋষিদের মতই বলিয়া গিয়াছেন—'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিচ্ছেতং সমাঃ।" এক শত বৎসর পূর্ণ উদ্যমে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। কর্ম্ম-সন্ন্যাসের ত কোন প্রশ্নই নাই। নিজের কর্ম্ম ফুরাইলে, অপরের জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।" তথাপি, 'বর্ত্ত এব চ কর্ম্মাণি।' অতন্দ্রিত ভাবে, স্বয়ং মুক্তিদাতা যিনি, তিনিও কর্ম্মে লিপ্ত; আর আমাদের কি কর্ম্মসন্ন্যাস আদর্শ হইতে পারে? কর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্মসন্ন্যাস একটা জাতির ধর্ম্ম হইতে পারে না। সমগ্র জাতিটাকে নিষ্কর্ম্মা করিয়া তোলাই কি ভগবানের অভিপ্রায়? নির্গুণ ব্রহ্ম যিনি, তিনিই ত আবার সগুণ-ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান কর্ম্মীরূপেও আত্ম-প্রকাশ করেন। কাজেই কর্ম্মসন্ন্যাসের দার্শনিক বিচার, সমাজ-জীবনে প্রভাব বিস্তার করিলে মুস্কিল। ইহা আর্য্যজাতির আদর্শ নহে। ব্রহ্মজ্ঞানীর আসক্তিমূলক কর্ম্ম নাই বটে; কিন্তু জগদ্ধিতকর কর্ম্ম ত আছে? আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মবিদ্যা বিতরণ উদ্দেশ্যে সারা ভারত পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন। ইহা কি কর্ম্মসন্ন্যাসের লক্ষণ, না, পূর্ণ কর্ম্মযোগীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিচয়? আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ নির্গুণব্রহ্মকে স্বীকার করিয়া লইয়াও পূর্ণযোগীর আদর্শে জগতের হিতকল্পে শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত কর্ম্মসাধন করিয়া গিয়াছেন। নিজের কর্ম্ম শেষ হইয়া যাওয়ার পর, জগতের কর্ম্মের বোঝা তিনি নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইখানে মুক্তি কর্ম্মসন্ন্যাসে, না, কর্ম্মযোগে? মুক্তিদাতা যিনি, তিনি যে স্বয়ং কর্ম্মী সাজিয়াছেন।

নিগমানন্দদর্শন জীবনে শুধু নিঃশ্রেয়সকেই স্বীকার করেন নাই, অভ্যুদয়কেও স্বীকার করিয়াছেন। নির্গুণ চেতনায় পৌঁছিয়াও, তিনি আবার লোকহিতকল্পে সগুণ-ব্রহ্মের মত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মজালে নিজেকে জড়াইয়া ছিলেন। এই বন্ধন স্বীকারে তাঁহার কোন দুঃখ বা আক্ষেপ ছিল না। তাঁহার জীবন যে ভগবদিচ্ছার সঙ্গে সম্পূর্ণ-ভাবে যুক্ত হইয়া গিয়াছিল। কাজেই কর্ম্মসন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ এক সাথে তাঁহার জীবনে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। তিনি ছিলেন আত্মারাম কর্ম্মযোগী।

কর্ম্মপথ সম্পর্কে তিনি যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা—

১। অকর্ম্ম—এতদ্দ্বারা গুণের অপকর্ষ—নরকাদি ভোগ এবং নীচ যোনিতে জন্ম।

২। সকামকর্ম্ম—এতদ্দ্বারা গুণের উৎকর্ষ করতঃ ভোগের পথ প্রশস্ত হয় এবং ত্রিলোকের (ভূ-ভুব-স্বঃ) ভোগ আয়ত্ত হয়। আয়ু, আরোগ্য, বল ও শ্রীলাভ ও সৎকুলে জন্ম।

৩। নিষ্কাম কর্ম্ম—এতদ্দ্বারা গুণক্ষয় করিয়া জ্ঞান যোগ ভক্তিদ্বারা মুক্তিপথ লাভ হয়। নিষ্কামকর্ম্মই কর্ম্মযোগ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিগমানন্দদর্শনে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা, কর্ম্মযোগের মাহাত্ম্যই প্রচার করা হইয়াছে সমধিক। এমন কি নির্গুণব্রহ্মবাদী নিগমানন্দ স্বয়ং ছিলেন কর্ম্মযোগী। সন্ন্যাসের সঙ্গে কর্ম্মযোগের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন তিনি। জ্ঞানলাভের পক্ষে কর্ম্মকে তিনি প্রতিবন্ধক মনে করেন নাই। নিষ্কাম কর্ম্মযোগের প্রশংসা তিনি বরাবরই করিতেন। জগৎকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার জেদ ছিল না। জগন্মিথ্যাত্ববাদী না হইয়াও নিগমানন্দদর্শনে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায় তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। জগৎকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে, ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না, এইরূপ মনোভাব আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের ছিল না। বিবর্ত্তবাদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াও, ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন—ইহাই তিনি বলিতেন। কাজেই শঙ্করপন্থী হইলেও, পরিণামবাদের সঙ্গে তাঁহার কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। ব্রহ্মের নির্গুণস্বরূপ এবং সগুণস্বরূপ উভয়কেই তিনি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে নির্গুণব্রহ্মের স্বরূপ যেমন তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তেমনি ভাবলোকে অশেষকল্যাণগুণসম্পন্ন ঈশ্বরকেও সমভাবে তিনি অনুভব করিয়াছেন দেখিতে পাই। ব্রহ্মকে কেবল অদ্বৈতও তিনি বলেন নাই, আবার দ্বৈতও বলেন নাই। দ্বিদল-চণকবৎ উভয় মতবাদকে অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈতকে তিনি স্বীকার করিতেন এবং তাহা ছাড়াও দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিত অবস্থারও উপলব্ধি তাঁহার ছিল।

জীব জগৎ, কর্ম্ম বা সৃষ্টি লইয়াই দর্শনের আলোচনা। এই দিক্ দিয়া নিগমানন্দদর্শনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম। নিগমানন্দদর্শনের সঙ্গে, শাঙ্করদর্শনের মিল কোথায় এবং পার্থক্য কোথায় আলোচনার সময় আমরা তাহা ব্যক্ত করিয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদ্বৈতবাদীরূপে নিগমানন্দদর্শনের পরিচয় না দিয়া, সমন্বয়বাদী বা জীবন্মুক্তিবাদী বলিয়া আধিকারিকপুরুষের দর্শনকে সম্মান-প্রদর্শনই আমি সঙ্গত বলিয়া মনে করি। ভারতবর্ষের যত সাধন মত-পথ আছে, সকল মত-পথেই পরিক্রমা করিয়াছেন তিনি। মতের সার বা বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে খুব বেশী সময় লাগে নাই তাঁহার। অতি অল্প-সময়ে মতবাদের রহস্যকে আয়ত্ত করিয়া সেই সম্প্রদায় হইতে তিনি বাহির হইয়া আসিতেন। পরিব্রাজকরূপে তিনি শুধু বিভিন্ন দেশই পরিভ্রমণ করেন নাই, বিভিন্ন মতবাদে বা সম্প্রদায়ে মিশিয়া রহস্য অধিগত করিয়া তিনি সেই মণ্ডলী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন। নির্গুণ-ব্রহ্ম হইতে ভূলোকে এবং ভূলোক হইতে নির্গুণ-ব্রহ্মের পথে সকল স্তরকে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কাজেই মতবাদ লইয়া তাঁহার জীবনে দ্বন্দ্ব অপেক্ষা, রসাস্বাদনই হইয়াছে বেশী। তিনি ছিলেন সকল রসের রসিক। অতীন্দ্রিয়-চেতনায় যেমন তিনি নিমজ্জিত হইয়া থাকিতে পারিতেন, তেমনি ব্যবহারিক দশাতেও অনায়াসে তিনি ফিরিয়া আসিতে পারিতেন। ডুব দিতে যেমন তিনি জানিতেন, তেমনি ভাসিয়া উঠিতেও পারিতেন। অদ্ভুত রহস্যবিদ্ ছিলেন এই আধি-কারিকপুরুষ নিগমানন্দ। কোন মতবাদ বা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যকে তিনি অবজ্ঞা করিতেন না। সকলের নিকট মাধুকরী করিয়াই তিনি জ্ঞানের ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। অনুসন্ধিৎসা ছিল তাঁহার প্রবল, সত্যকে নূতন নূতন প্রণালীতে তিনি আস্বাদন করিতে পারিতেন। অফুরন্ত আস্বাদনলোলুপতা ছিল তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় এবং অসাম্প্রদায়িকভাবে ধর্ম্মের বিস্তারই ছিল তাঁহার জীবনের মূল লক্ষ্য। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় এবং অসাম্প্রদায়িকভাবে ধর্ম্মের বিশ্লেষণ তিনি নিজেই করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর পরবর্ত্তী প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিব। *

* নিগমানন্দদর্শন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি মৎ প্রণীত 'নিগমানন্দ-দর্শন' পুস্তকে এবং নিগমানন্দদর্শনের মূল সূত্র—'শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ সম্পর্কেও একখানা পৃথক্ পুস্তক 'শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ' নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠককে এই দুইখানা পুস্তকও পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।—গ্রন্থকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ও অসাম্প্রদায়িকভাবে ধর্ম্মের বিস্তার

ধর্ম্ম মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধান করে, আবার সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্ম মানুষকে একদেশদর্শী, অন্ধ, পঙ্গু করিয়া তোলে। ধর্ম্মজগতে প্রকৃত উন্নতি বলিতে উদার ব্যাপ্তিবোধকেই বোঝায়। ব্যাপকদৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে, প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই প্রয়োজনীয়তা এবং নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। তখন সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামীর প্রাধান্য আর থাকেইনা। নিষ্ঠা লইয়া আমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব সম্প্রদায়ে থাকিয়া আত্মিক-উন্নতি সাধন করিতে পারি। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মত পথে বৈশিষ্ট্য থাকিলেও, সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান চলিবারও একটা রাস্তা আছে। শুধু এক সম্প্রদায়ের নহে, সকল সম্প্রদায়েরই ক্রমোন্নতির পথ রহিয়াছে। আত্মিক-উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে পরমত সহিষ্ণুতার ভাবও অন্তরে জাগ্রত হয়। তাহার ফলে ধর্ম্মক্ষেত্রে দৃষ্টিকোণের হয় সম্প্রসারণ, ধৈর্য্যসহকারে অন্যের মত-পথকে বুঝিবারও একটা আন্তরিক প্রেরণা আসে।

আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ সকল মত-পথে সাধনা করিয়া ইহাই সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় এবং অসাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্ম্মের বিস্তার হইলেই জীব-জগতের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে। অমৃতপুরুষের ইহাই অভিমত ছিল যে, প্রত্যেক ধর্ম্মমতের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিয়াও আমরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইতে পারি। ব্যক্তিগত সাধন-ভজনে উন্নতিলাভ করিলেও সকলের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমন্বয় বা সামঞ্জস্যের ভাব পরিলক্ষিত হয় না। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রাধান্য বা মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিতে গিয়া, সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্যই যে ব্যাহত হয়, সে-দিকে অনেকেরই লক্ষ্য থাকে না। কিন্তু আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ আসিয়াছিলেন, সেই সমন্বয়ের বাণীই শুনাইতে। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কে ভিত্তি করিয়াই তিনি তাঁহার ধর্ম্মমত জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 'সমন্বয়' কথাটীর তাৎপর্য্য কি, তাহা নিজেই তিনি বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে আধিকারিকপুরুষের অমূল্য ভাবধারাকে গভীরভাবে আমাদের অনুধাবন করিতে হইবে। সমন্বয় সম্পর্কে আধিকারিকপুরুষের বাণী নিম্নে উদ্ধার করা হইল—অনুধাবনের জন্য।

"সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় বলিতে একথা বুঝিও না যে, সব ভাব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া এক করিয়া দেওয়া। স্ত্রীজাতি এক হইলেও ভগ্নীভাবে মাতার ভাব বুঝা যায় না। আবার ভগ্নীতে স্ত্রীভাব উপলব্ধি করিতে যাইলে ভগ্নীভাব বিকৃত হয়। সেইরূপ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপাস্য একবস্তু হইলেও ভাবের তারতম্য থাকা প্রযুক্ত, সেই সেই ভাব শিক্ষা দ্বারা সাধন করিলে, তবে সেই ভাব প্রস্ফুটিত হইতে পারে। বৌদ্ধভাবে কি আর গোপীভাব উপলব্ধি করা যায়? আমার সাধন-পথটি একমাত্র সত্য, অন্যগুলি ভ্রান্ত—এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া সকলের নিন্দা না করিয়া, সতী নারীর ন্যায় আপনভাবে বিভোর থাক। যে যে-রূপে উপাসনা করে, তাহার মনোরথ সেইরূপ সিদ্ধ হয়। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, 'ভাব বহু কিন্তু মূলে এক, সর্ব্ব সাম্প্রদায়িকভাব নৈষ্ঠিকভাবে সাধন করিলে একই সত্যে উপস্থিত করে।' নৈষ্ঠিকভাব ও গোঁড়ামী এক কথা নহে। আপনভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সতীর ন্যায় সাধনা কর, কিন্তু কাহারও ভাবের নিন্দা করিও না। স্থূলে বিভিন্নতা নিশ্চিত হইলেও—মূলে এক। **ইহাই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়।**" (প্রেমিকগুরু ২৬০—২৬১ পৃষ্ঠা)।

সাম্প্রদায়িক উন্মত্তায় যাহারা নাচিয়া উঠে, তাহাদের এক বাতিকে পাইয়া বসে। তাহারা মনে করে, সমন্বয় অর্থ—সংহার। জগতে আর অন্য কোন মত বা পথ থাকিতে পারিবে না, একমাত্র আমার মত পথ ছাড়া। তাহাদের এই দুর্দ্দান্ত, ক্রুদ্ধ অভিযান চলে—স্রষ্টারই বিরুদ্ধে। স্রষ্টা গোড়াতেই মত-পথের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এক ছিলেন তিনি, হইলেন বহু। গোড়ার এই সত্য কথাটা সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার সময় আমরা ভুলিয়াই যাই। আমার যেমন একটি বিশিষ্ট ভাব থাকিতে পারে, অন্যেরও আবার তেমনি থাকিতে পারে। আমিই বাঁচিয়া থাকিব, আর অন্যকে নিধন করিব—ইহা সমন্বয়বাদীর আদর্শ হইতে পারে না। এক কথায় বলিতে গেলে, **সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের অর্থ—স্ব স্ব ধর্ম্মে নিষ্ঠা এবং অপরের ধর্ম্মকে নিন্দা না করাই বোঝায়।** নৈষ্ঠিকভাব প্রশংসনীয়; কিন্তু গোঁড়ামী নিন্দনীয়। সত্য-সাধককে নিষ্ঠার পথ অবলম্বন করিতে হইবে, গোঁড়ামীর ভাব রাখিলে চলিবে না। গোঁড়ামী কি, না, **আমার পথটিই একমাত্র সত্য, অন্যগুলি ভ্রান্ত।** বহুরূপী স্রষ্টা যে জগতে বহু মত-পথ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই কথাটি আমরা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাই। সেই জন্যই সব ভাবকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক করিয়া দেওয়া অর্থাৎ ঢালাই করার বাতিকে আমাদের পাইয়া বসে। মূলে এক থাকিলেও, বৈচিত্র্যেই যে তাঁহার বিকাশ। একই যে বহু হইয়াছেন—ইহাই উদার দৃষ্টিভঙ্গী। এই ভাব মনে থাকিলে, তখন আর স্রষ্টার উপর কর্তৃত্ব করিতে ইচ্ছা জাগে না। আমার পথটিই একমাত্র সত্য, আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই পরম সত্য—ইহাই হইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্যাচারী মনোভাব। এই মনোভাবের ফলেই আসে একাধিপত্যের অসংযত প্রলোভন। সৃষ্টির বৈচিত্র্যকে লোপ করিয়া দেওয়াই হইল—অত্যাচার। সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা মানুষকে কতখানি অন্ধ করে, ধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করিলে তাহা ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম হয়। ধর্ম্মাচার্য্যরূপে এই জন্যই সারস্বত-সম্প্রদায়ের সম্মুখে স্বামী নিগমানন্দ তাঁহার লক্ষ্যের কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের অভিনব ব্যাখ্যাটি আমাদের সকলেরই মুখস্থ এবং হৃদয়স্থ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

"সমন্বয় ও সামঞ্জস্য করিয়া সমস্ত শাস্ত্রার্থ প্রকাশ এবং সাধন-পন্থা প্রকটিত করিয়া গ্রন্থ প্রচার করিতে" আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ তাঁহার গুরুদেবের নিকট হইতে ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুরুর আদেশকে শিরোধার্য্য করিয়া আধিকারিকপুরুষ সমন্বয় ও সামঞ্জস্য মূলক ভাবসমৃদ্ধ সারস্বত গ্রন্থাবলী জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাবকে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচার করাই—অনুবর্ত্তীদেরও প্রধান কর্ত্তব্য। জ্ঞান ও ভক্তির, শাক্ত ও বৈষ্ণবের, গৃহী ও ত্যাগীর মিলন-গীতিই গাহিয়া গিয়াছেন আধিকারিকপুরুষ। ক্রান্তদর্শী হইলেও তিনি ছিলেন সমন্বয়বাদী। সমন্বয়বাদের অর্থ—সামঞ্জস্য।

সাম্প্রদায়িক বিষে আজ সমগ্র জগৎ জর্জ্জরিত। এই সঙ্কট মুহূর্ত্তেই আসিয়াছিলেন আধিকারিকপুরুষ—উদার সার্ব্বভৌম অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বিস্তার উদ্দেশ্য লইয়া। তিনি আসিয়াছিলেন—সনাতনধর্ম্ম প্রচার করিতে। নিজের কথা বলিতে আসেন নাই, পূর্ব্বাচার্য্যদের স্মরণ করিয়াই যাহা বলিবার তিনি তাহা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতবাদ সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট নহে। সনাতন ধর্ম্মে রহিয়াছে সামঞ্জস্যের ভাব, তিনি তাহা আমাদের সম্মুখে প্রকট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধিকারিকপুরুষ তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"নিত্য ও লীলা, ভগবানের এই উভয় ভাব যুগপৎ যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মবিৎ—তিনিই প্রেমিকশিরোমণি। ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গের মধ্যে একটি পথ অবলম্বন করিলে পূর্ণ সচ্চিদানন্দ উপলব্ধি হয় না। উভয় মার্গাবলম্বন অর্থাৎ জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়ীমার্গে গমন না করিলে পূর্ণানন্দের অধিকারী হওয়া যায় না এবং হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া সার্ব্বভৌম উদারতা জন্মে না। কাজেই তাহারা সাম্প্রদায়িক গণ্ডী ছাড়াইতে না পারিয়া হিংসা দ্বেষে ধর্ম্মজগৎ কলুষিত করিয়া থাকে। আর যাঁহার হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তির মিলন হইয়াছে, তাঁহার নিকট কোন গোল নাই, কোন বিদ্বেষ নাই, তিনি সকল সম্প্রদায়ে মিশিয়া, সকল রসে রসিয়া এবং সকলের নিকট বসিয়া সর্ব্বপ্রকার আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। হনুমান, প্রহ্লাদ, শুকদেব, জনক প্রভৃতি :মহাত্মারা জ্ঞান-ভক্তির মিলনে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ, তুলসীদাস, গুরু নানক প্রভৃতি মহাপুরুষগণও জ্ঞান-ভক্তির মিলনানন্দের আস্বাদ পাইয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য ও গৌরাঙ্গদেবের মিলনই জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়।"

অসাম্প্রদায়িক ভাব বলিতে, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ভাবকে বরণ করাই বোঝায়। অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ই ভগবৎভাবের বিভূতি—এই প্রত্যয়কেই বলা চলে অসাম্প্রদায়িক ভাব। সনাতনধর্ম্মের মধ্যে যুক্তি, ভক্তি, জ্ঞান এবং বিচার সবই আছে। বলপ্রয়োগপূর্ব্বক সব ভাব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া এক করিয়া দেওয়াকে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় বলে না। ইহাকে অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিও আখ্যা দেওয়া চলে না। সমন্বয় যে সম্ভবপর, ইহা তিনি নিজ জীবন দিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। একাধারে জ্ঞান-ভক্তি থাকিতে পারে। জ্ঞানীগুরুই প্রেমিকগুরুতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিখিয়াছেন—'ভক্তপদারবিন্দভিক্ষু দীন—নিগমানন্দ'। জ্ঞানীর পক্ষেই বিনয়ী হওয়া সম্ভবপর। যিনি মহান্, তিনিই সকলের কাছে আনত হইতে পারেন।

ভগবানের অনন্ত নাম। যাহার যে নামে রুচি, সে সেই নামেই ভগবান্‌কে ডাকিতে পারে। ধর্ম্মজগতে এই স্বাধীনতা সকলেরই আছে। এই স্বাধীনতায় যাহারা হস্তক্ষেপ করে, তাহাদিগকে সম্প্রদায়ান্ধ আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। যুক্তিবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্মের উপর বলপ্রয়োগ করিতে কখনই অগ্রসর হয় না। **পরমতসহিষ্ণুতা সনাতন ধর্ম্মের একটা বড় লক্ষণ।** সনাতনধর্ম্ম উচ্ছেদবাদী নহে অর্থাৎ কোন মতপথকেই বিলুপ্ত করিতে চাহে না। ঐক্য বলিতে অন্য সকল মত-পথকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা বোঝায় না। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসূত্র আবিষ্কারই সনাতন-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। গোঁড়ামী, সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি, অপরের ধর্ম্মকে আক্রমণ করা, স্বাধীন চিন্তায় হস্তক্ষেপ, বলপ্রয়োগ করিয়া কাহাকেও স্বীয় ধর্ম্মমতে আনা—কোনটাই সনাতনধর্ম্মের লক্ষণ নহে। সনাতনধর্ম্ম বলপ্রয়োগের ধর্ম্ম নহে। এই ধর্ম্মে ব্যক্তিগত অভিরুচি বা স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয় নাই। সনাতনধর্ম্মে একনায়কত্বের প্রভাব নাই। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ নিজে ছিলেন স্বাধীনতার পূজারী, কাজেই অন্যের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকেও মর্য্যাদা কি ভাবে দিতে হয়, তাহা তিনি ভালভাবেই জানিতেন। ধর্ম্মকে এক ছাঁচে ঢালাই করার মনোবৃত্তি তাঁহার কোনদিনই ছিল না। যুগপৎ এক এবং বহুর লীলায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করিবার জন্য একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ দরজার কথা তিনি বলিয়া যান নাই। অধ্যাত্মজগতের প্রবেশ-দ্বার বহু। যাহার যেদিক্ দিয়া ইচ্ছা, সে সেইদিকেই প্রবেশ করিতে পারে। একদিক্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাড়া, আর প্রবেশ-দ্বার নাই—এইরূপ অদ্ভুত কথা আধিকারিক মহাপুরুষের মুখে কোনদিন আমরা শুনিতে পাই নাই।

জ্ঞান-ভক্তি, শাক্ত-বৈষ্ণব, গৃহী-ত্যাগীর মিলনই ছিল আধিকারিক পুরুষের কাম্য। এই মিলন যে সম্ভবপর, ইহাই তিনি নানাভাবে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। জগতের সম্মুখে আজ মিলনের আদর্শই বেশী করিয়া প্রচার করিতে হইবে। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ যে মিলনবাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আজ তাহারই ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন। পার্থক্যের দিক্‌টাকে বড় না করিয়া, সামঞ্জস্য বা মিলনের দিক্‌টাই বেশী করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। জগতের তৃষিত আত্মা আজ মিলনেরই অভিলাষী। এই অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্যই আধিকারিকপুরুষের আবির্ভাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমন্বয়বাদী শ্রীশ্রীঠাকুর

১। জ্ঞান ও ভক্তিতে

সাধারণের পক্ষে যাহা অসম্ভব, আধিকারিকপুরুষের পক্ষে তাহাই সম্ভব। বিরুদ্ধ দুই প্রান্তের মধ্যস্থলে বসিয়া তিনি দুই পক্ষের মধ্যে মলন-সাধন করেন। ঐশ্বরীয় ক্ষমতা বিরোধের ক্ষেত্রেই প্রকট হইয়া ওঠে বেশী।

জ্ঞান ও ভক্তির দ্বন্দ্বের কথা সাধারণতঃ সকলের কাছেই শুনি; কিন্তু আধিকারিকপুরুষের মুখে শুনি দ্বন্দ্বাতীতের কথা। জ্ঞানী বলেন, ভক্ত মূর্খ; আর ভক্ত বলেন জ্ঞানী অভাগিয়া। কাহারও প্রতি কাহারও সুনজর নাই। দার্শনিক বিচারে জ্ঞান ও ভক্তির যে কলহ তাহা উপভোগ্যই বটে। এক সময় এই দ্বন্দ্বের ভাবটাকে ফুটাইয়া তোলাই ছিল কৃতিত্ব। জ্ঞানী ও ভক্তের মল্লযুদ্ধ দর্শনীয়ই ছিল। কিন্তু দ্বন্দ্বেরও অবসান আছে। এখন আর দ্বন্দ্ব কাহারও কাছে ভাল লাগে না। সকলেই চায় মিলন—সমন্বয়।

পরস্পর পরস্পরকে বুঝিতে পারিলেই আর দ্বন্দ্ব থাকে না। অজ্ঞান অবস্থাতেই দ্বন্দ্ব থাকে। জ্ঞানদৃষ্টি খুলিয়া গেলে দ্বন্দ্ব তখন আপনি স্থান ত্যাগ করে। জ্ঞানীর মধ্যেও ভক্তি আছে, আবার ভক্তের মধ্যেও জ্ঞান আছে। জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয় সম্ভবপর। যাহার মধ্যে যে ভাব প্রবল, তাহাকে সেই ভাবেরই ভাবুক বলি; কিন্তু তাহার মধ্যে অন্য ভাবও সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে। জ্ঞানীর অন্তরেও থাকিতে পারে ভক্তির ফোয়ারা। আবার ভক্তের অন্তরেও থাকিতে পারে জ্ঞানের ফল্গুধারা। জ্ঞান এবং ভক্তি একাধারেই মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে পারে।

©CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান এবং ভক্তির সম্পর্ককে আধিকারিকপুরুষ বলিয়াছেন, ভ্রাতা-ভগিনীর সম্পর্ক। দুই জাতির মধ্যেও প্রীতির সম্পর্ক রহিয়াছে। জ্ঞান বড় ভাই, ভক্তি ছোট বালিকা-ভগ্নী। ভাই-ভগ্নী গলাগলি করিয়াই চলে। তাহাদের মধ্যে কোন হিংসা-বিদ্বেষ নাই। জ্ঞান এবং ভক্তি অর্থাৎ ভাই-ভগিনী যখন একসাথে গলাগলি করিয়া চলে তখন দেখিতে কি সুন্দরই না লাগে। জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয় দেখিতে কতই না সুন্দর।

আধিকারিকপুরুষ জ্ঞানীগুরুর উৎসর্গ-পত্রে পিতৃদেবের উদ্দেশে লিখিয়াছেন—

"শাস্ত্রে পড়িয়াছি, পুত্র হইলেই মানব পিতৃঋণে মুক্ত হয়। কিন্তু আমি এখন অধ্যাত্ম-জগতে সংসারী—'সাধনা' আমার পত্নী। তাঁহার গর্ভে 'জ্ঞান' নামক পুত্র ও 'ভক্তি' নাম্নী কন্যা লাভ করিয়াছি। কন্যাটীকে আজীবন বুকে রাখিব। পুত্রটীকে আপনার চরণে সমর্পণ করিয়া অদ্য পিতৃঋণে মুক্ত হইলাম। যখন হতভাগ্য সন্তানের স্মৃতি জাগ্রত হইবে বা সাংসারিক অশান্তিতে হৃদয় অধিকার করিবে, তখন এই পৌত্রটিকে নিকটে ডাকিবেন, তাহা হইলে ইহকালে পরাশান্তি এবং পরকালে পরমাগতি লাভ করিতে পারিবেন।"

আধিকারিকপুরুষ জ্ঞানীগুরু হইয়াও কন্যাটিকে অর্থাৎ ভক্তিকে কাছ ছাড়া করেন নাই; কন্যাটীকে আজীবন বুকে জড়াইয়া রাখিবার সাধই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞান নামক পুত্রটিকে তিনি পিতার সেবার উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করিয়াছেন দেখিতে পাই। জ্ঞান ব্যতীত মোহগ্রস্ত জীবের শোকে-দুঃখে সান্ত্বনা প্রদান করিবে আর কে? জ্ঞানকে দূরে সরাইয়া রাখাও চলে; কিন্তু ভক্তিকে কোন অবস্থায় ত্যাগ করা চলে না। ভক্তি এত সমাদরের সামগ্রী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধিকারিকপুরুষ, জ্ঞানকে পুরুষমানুষের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। পুরুষের একটু সঙ্কোচ আছে, কিন্তু বালিকা-ভক্তির অন্দরমহলে প্রবেশেরও অধিকার আছে। জ্ঞান-ভক্তি সম্পর্কে আধিকারিকপুরুষ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আমার সতীর্থ স্বামী সিদ্ধানন্দজী তাহা পদ্যে রূপান্তরিত করিয়াছেন। কবিতাটি বড়ই সুন্দর বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

জ্ঞান-ভক্তি দুই ভ্রাতা ও ভগিনী সদা রহে এক ঠাঁই।
উভয়ের মাঝে বড় ভালবাসা বিরোধের লেশও নাই॥
যেথানেই জ্ঞান সেখানে ভকতি দোঁহে দোঁহা স্নেহে বাঁধা।
পরস্পরের উছল লীলায় নাহিক কোথাও বাধা॥
কূট তর্কের যেথা কচকচি ভক্তি সেথা না যায়।
বড় ভাইটীর হাতটি ধরিয়া আঁড়ালে দাঁড়ায়ে রয়॥
জ্ঞানের প্রভাবে তর্ক যখন সীমায় আসিয়া ঠেকে।
তার্কিক দল জ্ঞানের আড়ালে ভক্তির তবে দেখে॥
বালিকা স্বভাব ভকতি, কোথাও যেতে তার মানা নাই।
অন্তরেও অন্তর-পুরে প্রবেশিতে দেখি তাই॥
জ্ঞান বড় ভাই পুরুষমানুষ রহে সে দাঁড়ায়ে দূরে।
জ্ঞানের সাহসে ভক্তি হৃদয় ভরি তুলে নব সুরে॥
ভক্তি কোথাও যেতে নাহি পারে জ্ঞানের আদেশ বিনে।
যদি যায়, তবে স্নেহের ধমকে জ্ঞান তারে ডাকি আনে॥
তাই দেখি যার অন্তরে নাই জ্ঞানের স্পর্শ লেশ।
ভক্তি তাহার বাগাড়ম্বর কালে হয়ে যায় শেষ॥
আসল ভক্তি অন্তরে যার জ্ঞান তার ঠিকই আছে।
জ্ঞানীরে দেখিও ভক্তি রয়েছে সদাই তাহার পাছে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই কাম্য এক ছাড়া আর নাই।
একেরে চাহিলে অপরে আসিয়া জুটিবেই সেই ঠাঁই॥
হেয় নাহি কর কেহ কোনটিরে সাদরে উভয়ে ডাক।
উভের সেবায় জীবন-জনম সার্থক করি রাখ॥

জ্ঞান ও ভক্তিকে বুঝাইতে গিয়া আধিকারিকপুরুষ আরেক জায়গায় তুলনা দিয়াছেন, মিশ্রির ঢেলা এবং তরল দুগ্ধের সঙ্গে। দুধের সঙ্গে মিশ্রি মিশাইলে অর্থাৎ ভক্তির সঙ্গে জ্ঞান মিশ্রিত হইলে আরও বেশী আস্বাদযুক্ত হয়। কঠিন মিশ্রিকে তরল দুগ্ধের সঙ্গে মিশাইলে তাহার স্বাদ আরও বাড়ে। কাজেই জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়ই কাম্য হওয়া উচিত। মিশ্রি দুগ্ধের সঙ্গে মিশিয়া গেলেও তাহার সত্তা লোপ হয় না। নাম-রূপ না থাকিলেও আস্বাদন ঠিকই থাকে। সমন্বয়বাদী ঠাকুর নিগমানন্দ জ্ঞান ও ভক্তির মিলনবাণীই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সম্মিশ্রণে মাধুর্য্য আরও বাড়ে। মিশ্রি ও জলে ঢালাঢালি করিলে সুপেয় আস্বাদযুক্ত সরবৎ তৈরী হয়। কেবল মিশ্রি এবং কেবল জলে সরবৎ তৈরী হয় না। ভালভাবে সম্মিশ্রণ না হইলে সরবৎ তৈরী হয় না। আরেকটি বড় সুন্দর দৃষ্টান্ত চোখের সম্মুখে ধরিয়াছেন আধিকারিকপুরুষ। যথা—

"পুরাণের হর-গৌরী মূর্ত্তি এই জ্ঞান ও প্রেমের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। আলোক যদি ফানুস (চিম্‌নি) দ্বারা আচ্ছাদিত না হয়, তবে কিঞ্চিৎ কর্কশ এ অনুজ্জ্বল বোধ হয়; কিন্তু ফানুস দিয়া আচ্ছাদিত হইলে কেমন স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল আলোক বাহির হয়। জ্ঞানও তদ্রূপ কিঞ্চিৎ কর্কশ, কিন্তু প্রেমের ফানুসে আচ্ছাদিত হইলে ঐ জ্ঞানালোক স্নিগ্ধ মধুরোজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া তৃপ্ত করিবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় যে সম্ভবপর, অধিকারিকপুরুষ এইরূপ সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা অনেক জায়গাতেই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিকই জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। হর-গৌরীর যুগলরূপ অপার্থিব সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের দিব্য-জীবন ছিল ও জ্ঞান-ভক্তিতে পরিপূর্ণ। যেমন ছিলেন তিনি জ্ঞানী, তেমনি প্রেমিক। তাঁহার জ্ঞান প্রেম-ভক্তিতে সার্থক হইয়াছিল। তত্ত্ব-হিসাবে জানিয়াই অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিয়াই তাঁহার অন্তরে তৃপ্তি আসে নাই। জ্ঞান যখন প্রেমের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তখনই তাঁহার জীবনে পরিপূর্ণতা আসে।

একদল আছেন, তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত গোঁড়া এবং সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাঁহারা বলেন, জ্ঞান আর ভক্তির কোনদিন মিলন হওয়া সম্ভবপর নহে। ইহা অবশ্য কুতার্কিকের কথা; কিন্তু ক্রান্তদর্শী মহাপুরুষ সমন্বয়ের কথাই বলেন। যুক্তি দ্বারাও জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয় যে সম্ভব, তাহা বেশ বুঝা যায়।

জ্ঞান বলিতে বৃত্তিজ্ঞানই ধারণায় আসে, অর্থাৎ জ্ঞান হইতেছে বিচার-বৃত্তি। আর ভক্তি হইল, হৃদয়ের অনুরাগ-বৃত্তি। ভক্তি হইল ভগবদাকারা বৃত্তি, আর জ্ঞান হইল ব্রহ্মকারা বৃত্তি। চিত্তের অদ্রুত অবস্থাকে বলে জ্ঞান আর দ্রুত অবস্থাকে ভক্তি। কাজেই চিত্তের অবস্থানুসারে জ্ঞান ও ভক্তি—এই পৃথক্ সংজ্ঞা আমরাই দিয়া থাকি। সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি হইতেই বিরোধের সৃষ্টি। নতুবা জ্ঞান-ভক্তিতে কোন বিরোধ নাই। একই অর্থাৎ অদ্বয়-তত্ত্বই চিত্তে ভগবদাকারে বা ব্রহ্মা-কারে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠেন। ঘনীভূত জলকেই আমরা বলি বরফ। বরফ একটা নামমাত্র, নতুবা বরফও জলকণারই সংহতরূপ। চিন্ময় যিনি, তাঁহাকে আমি ভালবাসি—ইহাই হইল ভাগবতের ভিত্তি। ভক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর জ্ঞানের লড়াই ভাগবতে নাই। অদ্বয় তত্ত্বই ভালবাসায় পুরুষোত্তম-রূপ ধারণ করিয়াছেন। বিচারে যাঁহাকে নস্যাৎ করি, ভক্তিতে তাঁহাকেই আবার আবাহন করিয়া আনি। তত্ত্বই বিগ্রহরূপ ধারণ করেন। সুতরাং জ্ঞান-ভক্তির দ্বন্দ্ব কোথায় ?

অচৈতন্যের মধ্যে জ্ঞানেরও বিকাশ দেখি না, ভক্তিরও না। জ্ঞানকে ভক্তিবাদীরাও স্বীকার করেন, তবে তাহা নির্ভেদ-জ্ঞান নহে, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ-জ্ঞান। ভক্তিপথে পরমাত্মাকেই পরমাত্মীয়রূপে ভালবাসা যায়। ভক্তিতে অভেদ-জ্ঞানের স্থান নাই, এই কথা বলেন ভক্তিবাদীরা। কিন্তু প্রগাঢ় ভক্তিতে অর্থাৎ ইষ্টচিন্তায় মন যখন সম্পূর্ণ তন্ময় হইয়া যায়, তখন তাদাত্ম্য অবস্থাপ্রাপ্তি ঘটে। গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ লীলানুকরণ ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ঐকাত্ম্য এবং তাদাত্ম্য—এই পরিভাষাদ্বয় লইয়া তর্ক-যুদ্ধ করেন তার্কিকেরা; কিন্তু অনুভবধন্য মহাপুরুষের মাঝে এই তর্ক-প্রবৃত্তি দেখি না। পরমাত্মাই তো পরম প্রেমাস্পদ। জ্ঞানই ত, অবস্থা-বিশেষে প্রীতি-ভক্তির রূপ ধারণ করে। ভক্তিতে যিনি সাকার, জ্ঞানে তিনিই নিরাকার। আবার নিরাকারেরও আছে নরাকার রূপ। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ এক কথায় জ্ঞান-ভক্তির দ্বন্দ্ব মিটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে ছিল গৌরাঙ্গ অর্থাৎ ভক্তি এবং সহস্রারে ছিল শঙ্কর অর্থাৎ জ্ঞান। কাজেই একাধারে তাঁহার মধ্যে দেখি, জ্ঞান ও ভক্তির নির্ব্বিরোধ অবস্থান।

ভক্তিবাদীরা এই সম্বন্ধ-জ্ঞানকে কোন অবস্থায় বিলোপ করিয়া দিতে ইচ্ছুক নহেন। তাঁহারা বলেন সর্ব্বাবস্থাতেই দ্বৈতজ্ঞান থাকা সম্ভবপর। একই চেতনায় দ্বৈত এবং অদ্বৈতের জ্ঞান থাকে। ঝোঁকের মাথায় সমন্বয়-দৃষ্টি থাকে না, নতুবা যুগপৎ দ্বৈত—অদ্বৈতের অবস্থান পরিষ্কার দেখা যায়। পুরুষোত্তমের মধ্যে ত ক্ষর এবং অক্ষরভাব যুগপৎ দেখা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুণবাসিত চিত্তে ত গুণীরই হয় অধিষ্ঠান। 'কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সতত সঞ্চারে'—এই মহাজনবাণীর কি কোন তাৎপর্য্য নাই? ভক্তি করিতে করিতে, যাঁহাকে ভক্তি করি, তাঁহার গুণে চিত্তভরপূর হইয়া ওঠে। ভক্তি-বাদীরা অদ্বৈতবুদ্ধির নিন্দা করিয়াছেন, কারণ তাঁহারা সেবা-কুণ্ঠিত জ্ঞান চাহেন না। যে জ্ঞানে সেব্য-সেবক সম্বন্ধের ঘটে বিলুপ্তি, তাহা কখনও ভক্তিবাদীর অভিলষিত নহে। নির্ব্বাণ-সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ভক্তি-বাদী সেবানন্দেই বিভোর। একটা দিক্ লইয়াই ভক্তিবাদীরা তন্ময়, অন্য কোন দিকে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহারা শুধু রূপেরই পূজারী, অরূপ রাজ্যে গমন করিতে তাঁহারা অনিচ্ছুক। কিন্তু মানব-জীবনের পিপাসানিবৃত্তি কি একদিকের চিন্তায় হয়? এমনও আধার দেখি, যাঁহার জীবনে রূপ-অরূপের ঘটিয়াছে সমন্বয়। এইরূপ সমন্বয়মূর্ত্তি ছিলেন আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ—যাঁহার জীবনে দেখি জ্ঞান-ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়। যোগের সমাধিতে যিনি জড়বৎ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, প্রেমের সমাধিতে তিনিই সাজিয়াছিলেন দিব্যোন্মাদ। জ্ঞানসাধনায় বালকবৎ, তন্ত্রসাধনায় পিশাচবৎ, যোগসাধনায় জড়বৎ এবং প্রেমভক্তির সাধনায় উন্মাদবৎ অবস্থা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সকল ভাবেরই ঘনীভূত বিগ্রহ। এমন সুন্দর মনোহর সমন্বয়-মূর্ত্তি কদাচিৎই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

২। শাক্ত ও বৈষ্ণবে

প্রকৃত শাক্ত এবং প্রকৃত বৈষ্ণব কে, তাহা আমরা জানি না বলিয়াই শাক্ত-বৈষ্ণব লইয়া আমাদের মধ্যে এত দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের সমাধান পাই, সদ্‌গুরুর কাছে। 'প্রেমিকগুরু'তে আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দ 'শাক্ত ও বৈষ্ণব' শীর্ষক একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, প্রয়োজনবোধে তাহার কতকাংশ এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি। প্রবন্ধটি মন দিয়া পড়িলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাক্ত-বৈষ্ণবের মধ্যে আর কোন দ্বন্দ্বই থাকে না। মহাপুরুষ ছাড়া, আধ্যাত্মিকবিষয়ের নিগূঢ় তাৎপর্য্য ও রহস্য বলিয়া দিবেন আর কে?

"আমাদের দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবে বহুদিন যাবৎ বিবাদ-বিসম্বাদ, দ্বন্দ্ব-কোলাহল হইয়াছে ও হইতেছে। উভয়বাদীই আপন আপন মতের প্রাধান্য সংস্থাপন জন্য বহু যুক্তি প্রমাণ দেখাইয়াছেন। শাক্তগণ বলেন, "শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি মুক্তির্হাস্যায় কল্পতে"—অর্থাৎ শক্তিজ্ঞান ভিন্ন মুক্তির আশা হাস্যজনক ও বৃথা। আবার বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা দেখাইবেন যে, বৈষ্ণবই একমাত্র মুক্তির অধিকারী। পৃথিবীর নানা দেশ, নানা সম্প্রদায় আপন আপন ধর্ম্মভাবে বিভোর হইয়াছে, দুঃখের বিষয়, তাহারা বৈষ্ণব কিম্বা শাক্ত না হইলে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই বোধ হয় সাম্প্রদায়িক গোঁড়াদিগের এইরূপ প্রলাপোক্তি শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। পরিধির সকল স্থান হইতে বৃত্তের কেন্দ্র যে সমদূরবর্ত্তী, যত মত, তত পথ—প্রত্যেক ব্যাসার্দ্ধ সমান, পরিধি বা ব্যাসার্দ্ধস্থিত ব্যক্তি তাহা কি প্রকারে জানিবে? তাই জগতের ধর্ম্মসম্প্রদায়ে পরস্পর বিদ্বেষ-কোলাহল। নতুবা প্রকৃত সাধুর নিকট কোন হিংসা-দ্বেষ নাই; তাঁহারা জানেন, যে কোন মতের চরম সাধনায় সকলে একই লক্ষ্যে উপস্থিত হইবে। সুতরাং বৈয়াকরণিক অর্থানুসারে শাক্ত বা বৈষ্ণব, শক্তি-উপাসক বা বিষ্ণু-উপাসক হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত মর্ম্ম তাহা নহে, উহা ধর্ম্মের সাধন পথেরই স্তরবিভাগ মাত্র। জীব যতদিন মায়ার অধীন থাকে—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শে মোহিত হয়, বাসনা-কামনার দাস হইয়া থাকে, ততদিন সে বদ্ধ। সেই বদ্ধজীব সাধুশাস্ত্রের কৃপায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যখন প্রকৃতির বাহুমুক্ত হইবার জন্য সাধন করে, তখন সে শাক্ত; আর যখন মায়ামুক্ত হইয়া আত্মার অসমোর্দ্ধ প্রেমরসমাধুর্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আস্বাদন করে, তখন সে বৈষ্ণব। অতএব সাধক শক্তি বা বিষ্ণুর—যাঁহারই উপাসক হউন না কেন, সাধনার স্তরভেদে—শাক্তাদি নামে অভিহিত হইবে। এইরূপ যে মন্ত্রেই উপাসনা করা হউক না কেন, জীব যে-কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন, সাধনার স্তরভেদে—শাক্তাদি নামে অভিহিত হয়। শিবের দৃষ্টান্তে আমরা এই বিষয়টি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

"শিব যখন দাক্ষায়ণীকে বিবাহ করিয়া সংসার করিতেছিলেন, তখন তিনি বদ্ধজীব মাত্র। তৎপরে যখন দক্ষযজ্ঞ উপস্থিত হইল, শিব সতীকে বিনা নিমন্ত্রণে পিত্রালয়ে যাইতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু সতী, শিববাক্য গ্রাহ্য না করিয়া দক্ষালয়ে গিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন শিব বুঝিলেন, 'প্রকৃতি' ত তাঁহার বশীভূতা নহেন, কর্ত্তব্য উপস্থিত হইলে তিনি সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারেন। তখন তিনি শক্তিকে প্রকৃত চিনিতে পারিলেন, শক্তিজ্ঞান হইল—অমনি তিনি মহাযোগে বসিলেন। শিব শাক্ত হইলেন। এদিকে দাক্ষায়ণী হিমালয়ের গৃহে গৌরীরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়া শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্য তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। শিব ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। যিনি একদিন সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া ত্রিলোক ভ্রমণ করিয়াছিলেন; তিনি আজ সেই সতীকে—সেই হারাধনকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না। তখন গৌরী দেবগণের সাহায্যে মদনদ্বারা শিবের ধ্যানভঙ্গের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু শিবের কটাক্ষে মদন মুহূর্ত্তে ভস্ম হইয়া গেল। শিব তখন শক্তিকে পত্নীরূপে দাসীর ন্যায় গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মানন্দরসে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। এতদিনে শিব বৈষ্ণব হইলেন। তাই, মহাদেব পরমবৈষ্ণব বলিয়া কীর্ত্তিত। শাক্ত মায়াকে বশীভূত করিবার সাধন করিতেছেন; আর বৈষ্ণব শক্তি জয় করিয়াছে, বৈষ্ণবের নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতি মায়াজাল বিস্তার করেন না, বরং লজ্জাবনতমুখী হইয়া পলায়ন করেন। শাক্ত যখন মায়াকে সাধনার দ্বারা বশীভূত করেন, কিম্বা তাঁহার কৃপালাভ করেন, কামকে ভস্মীভূত করেন, তখন বৈষ্ণব-পদবাচ্য হন। এই কারণে রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ শক্তিসাধক হইলেও ইঁহারা পরমবৈষ্ণব। আর যে সকল বিষ্ণু-উপাসক বিষয়-বিষ-বিদগ্ধ-চিত্তে সংসার প্রলোভনে হাবুডুবু খাইতেছে, তাহারা শাক্তাধম। যে ব্যক্তি প্রকৃতির অনলবাহুর হাত এড়াইয়াছেন, তিনি শক্তিউপাসক হইলেও বৈষ্ণব। শক্তিউপাসক কিম্বা কোন স্ত্রীদেবতার উপাসক যদি শাক্ত হইত, তবে রাধা-উপাসক পরম ভাগবত শুকদেব গোস্বামীও শাক্ত; কিন্তু সকলেই তাঁহাকে পরমবৈষ্ণব বলিয়া জানে। এই হেতু-বাদে রামপ্রসাদও পরমবৈষ্ণব। রামপ্রসাদ যে-দিন গাহিলেন,—

ভবেরে সব মাগীর খেলা।
মাগীর আপ্তভাবে গুপ্তলীলা॥
সগুণে নির্গুণে বাঁধিয়ে বিবাদ, ঢেলা দিয়ে ভাঙ্গছে ঢেলা।
(সে যে) সকল কাজে সমান রাজী, নারাজ হয় সে কাজের বেলা॥

তখন বুঝিলাম, রামপ্রসাদ শাক্ত, তিনি মায়াকে জানিয়াছেন; আর মায়া তাঁহাকে বাঁধিতে পারিবেন না। তারপরে যখন শুনিলাম—

'সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।'

তখন রামপ্রসাদকে বৈষ্ণব বলিয়া সন্দেহ হইল। তারপরে—

ষড়দর্শনে দর্শন মিলে না, আগম-নিগম তন্ত্রসারে।
ভক্তিরসের রসিক সে যে সদানন্দে বিরাজ করে॥

তখন আর সন্দেহমাত্র রহিল না, আমরা রামপ্রসাদকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারিলাম। যে কোন দেবতার উপাসক হউন না কেন, এমন কি মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতিকেও শাক্ত বা বৈষ্ণব বলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইতে পারে। অতএব কেবল বিষ্ণু উপাসক বৈষ্ণব নহে, পৃথিবীর যে কোন জাতি হউক না কেন, যে সাধনার উচ্চস্তরে অধিরোহণ করিয়া মায়ার বাঁধন—আকর্ষণের আকুলতা বিনষ্টপূর্ব্বক ব্রহ্মরসানন্দে ডুবিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে উচ্চকণ্ঠে 'বৈষ্ণব' বলিয়া ঘোষণা করিব। আর বাসনা-বিদগ্ধ জীব কৌপীনকন্থাধারী হইলেও তাহাকে শাক্তাধম কিম্বা বদ্ধজীব বলিতে দ্বিধা করিব না। সুতরাং সকলেই জানিয়া রাখ যে, শাক্ত না হইলে কাহারও বৈষ্ণব হইবার অধিকার নাই।

"পাঠক! আপন আপন সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী ভুলিয়া একবার সমাহিত-চিত্তে চিন্তা কর দেখি, তাহা হইলেই উপরোক্ত বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তোমরা কি মনে কর যে, চোর, বদমায়েস লম্পটগণও শক্তি কি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিলেই মুক্ত হইবে? কিন্তু একটু ভাবিলেই তোমাদের কথার অসারতা বুঝিতে পারিবে। আর শাক্ত বা বৈষ্ণব শব্দে উপরোক্ত অর্থ গ্রহণ কর, সকল বিবাদভঞ্জন হইবে, শাস্ত্রবাক্যেরও মর্য্যাদা রক্ষা হইবে। বাস্তবিকই বৈষ্ণব মুক্তির অধিকারী —বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য কেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু বিষ্ণু-উপাসক অর্থে বৈষ্ণবশব্দ গ্রহণ করিলে, সে প্রলাপোক্তিতে কে মুক্তি পাইবে কিম্বা কোন্ ব্যক্তি সে কথায় অনুরক্তি প্রকাশ করিবে? আর শক্তিকে যিনি জানিয়া—তাঁহার বাহ্যমুক্ত হইয়া ভগবানের প্রেমমাধুর্য্যে ডুবিয়া গিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব। যে কোনও জাতি—যে কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন, এবম্ভূত বৈষ্ণবই মুক্তির অধিকারী —আমরাও সেই বৈষ্ণবের পদরজঃভিখারী।"

আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ শাক্ত ও বৈষ্ণবের যে উদার সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র গোঁড়ামির স্থান নাই। কেবল বাহ্যিক আচার দেখিয়া শাক্ত-বৈষ্ণব বাছাই করিলে ঠকিতে হইবে মাত্র। শাক্ত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণব চিত্তের অবস্থা। শাক্তকুলেও বৈষ্ণব-সংস্কার লইয়া জন্ম হইতে পারে, আবার বৈষ্ণবকুলেও শাক্ত-সংস্কার লইয়া জন্ম হইতে পারে। এমন কি মুসলমান-খৃষ্টানের মধ্যেও শাক্ত বৈষ্ণব থাকিতে পারেন। শাক্ত-বৈষ্ণব কেবল হিন্দুবংশেই জন্মগ্রহণ করিবে—ইহার কোন মানে নাই। শক্তি-উপাসকে এবং বিষ্ণু-উপাসকে দ্বন্দ্বের কি হেতু থাকিতে পারে? চিত্তের ভাব অনুসারেই শাক্ত-বৈষ্ণব সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত, নতুবা বাহ্যিক আচার বা বেশভূষা দেখিয়া শাক্ত বৈষ্ণব নির্ব্বাচন করিতে গেলে, গণনায় ভুল থাকিয়া যাইবে। দেবতামাত্রেই শক্তির ঘনীভূতরূপ। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে সকলেই শাক্ত। শক্তিকে ঘৃণা করিয়া কাহারও বৈষ্ণব হওয়ার উপায় নাই। মাধুর্য্যভাবের উপাসকই—বৈষ্ণব। ভগবানের ঐশ্বর্য্য-শক্তির উপাসক শাক্ত। শক্তি আরাধনার পরই, মনে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উদয় হয়। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ প্রথমে শক্তির আরাধনা করেন, পরিণামে তিনি প্রেমভক্তির উপাসনায় নিরত হন। চিত্তের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে কে শাক্ত, কে বৈষ্ণব—তাহা বুঝিতে গণ্ডগোল হয় না। আসল রহস্য বা তত্ত্ব বিসর্জ্জন দিয়া কেবল আচার লইয়া বিচার করিলে গণ্ডগোল থাকিয়াই যাইবে। শাক্তের আচারে এবং বৈষ্ণবের আচারে প্রভেদ রহিয়াছে বিস্তর। কেবল আচারের দিকে লক্ষ্য রাখিলে দ্বন্দ্বের নিরসন হওয়া অসম্ভব; কিন্তু মূলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে পারিলে, তখন আর মনে শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব স্থানই পায় না। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ শাক্ত-বৈষ্ণবের যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চিরকালের মতই অবসান হইবে।

ভাবের দিকে লক্ষ্য করিলে, পাশ্চাত্যজাতিকে অনায়াসেই শাক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা চলে। বাহ্যিক আচার নহে, ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিতে হইবে। আধিকারিকপুরুষ শাক্ত-বৈষ্ণবের মিলন-সঙ্গীতই রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে শক্তি-উপাসক শাক্ত নহে, বিষ্ণু-উপাসক বৈষ্ণব নহে। শাক্ত-বৈষ্ণব—দুইটি সাধনার স্তর। একই মানুষ শাক্ত এবং বৈষ্ণব দুই-ই হইতে পারে। শাক্তভাব এবং বৈষ্ণবভাব একজনের ভিতরই থাকিতে পারে। কাজেই দ্বন্দ্ব কোথায়? উভয়ের প্রয়োজনীয়তা যেখানে সমভাবে স্বীকৃত, সেখানে ত পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের ভাব জাগিতে পারে না।

আধিকারিকপুরুষ শাক্ত-বৈষ্ণবের যে মিলন-সূত্র বাঁধিয়া গিয়াছেন, সেই প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করে কে? আমরা সকলকেই আধিকারিক-পুরুষের শাক্ত-বৈষ্ণবের ব্যাখ্যা তলাইয়া বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করি।

৩। হরি ও হরে

'নির্লিপ্ত গৃহী এবং প্রকৃত সন্ন্যাসী একাসনে অবস্থিত; তাঁহাদের মধ্যে ব্যবহারিকভাবে পার্থক্য থাকিলেও পারমার্থিক-ভাবে কোনও বিভিন্নতা নাই'—বলিয়াছেন আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দ। সর্ব্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সমন্বয়বাদী। শঙ্কর-পন্থী সন্ন্যাসী হইয়াও, গৃহী-ত্যাগীর মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। গৃহীদের ঘৃণার দৃষ্টিতে কখনও তিনি দেখিতেন না। শঙ্করাচার্য্য আসিয়াছিলেন, সন্ন্যাসীসম্প্রদায় সংগঠন করিতে, গৃহীদের জন্য তিনি কিছুই করিয়া যান নাই। তাঁহার উপদেশ—সন্ন্যাস-মার্গের। আদর্শ-গৃহী সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেন নাই। কিন্তু আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের দৃষ্টি ছিল গৃহী-সন্ন্যাসীর প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমান। কোন কোন ক্ষেত্রে গৃহীদের জন্যই তিনি বেশী ভাবিয়াছেন। তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল, সমাজে আদর্শ গৃহীর উদ্ভব হউক। 'আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর'* গ্রন্থে আমি আধিকারিক-পুরুষ নিগমানন্দের উপদেশ অবলম্বনে অনেক কথা আলোচনা করিয়াছি। সন্ন্যাস-জীবনে গৃহীর প্রতি এত দরদ আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের মত বড় একটা দেখা যায় না। সমাজে তিনি ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির সৃষ্টি করিতে আসিয়াছিলেন।

গৃহী এবং সন্ন্যাসীর সম্মুখে আদর্শ হিসাবে সদ্‌গুরু নিগমানন্দ হরিহরের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। হরিহরমূর্ত্তি সম্পর্কে আধিকারিকপুরুষ 'প্রেমিকগুরু'তে লিখিয়াছেন—

"হর শব্দে শ্মশানবাসী শিব এবং হরি শব্দে বৈকুণ্ঠবিহারী বিষ্ণুকে বুঝিতে হইবে। হিন্দুমাত্রেই অবগত আছে যে, হরিহর অভিন্ন। হরি ও ঈশানে ভেদবুদ্ধি করিলে নিরয়গামী হইতে হয়, সুতরাং তাঁহারা উভয়ে যে এক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাহ্যতঃ আকাশ-পাতাল ভেদ দৃষ্ট হয়। একজন সর্ব্বত্যাগী শ্মশানবাসী খর্পর মাত্র সম্বল—বিরূপ বেশে ভ্রমণ করিতেছেন, কাজেই হর ত্যাগী—বৈরাগী—সন্ন্যাসী। অপর একজন মণিমুক্তাখচিত ও নৃত্যগীতপূরিত বৈকুণ্ঠবিহারী, পার্শ্বে অনুপমা সুন্দরী; কাজেই হরি ভোগীবিলাসী গৃহবাসী। স্থূলতঃ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও মূলতঃ কোন বিভিন্নতা নাই। শিব সন্ন্যাসী সত্য—কিন্তু দেখিয়াছ কি, উঁহার কোলে কে? বিশ্বমোহিনী রমণী, উনি কে? উনি জীবজগৎরূপা বিশ্বরূপিণী প্রকৃতি। শিব সন্ন্যাসী হইয়া আমিত্ব ও আমিত্বের সঙ্কীর্ণগণ্ডী ভাঙ্গিয়াছেন বটে; কিন্তু জগৎ-সংসারকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন, পরার্থে স্বার্থ পদদলিত

* গ্রন্থকার প্রণীত একখানা মূল্যবান পুস্তক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন,—তাঁহার নিজের বলিতে কিছুই নাই বটে; কিন্তু তিনি প্রত্যেক ভূতের হিতসাধনে রত; তাই ভূতনাথ নামে পরিচিত। তাহা হইলে শিব সন্ন্যাসী হইয়াও সংসারে লিপ্ত। আর আমরা হরিকে গোকুলবিহারীরূপে দেখিয়াছি যে, তিনি গোকুলে গোপ-গোপীর প্রেমে মাতোয়ারা; রাধাপ্রেমে যেন বিহ্বল, রাধার সামান্য অবহেলাতে রাধাকুণ্ডে প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত। সকলেই জানিত শ্রীকৃষ্ণের রাধাগত জীবন; রাধার ক্ষণকালের বিরহে বুঝি তিনি বাঁচিতেন না। কিন্তু কৈ? যেমন অক্রূর আসিয়া মথুরায় সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণ মথুরা রওনা হইলেন, রাধার নিকট বিদায় লইয়া যাওয়ার আবশ্যক বোধ করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন সংবাদ পাইয়া সঙ্গিণীগণসহ রঙ্গিণী রাই আসিয়া পথিমধ্যে রথচক্রের নিম্নে বুক দিয়া পড়িয়া বলিলেন, "আমাদের হৃদয় রথচক্রে নিষ্পেসিত করিয়া মথুরা গমন কর।" শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমোন্মাদিনী গোপরমণীর মর্ম্মভেদী কাতরতায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মথুরা চলিয়া গেলেন। রাম-অবতারে পতিপ্রাণা জানকীকে বিনা অপরাধে কেবল রাজার কর্ত্তব্যে বনে দিলেন। তাহা হইলেই তিনি যত কেন স্ত্রীপুত্র বিষয়-বিভবের মধ্যে থাকুন না, কখনও স্ত্রী-পুত্রের আঁচল ধরিয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন নাই; আত্মসুখে অন্ধ হইয়া তিনি জীবের দুঃখ বিস্মৃত হন নাই; আত্মস্বার্থে পরার্থ পদদলিত করেন নাই; আপন হিত করিতে জগতের হিত ভুলিয়া যান নাই, কাজেই হরি গৃহী হইলেও নির্লিপ্ত। তবেই হর সন্ন্যাসী হইয়াও লিপ্ত আর হরি গৃহী হইয়াও নির্লিপ্ত, আবার লিপ্ত সন্ন্যাসী ও নির্লিপ্ত গৃহী একই কথা—সুতরাং হরিহর অভেদ। এদিকে আবার গৃহীর আদর্শ হরি এবং সন্ন্যাসীর আদর্শ হর। অতএব যে গৃহী হরির আদর্শে জীবন গঠন করিয়াছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং যে সন্ন্যাসী হরের আদর্শে জীবন গঠন করিয়াছেন তাঁহারা উভয়েই সমান—তাঁহাদিগের মধ্যে বিভিন্নতা নাই। বরং হরির আদর্শে গঠিত-জীবন গৃহস্থ—যে সন্ন্যাসী হরের আদর্শে এখনও জীবন গঠন করিতে পারেন নাই, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর হরের আদর্শে, গঠিত-জীবন সন্ন্যাসী সর্ব্বপ্রকার গৃহস্থাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, একথা বলাই বাহুল্য। তাই সেকালের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মবিদ্যায় সমান পারদর্শী হইয়াও বিলাসী রাজাগণ ত্যাগী ব্রাহ্মণগণের নিকট জোড়হস্ত ছিলেন। তাই জনকরাজা অনেক ব্রাহ্মণের শিক্ষাদাতা গুরু হইয়াও তাঁহাদিগের নিকট শিষ্যের ন্যায় অবস্থান করিতেন। আর হরিহর অভিন্নাত্মা হইয়াও সন্ন্যাসী হরই জগদ্‌গুরু পদবাচ্য হইয়াছেন।

"অতএব গৃহস্থ কিম্বা সন্ন্যাসীই হউন, যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থান করতঃ নির্লিপ্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান এবং অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগ করিয়াও জগতের হিতানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীতে কোনই পার্থক্য নাই। তাই গৃহী ব্যাসদেব এবং সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য একই আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং আসনে কিম্বা বসনে, সংযমে কিম্বা স্বেচ্ছাচারে, কৌপীনে কিম্বা কন্থায়, দণ্ড কিম্বা কমণ্ডুলে, ছাই মাটী কিম্বা ত্রিপুণ্ড্র-তিলকে অথবা দেশে দেশে ভেসে বেড়াইলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। আবার বলি যেন স্মরণ থাকে,—যে কোন আশ্রমভুক্ত হউন না কেন, যিনি আমিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী বিশ্বময় প্রসারিতপূর্ব্বক সমবুদ্ধি ও সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া জগতের মঙ্গল সার সম্বল করিয়াছেন, যিনি পরকে অমৃত বিলাইয়া নিজের জন্য কালকূট সঞ্চিত করিতে এবং পরের গলায় মণিহার জড়াইয়া আপন কণ্ঠে ফণীহার দোলাইয়া আনন্দে গালবাদ্য করিয়া নৃত্য করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসী। আর এইরূপ সন্ন্যাসীর নিকট জগৎ গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডবৎ প্রণত হয়।"

আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসী দুইশ্রেণীর ভক্তই আছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের বীজ তিনি রোপণ করিয়া যান নাই। অনেক সময় তিনি আদর্শ-গৃহীর কথা বলিয়া সন্ন্যাসীদের দম্ভ চূর্ণ করিতেন, আবার গৃহস্থদের মস্তক সন্ন্যাসীদের সর্ব্বত্যাগের দৃষ্টান্তের নিকট আনত করাইতেন। তিনি চাহিয়াছিলেন—মিলন। পরস্পর পরস্পরের গুণালোচনা করিয়া উন্নত হইবে—ইহাই ছিল আধিকারিক-পুরুষের প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা। তিনি কাহাকেও ছোট করিয়া বড় হইতে শিক্ষা দেন নাই। তাঁহার ছিল উদার দৃষ্টি। তিনি বলিতেন, 'গৃহী-সন্ন্যাসী উভয়ে মিলিতভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হও।' এককভাবে উন্নতি দেখিয়া তিনি আনন্দ পাইতেন না। গৃহী ত্যাগীর যুগপৎ অভ্যুদয় বা উন্নতি ছিল তাঁহার কাম্য। একজনকে সমাজচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া, আরেকজনকে তিনি উন্নতির চরম শিখরে বসাইতেন না। সন্ন্যাসী গৃহীর প্রতি ছিল তাঁহার সমদৃষ্টি।

অনেক ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ছিলেন গৃহস্থ। কাজেই ব্রহ্মজ্ঞানটা সন্ন্যাসী-দেরই একচেটিয়া নহে। অনির্বাণজী একটি পত্রে আমাকে ঠিকই লিখিয়াছেন *—"ঠাকুরের পরিচয় ছিল, 'নিগমানন্দ'। ঋষিযুগকে তিনি এখানে অবতারিত করবার প্রয়াস করেছিলেন। আমি ত সেই নিগম-ব্যাখ্যা নিয়েই রয়েছি। এর চাইতে তাঁর আরব্ধ-সাধনার অনুবর্ত্তন আর কী ভাবে হতে পারে, আমি জানি না।" সন্ন্যাসীদের দ্বারা তিনি মুনিধারা অর্থাৎ ত্যাগ-বৈরাগ্যের ধারাকে উজ্জীবিত রাখিয়াছিলেন, আর

---

* গ্রন্থকারকে লিখিত অনির্ব্বাণজীর পত্রের অংশবিশেষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহস্থের দ্বারা ঋষিধারাকে অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান দুই শ্রেণীরই আয়ত্তে ছিল। তবে এক শ্রেণী সংসার করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্তে রাখিয়াছিলেন, আরেক শ্রেণী ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সংসার-ত্যাগের পথ বরণ করিয়াছিলেন। আধিকারিকপুরুষ দুই শ্রেণীর কথাই বলিতেন। কর্ম্মক্ষেত্র পৃথক্ হইলেও গৃহী-সন্ন্যাসী উভয়ই তাঁহার সন্তান। এক ধারাকে বিলুপ্ত করিয়া, আরেক ধারাকে তিনি সংরক্ষণ করিতে চাহেন নাই। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দুই ধারাকেই তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। জ্ঞানলাভ করিতে হইলে সন্ন্যাসী অর্থাৎ সংসারত্যাগী হইতে হইবে—ইহা তাঁহার অভিমত ছিল না। তিনি বলিতেন, ঋষিদের কথা। ঋষিরা ছিলেন গৃহস্থধর্ম্মী অথচ ব্রহ্মজ্ঞানী। ঋষির আদর্শেই গৃহস্থসমাজকে তিনি গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন।

একদেশদর্শিতা ছিল না বলিয়াই আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ, গৃহী-ত্যাগীর মধ্যে মিলন সংসাধিত করিয়া গিয়াছেন। আশ্রমের পৃথকত্ব থাকিলেও, উভয়েই কিন্তু আশ্রমবাসী। সন্ন্যাসী-গৃহী উভয়ই আশ্রমবাসী। একদল গৃহস্থাশ্রমী, আরেক দল সন্ন্যাসাশ্রমী। আশ্রমের আদর্শ দুই শ্রেণীকেই সংরক্ষণ করিতে তিনি বলিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসীদের তিনি বলিতেন ঊর্দ্ধরেতা হইতে, আর গৃহীদের বলিতেন সংযতভাবে ভোগ করিতে। ঠিক পথে চলিলে, এক লক্ষ্যে গিয়াই সন্ন্যাসী-গৃহী উপনীত হইবে—এই আস্থাই আধিকারিকপুরুষের ছিল। হরিহর অভিন্নাত্মা, তেমনি গৃহী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর যাহা আদর্শ, গৃহীরা তাহাকেই রূপায়িত করিয়া তুলিবে। গৃহী ও ত্যাগী আধিকারিকপুরুষের কর্ম্ম-চক্রের দুইটি চাকা। উপেক্ষা কাহাকেও করা চলিবে না। সমন্বয়বাদী ঠাকুর আসিয়াছিলেন, সমন্বয়-সাধনের জন্য—বিচ্ছেদের জন্য নহে। সতীর্থ কবি সিদ্ধানন্দজীর ভাষায়—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি চক্রে চলে নাক রথ, দু'টী চাকা তায় চাই।
উভয়ে তথায় সম-উপযোগী, তরতম কিছু নাই॥

উপনিষদের ঋষিদের মত আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দও ত্যাগ-ভোগের সমন্বয়ের কথাই বারংবার বলিয়া গিয়াছেন। কেবল ত্যাগ, কেবল ভোগ কোনটাই সুস্থ আদর্শ নহে। বিদ্যা-অবিদ্যা, সম্ভূতি এবং বিনাশের—যুগপৎ জ্ঞান থাকা চাই। 'যস্তদ্বেদোভয়ং সহ'—ইহাই হইল ঋষির বাণী। আলো-অন্ধকার, নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি দুই দিকেরই আবশ্যকতা আছে। দুইটী ধারাই ঈশ্বরের দিব্যলীলায় প্রয়োজন। উপেক্ষা করা কাহাকেও চলিবে না। সৃষ্টি প্রয়োজনেই হইয়াছে, সর্ব্বদা এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে। সমাজে হরিহরের পূজা একসঙ্গে প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। তবেই ঋষিযুগ আবার ফিরিয়া আসিবে। ত্যাগ-ভোগের সমন্বয়ে শঙ্করকেও চাই, হরিকেও চাই। শঙ্করকে অর্থাৎ ত্যাগকে মূলে রাখিয়া, হরির অর্থাৎ ভোগীর সংসারকে পরিচালিত করিতে হইবে। গৃহী-ত্যাগীর সমন্বিত চেষ্টায় যে অধ্যাত্ম-জগৎ ফুটিয়া উঠিবে, তাহাই হইবে জগতের সম্মুখে বিরাট নিখুঁত আদর্শ। অসুরও চাই, দেবতাও চাই! অফুরন্ত কর্ম্মশক্তি লইয়া অসুরের জন্ম, আর অচ্যুতজ্ঞান লইয়া দেবতাদের জন্ম। কর্ম্ম এবং জ্ঞানের মধ্যে চাই মিলন, চাই সামঞ্জস্য। এই সমন্বয়ের আদর্শ স্থাপনের জন্যই আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ তাঁহার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। দ্বন্দ্ব বা ভেদ যখন প্রবল হইয়া দেখা দেয়, তখন আমাদের সকলেরই সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণের বা হৃদয়ের অনুধ্যান করা কর্ত্তব্য। তিনি ত কাহাকেও বাদ দিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামেন নাই। গৃহী-ত্যাগী তাঁহার দুই হস্ত। কাটিয়া-ছাটিয়া ফেলার অধিকার ত আমাদের নাই। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ ত উচ্ছেদবাদী ছিলেন না, তিনি ছিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমন্বয়বাদী। অনধিকার চর্চ্চাতেই যত গণ্ডগোলের সৃষ্টি। স্বধর্ম্মে অর্থাৎ যাহার যাহার আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে হইবে। হরি-হরের বিচ্ছেদ আমাদের কাম্য নহে, মিলনই কাম্য। আধিকারিকপুরুষের আকাঙ্ক্ষিত আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিলে, তাঁহার প্রাণেই যে আঘাত দেওয়া হইবে—এই সম্পর্কে গৃহী-ত্যাগী সকলেই যেন সর্ব্বদা সচেতন থাকেন। হরিহরের মর্য্যাদা সংরক্ষণে আমরা সকলেই যেন তৎপর হই। হরি এবং হরকে বিচ্ছেদ করিয়া নহে, একাত্মা ভাবিয়া আমাদের চলিতে হইবে, তবেই সমন্বয়বাদী শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হইবে।

৫। আচার্য্য শঙ্কর ও গৌরাঙ্গে

জ্ঞানবাদী আচার্য্য শঙ্কর ও ভক্তিবাদী শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মিলনকল্পনা আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দদেব তাঁহার রচিত 'আচার্য্য শঙ্কর ও গৌরাঙ্গদেব' শীর্ষক প্রবন্ধে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের চক্ষে কেবল বিরোধের দিক্‌টাই ভাসিয়া ওঠে; কিন্তু মিলনের দিক্‌টা আমরা উপেক্ষা করি। মহাপুরুষদের বেলায় দেখি উল্টা; তাঁহারা ভেদ অপেক্ষা, অভেদের দিক্‌টাই বড় করিয়া দেখেন। শঙ্কর এবং গৌরাঙ্গের ভাব পৃথক বটে; কিন্তু একই ব্যক্তির মধ্যে কি শঙ্কর-গৌরাঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিতে পারে না? আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ জ্ঞান ও ভক্তিকে কিরূপে এক আধারে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, অতঃপর তাঁহার রচিত প্রবন্ধে আমরা তাহাই লক্ষ্য করিব। তিনি লিখিয়াছেন—

"যিনি শঙ্করাচার্য্য কিংবা গৌরাঙ্গদেবের ন্যায় সন্ন্যাসী হইয়াছেন, যাঁহার জ্ঞান ও ভক্তির মন্দাকিনী আমিত্বরূপ গোমুখীর মুখ বিদীর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া, সংসাররূপ হরজটার জটীলবর্ত্ম পার হইয়া পৃথিবী প্লাবিত করিয়া বহিয়া যায়, যাহার উচ্ছ্বসিত বেগে নাস্তিক পাষণ্ডরূপী মত্ত ঐরাবতও তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে বাধ্য হয়, সেই সন্ন্যাসের ত্যাগমন্ত্র সমুদ্ভূত পুণ্যময় আনন্দপ্রবাহে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া আত্মহারাবৎ চালিত হইতে পারিলেই তাঁহার জীবন সার্থক হইল। এইরূপ মানবজীবন সার্থক করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রে প্রধানতঃ দুইটী পথ নির্দ্দিষ্ট আছে, একটী জ্ঞান-পথ, আরেকটী ভক্তিপথ। যাহারা জ্ঞানকে জ্ঞানপথ এবং ভক্তিকে ভক্তি-পথ বলিয়া মনে করে, তাহারা সমধিক ভ্রান্ত। জ্ঞানপথেও কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সম্মিলনে যাইতে হয় এবং ভক্তিপথেও কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে গমন করিতে হয়। সুতরাং উভয় পথেই গমনের উপায় একই প্রকার, কিন্তু পথের বিভিন্নতা আছে। জ্ঞানমার্গের নাম বিশ্লেষণ পথ আর ভক্তিমার্গের নাম সংশ্লেষণ পথ। কার্য্য ধরিয়া কারণে যাওয়ার নাম বিশ্লেষণ বিচার, আর কারণ লাভ করিয়া কার্য্য-রহস্য অবগত হওয়ার নাম সংশ্লেষণ বিচার। যাঁহারা জড়জগৎ ধরিয়া 'নেতি' 'নেতি' করিতে করিতে স্থূল, সূক্ষ্ম অতিক্রমপূর্বক ব্রহ্মানন্দে বিশ্রাম লাভ করেন, তাঁহারাই জ্ঞান-মার্গী, আর যাঁহারা ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়া এই জীব-জগৎ তাঁহারাই বিকাশ মনে করতঃ লীলানন্দে বিশ্রাম লাভ করেন, তাঁহারাই ভক্তিমার্গী।

"ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া সচ্চিদানন্দ ভগবানের যে স্বরূপলক্ষণ সাধারণের নিকট ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার উদার গর্ভে সর্ব্বাধিকারী জনগণ বিশ্রাম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। মানব এক নূতন চক্ষুলাভ করিয়া জড়-জগতের সুস্থূল যবনিকার অন্তরালে দৃষ্টি করতঃ মরজগতে অমরত্বলাভে ধন্য হইয়াছে। কিন্তু আচার্য্যদেব যে উপায়ে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিবার পন্থা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণ পথ—জ্ঞানমার্গ। আর ভগবান্ গৌরাঙ্গদেব তাহা লাভ করিবার যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপায় প্রচার করিয়াছেন, তাহা সংশ্লেষণ পথ—ভক্তিমার্গ। তাই শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানাবতার এবং গৌরাঙ্গদেব ভক্তাবতার নামে অভিহিত হন।

"জ্ঞানী বা ভক্তকে জ্ঞানমার্গের বা ভক্তিমার্গের লোক বলে না। জ্ঞানমার্গেও ভক্ত ও জ্ঞানী এবং ভক্তিমার্গেও জ্ঞানী ও ভক্ত—এই উভয় শ্রেণীর লোক বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট এবং সাম্প্রদায়িক গোঁড়া ব্যক্তি সকল এ অধ্যাত্ম-সত্য অবগত না হইয়া, স্ব স্ব বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ চালিত হইয়া অনর্থক কোলাহল করিয়া থাকে। জ্ঞান-পথ বড় কি ভক্তিপথ বড়, এই বিচার করিতে গিয়া কেবল বাজে বাত-বিতণ্ডা লইয়া কালাতিপাত করে। যত মত, তত পথ; রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে যাহার যে পথে অধিকার জন্মিয়াছে, তাহাকে সেই পথেই চলিতে হইবে। মুর্শিদাবাদের নবাব ও বর্দ্ধমানের মহারাজা—এই দুইজনের মধ্যে কে বড় তাহা বিচার করিতে যাইয়া সময় নষ্ট করিলে পরপিণ্ডভোজী ভিখারীর ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে কি? ঐ সকল বাজে তর্ক ছাড়িয়া ভিক্ষায় বাহির হওয়া যেমন ভিক্ষুকের কর্ত্তব্য; তদ্রূপ ধর্ম্মের ছোটবড় না বাছিয়া সর্ব্বদা আপন আপন অধিকারানুরূপ ধর্ম্মকার্য্য করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। নদীতীরস্থিত গ্রামবাসী যেমন নদীর ঘাটে গমন করিবার জন্য আপন আপন বাসস্থান হইতে সুবিধানুরূপ রাস্তা প্রস্তুত করিয়া লয়, তদ্রূপ মানব জন্মান্তরের সঞ্চিত গুণ-কর্ম্মে যে যে-রূপ অধিকার লাভ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে, তাহাকে এবার সেই স্থান হইতে গমন করিতে হইবে। অন্যের গম্যপথ তাহার পক্ষে ভয়াবহ; সুতরাং পরের পথ লইয়া সাধকের আন্দোলন-আলোচনা বিড়ম্বনামাত্র। অবতার লইয়া যাহারা ছোটবড় বিচার করিতে যায়, তাহারা ধর্ম্মদ্রোহী নারকী মাত্র। একটী অবতারকে চিনিতে পারিলে কোন অব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারের রহস্যই অজ্ঞাত থাকে না। খৃষ্টান অবতারবাদ বুঝে না, তাই শঙ্কর বা গৌরাঙ্গের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাঁহাদের অযথা নিন্দা করিয়া থাকে। আবার যে হিন্দুসাধক অবতার-তত্ত্ব বুঝিয়াছে, সে মহম্মদ বা যীশুকেও ভক্তিবিনম্রহৃদয়ে সম্মান দান করিয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বেই, বলিয়াছি, অস্মদ্দেশের লোকের ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে বুঝিবার কোন সময়েই সুযোগ হয় নাই; তবে গৌরাঙ্গ-দেবের এই দেশেই লীলাভূমি, কাজেই অধিকাংশ লোক তদীয় ভক্ত। কিন্তু তাহারা সংস্কারবশে গৌরভক্ত হইয়াছে মাত্র, প্রকৃত প্রস্তাবে অতি অল্পলোকেই তাঁহার মহিমা জ্ঞাত আছে। তাহারা গোঁড়ামির সময় চক্ষু আবৃত করিয়া একের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিতে অন্যের নিন্দা প্রচার করিয়া থাকে। পরের ধর্ম্মনিন্দায় নিজ ধর্ম্মের গৌরবহানি হয়, এই সোজা কথা যে সকল ব্যক্তি বুঝিতে পারে না, ভগবানের কৃপা ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর নাই।

"এক অবতার দয়াল; কিন্তু কোন অবতার দয়াল নহে?—একই ভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জীবের অভাব পরিপূরণার্থ ভিন্ন-ভিন্নভাবে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অবতার কথাটাই যে দয়ায় মাখা, জীবের প্রতি দয়া না হইলে তিনি স্বরূপ ছাড়িয়া জীবভাব অবলম্বন করিবেন কেন? আর কোন অবতার অপ্রেমিক আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যিনি রাজৈশ্বর্য্য, পতিব্রতা স্ত্রী ও শিশুপুত্র পরিত্যাগ করিয়া জীবদুঃখ মোচনের জন্য যৌবনে সন্ন্যাসী হইলেন, সে বুদ্ধদেব কি অপ্রেমিক? যিনি বিম্বিসার রাজার নিকট নিজের অমূল্য-জীবনের বিনিময়ে কতকগুলি ছাগলের প্রাণভিক্ষা চাহিয়াছিলেন, সেই বুদ্ধদেব কি অপ্রেমিক? যিনি ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া অত্যাচারী ব্যক্তিবর্গের জন্য দয়া ভিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই যিশু কি অপ্রেমিক? আর শঙ্করাচার্য্য তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন! পাপী-পুণ্যবান্, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল কিম্বা কীট-পতঙ্গকে সংবুদ্ধিতে ভালবাসিতে যাওয়া কি সোজা কথা? ধরে বেঁধে কি পীরিত হয়? কিন্তু আমি 'আমাকে' ভালবাসি, ইহা বুদ্ধি খরচ করিয়া বুঝিতে হয় না, আবার আকীট ব্রহ্ম পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থ সেই আমিত্বেরই বিকাশ; ইহাই শাঙ্করমতের মূলমন্ত্র। সুতরাং আমিত্বের স্বরূপ উপলব্ধি হইলে আত্মপ্রীতি বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইবে। অনেকে মনে করে, শঙ্করাচার্য্য ভক্তিতত্ত্ব অবগত ছিলেন না। যিনি বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে মুক্তিসাধনের যত প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে 'ভক্তিরেব গরীয়সী' বলিয়া ভক্তির প্রাধান্য প্রমাণ করিয়াছেন, তিনি ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতেন না বলিলে নিজেরই মূর্খতা ও নির্লজ্জতা প্রকাশ পায়। আবার আর এক শ্রেণীর দেশদ্রোহী ভগবান্ গৌরাঙ্গদেবকে 'শচী পিসির বেটা' মনে করিয়া মুন্সিয়ানা চালে নাসিকাটি কুঞ্চিত করিয়া থাকে। অথচ পাশ্চাত্য জগতের প্রধান পণ্ডিত মোক্ষ মূলার বলিয়াছেন, 'যে দেশে গৌরাঙ্গের ন্যায় মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছিল, সে দেশ, সে জাতি কখন হীন নহে, তাহা হইলে তাহাদিগের দেশে এমন মহাপুরুষের জন্ম হইত না', যাঁহার আবির্ভাবে পতিত দেশের ও পতিত জাতির কলঙ্ক ঘুচিয়া গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে. তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্পণ করিলে ম্লেচ্ছ-দাসত্ব উপজীবী-জীবের ঘৃণ্য-জীবনের উপায় হইবে কি? এমন দিন কবে হইবে, যেদিন দেখিব প্রত্যেক বাঙ্গালী ভক্তিবিনম্রহৃদয়ে গৌরাঙ্গ-পদে প্রাণের প্রেমপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে। গৌরাঙ্গদেব যে আমাদের জাতীয় সম্পত্তি, ঘরের ধন। বাঙ্গালী না যতদিন গৌরাঙ্গদেবের আদর শিখিতেছে, ততদিন তাহাদের জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহত। ওরে আজিও যে পাঁচশত বৎসর হয় নাই, এখনও বাঙ্গালার অনেক পল্লীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধূলিতে তাঁহার পদধূলি মিশ্রিত রহিয়াছে, বাঙ্গালার রঙ্গে লুটাইলেও তাঁহার করুণাপ্রাপ্ত হইতে পারিবে।

"ভগবানেরই অবতার হইয়া থাকে, সুতরাং **অবতারমাত্রেই মূলতঃ এক**। এক অবতার অন্য অবতারের মত বিনষ্ট করিয়া নিজমত প্রতিষ্ঠা করেন, ইহা ভ্রান্ত ধারণা। আমরা জানি এক অবতার কর্ত্তৃক অন্য অবতারের মত পরিণতি ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। তবে সমাজের সংস্কার নষ্ট করিবার জন্য পরবর্ত্তী অবতার পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারের মতগুলির নিন্দা করিয়া নূতন সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া দেন। তাই বুদ্ধদেবকে কামনামূলক কর্ম্মের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে সময়ে সময়ে বেদের নিন্দা করিতে হইয়াছে। আবার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের তিরোধানের বহু পর যখন হিন্দুসমাজ কেবল জ্ঞানের শুষ্ক কথায় ভরিয়া গেল, আত্মসমাধি, আত্মজ্ঞানের পরিবর্ত্তে কেবল বিরাট তর্কজাল বিস্তার করিয়া মুখে ব্রহ্মবিৎ এবং কার্য্যে নাস্তিকতা ও ভোগলোলুপতাপ্রযুক্ত হিন্দুগণ যখন উন্মার্গগামী হইয়া পড়িল, তখনই ভগবান্ গৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হইয়া সংশ্লেষণ পথ অর্থাৎ ভক্তিমার্গের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন। অহংবুদ্ধিবিশিষ্ট সোঽহং জ্ঞানীর সংস্কার নষ্ট করিবার জন্য আত্মানন্দ বিচাররূপ বিশ্লেষণ পথের অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের নিন্দাবাদও তজ্জন্য তাঁহার প্রচার করিতে হইয়াছিল। দেশের লোক কি ভুলিয়া গিয়াছে গৌরাঙ্গদেব শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসধর্ম্মাশ্রিত ভারতীসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমৎ কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তর বিশ্লেষণ পথে যাইয়া আত্মজ্ঞানলাভকরতঃ তিনি সংশ্লেষণ পথ অবলম্বনপূর্ব্বক সেই পথেই হিন্দুসমাজকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

"অনেক বিকট ভক্ত গৌরাঙ্গদেবের মহত্ত্ব প্রচার করিতে গিয়া বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে যে, মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব সার্ব্বভৌম এবং সন্ন্যাসীর নেতা শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁহার নিকটে বিচারে পরাস্ত হইয়া তদীয় মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সাধকমাত্র, আর গৌরাঙ্গদেব অবতার। সাধক বুঝিতে পারিলে বিনা বিচারে অবতারের চরণে লুণ্ঠিত হইবেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে গৌরাঙ্গদেবের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উপস্থিত করিলে তাঁহার আর মহত্ত্ব কি?—বরং গৌরবের হানি হইয়া থাকে। এই সকল লোকের দ্বারা সমাজের মঙ্গল দূরে যাক্, হিংসাদ্বেষ বৃদ্ধি হইয়া সমাজের সমধিক অমঙ্গলই সাধিত হয়।

"বিশ্লেষণ অর্থাৎ—জ্ঞানপথের সাধকগণ ব্রহ্মসত্তায় নিমগ্ন হইয়া যান, লীলানন্দ ভোগ করিতে পারেন না; আবার সংশ্লেষণ পথের লোক লীলানন্দে ডুবিয়া স্বরূপানন্দে বঞ্চিত হয়েন। কিন্তু যিনি বিশ্লেষণ পথে গমন করিয়া সংশ্লেষণ পথে ফিরিয়া আসেন, তিনিই সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে ডুবিয়া আত্মস্বরূপে লীলানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। একমাত্র তাঁহার জীবনই সম্পূর্ণ। যাঁহারা লীলানন্দে মাতিয়া যান তাঁহারা নিত্যানন্দের আস্বাদ না পাইয়া নিত্যাবস্থা কঠোর ও শুষ্কজ্ঞানে বিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, আবার যাঁহারা কেবল নিত্যানন্দে মাতোয়ারা, তাঁহারা অনিত্যজ্ঞানে লীলানন্দে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। কিন্তু ভগবান্ যেমন নিত্য অর্থাৎ অনাদি ও অনন্ত, ভগবানের লীলাও তদ্রূপ অনাদি ও অনন্ত। সুতরাং নিত্য ও লীলা, ভগবানের এই উভয়ভাব যুগপৎ যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মবিৎ—তিনিই প্রেমিক-শিরোমণি। ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গের মধ্যে একটী পথ অবলম্বন করিলে পূর্ণ সচ্চিদানন্দ উপলব্ধি হয় না। উভয় মার্গাবলম্বন অর্থাৎ জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়ীমার্গে গমন না করিলে পূর্ণানন্দের অধিকারী হওয়া যায় না, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া সার্ব্বভৌম উদারতা জন্মে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজেই তাহারা সাম্প্রদায়িক গণ্ডী ছাড়াইতে না পারিয়া হিংসাদ্বেষে ধর্ম্মজগৎ কলুষিত করিয়া থাকে। আর যাহার হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তির মিলন হইয়াছে, তাঁহার নিকট কোন গোল নাই, কোন বিদ্বেষ নাই, তিনি সকল সম্প্রদায়ে মিশিয়া, সকল রসে রসিয়া এবং সকলের নিকট বসিয়া সর্ব্বপ্রকার আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। হনুমান, প্রহ্লাদ, শুকদেব, জনক প্রভৃতি মহাত্মারা জ্ঞান-ভক্তির মিলনে কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ, তুলসীদাস, গুরু নানক প্রভৃতি মহাপুরুষগণও জ্ঞানভক্তির মিলনানন্দের আস্বাদ পাইয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য ও গৌরাঙ্গদেবের মিলনই জ্ঞানভক্তির সমন্বয়। শঙ্কর ও গৌরাঙ্গের মিলনেই পূর্ণ সত্য—প্রকৃত ধর্ম্ম। সুতরাং সাধকমাত্রেই সযত্নে হৃদয়মন্দিরে শঙ্কর ও গৌরাঙ্গকে একাসনে স্থাপন করে। আমরা কবে দেখিব, এমন দিন কবে হইবে যে, প্রত্যেক সাধকের হৃদয়ে ওতঃপ্রোতভাবে শঙ্কর ও গৌরাঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। শঙ্কর ও গৌরাঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞানভক্তির মিলন হইলেই ধর্ম্মজগতের যাবতীয় হিংসাদ্বেষ—দ্বন্দ্বকোলাহল দূরীভূত হইয়া শান্তির—প্রেমের অমিয়ধারা প্রবাহিত হইবে। তাঁহাদের অঙ্কে সাধারণ লোকও নির্ব্বিবাদে স্থানলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও গৌরাঙ্গদেবের মিলন হইলে জগতের যাবতীয় ভেদভাব দূরীকৃত হইয়া প্রেমের রাজ্য সংস্থাপিত হইবে। সম্প্রদায়ান্ধ ব্যক্তিগণ যেখানে শঙ্কর এবং গৌরাঙ্গকে পৃথকাসন প্রদান করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইখানেই আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ মিলনবেদী রচনা করিয়া শঙ্কর-গৌরাঙ্গকে একাসনে বসাইয়াছেন। তাঁহার এই মিলন প্রচেষ্টা বাস্তবিকই অভিনব। তিনি মানস-নেত্রে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, শঙ্কর-গৌরাঙ্গের অর্থাৎ জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয় না হইলে পৃথিবীতে শান্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিবে না। গোঁড়ামিকে তিনি সর্ব্বদা নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রাণে সর্ব্বদা ঐক্যের ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। গৌরাঙ্গকে ভক্তিবাদী বলিয়া, আর শঙ্করকে জ্ঞানবাদী বলিয়া কখনো তিনি পৃথক্ আসনের সৃষ্টি করেন নাই। তিনি ছিলেন অভেদবাদী। সকল অবতারের মূলেই এক ভগবান্। কাজেই ভগবানের এক অবতারের প্রশংসা করিয়া, অন্য অবতারের নিন্দা করা—কোন মতেই তিনি সমর্থন করিতেন না। শঙ্কর-গৌরাঙ্গকে তিনি নিজ হৃদয়াসনে বসাইয়াছিলেন। তিনি শঙ্করের মধ্যে দেখিতেন গৌরাঙ্গকে, গৌরাঙ্গের মধ্যে শঙ্করকে। যিনি শঙ্কর, তিনিই গৌরাঙ্গ; যিনি গৌরাঙ্গ তিনিই শঙ্কর—এইরূপ মনোভাব ছিল আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের। ধ্যানের সময়, শঙ্কর-গৌরাঙ্গের ছবি যুগপৎ তাঁহার হৃদয়ে ভাসিয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, 'আমি ভাবিয়া পাই না, কি করিয়া লোক একজনকে নিন্দা করে, আরেকজনকে প্রশংসা করে। শঙ্কর-গৌরাঙ্গ উভয়ই যে আমাদের হৃদয়ের অমূল্য মাণিক।" এক ভগবানই তো বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আসেন, কাজেই তাঁহার কোন্ মূর্ত্তিকে উপেক্ষা করা চলে? সমন্বয়বাদী শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়াছিলেন, সমন্বয়ের ভাব জগতে প্রচার করিতে। তিনি সকলকেই তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে স্থান দিতেন। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করিয়া যেমন তিনি আনন্দ পাইতেন, তেমনি সকলের মধ্য দিয়া এক অন্তর্য্যামী ভগবান্ই প্রকটিত—এই অনুভূতিতেও বিভোর হইয়া থাকিতে তাঁহাকে দেখিয়াছি। আজ সমগ্র জগতে সমন্বয়ের বাণী, ঐক্যের বাণীই প্রচার করিতে হইবে। আধিকারিক-পুরুষ নিগমানন্দ ছিলেন সমন্বয়ের অগ্রদূত। সকল সাধন-পথে সাধনা করিয়া তিনি ইহাই বুঝিয়াছিলেন, 'সকল মত পথ আসিয়া এক জায়গাতেই সম্মিলিত হইয়াছে।' কাজেই পরস্পরের মধ্যে সমন্বয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাব প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত। সমন্বয়ের ঠাকুররূপেই আজ তাঁহাকে সমগ্র জগৎ বরণ করিয়া লইয়াছে।

৫। প্রকৃতি ও পুরুষে

আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ 'জ্ঞানীগুরু'তে লিখিয়াছেন—"প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র রাখিয়া কেবল পুরুষপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক কখনই ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হইবে না। প্রকৃতি ও পুরুষের একাত্মভাবের নাম ব্রহ্ম। তত্ত্বদর্শীগণ প্রকৃতি ও পুরুষের একতাকেই ব্রহ্ম বলিয়া ভাবেন। প্রকৃতি ও পুরুষের একাত্মতাভাব কেবল সমাধি অবস্থাতেই অনুভব হইয়া থাকে। তখন জানিতে পারা যায়, এক ব্রহ্মই চণকবৎ (ছোলার ন্যায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া প্রকৃতি-পুরুষরূপে দৃশ্যমান হইতেছেন।"

মহদ্‌ব্রহ্মকে বাদ দিয়া কেবল নির্গুণচৈতন্যের জ্ঞান হইলেই তাহাকে সম্যক্‌জ্ঞান বলে না। মহৎ-তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ভিতর দিয়া চৈতন্যের বিকাশকেও অনুভবের মধ্যে আনিতে হইবে। প্রকৃতি ও পুরুষকে ভিন্ন মনে করিলে আসল ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। আধিকারিকপুরুষ 'জ্ঞানীগুরু'র আরেক জায়গায় লিখিয়াছেন—"প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়াত্মক ব্রহ্ম জগৎরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন বলিয়া 'হরগৌর্য্যাত্মকং জগৎ' বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কাজেই যুগপৎ পুরুষ প্রকৃতির বা হরগৌরীর মিলিতজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। তন্ত্রে বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বের একত্র সম্মিলনকেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলা হইয়াছে। মূলাধার কমলস্থিতা কুণ্ডলিনীশক্তির সহিত সহস্রারস্থিত পরম শিবের যে সম্মিলন, তাহাকেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলে। কেবল পুরুষপক্ষ বা কেবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতিপক্ষ অবলম্বন করিলে ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হইবে না, স্পষ্টভাবে এই কথা বলিয়াছেন আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দ। এই জন্যই সমাধিস্থ হইতে না পারিলে, অর্থাৎ মনের রাজ্য অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত অখণ্ড-ব্রহ্মের ধারণা আসা অসম্ভব।

আমরা আত্মা বা ব্রহ্ম বলিতে জগতের সঙ্গে কোন সংস্রব নাই এমন চৈতন্যকেই বুঝিয়া থাকি; কিন্তু আত্মা বা ব্রহ্ম যে সকলকে জড়াইয়া রহিয়াছেন—সহজ সরল খাঁটি এই কথাটি আমাদের মনে থাকে না। সমাধির রাজ্যে না গেলে বাস্তবিকই অখণ্ডের জ্ঞান হইতে পারে না: সাধারণ মানুষ পরিণামের ভিতর দিয়া অপরিণামী চৈতন্যকে ঠিক ধরিয়া রাখিতে পারে না। এই জন্যই ভেদবুদ্ধি ছাড়া তাহাদের কোন জ্ঞানই লাভ সম্ভব নহে। পৃথক করিতে না পারিলে, তাহাদের কোন বিষয়েই জ্ঞান হয় না। বিষয়-বিষয়ীর একাত্মক জ্ঞানলাভ তাহাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। প্রকৃতি-পুরুষ যে আলিঙ্গনাবদ্ধ অর্থাৎ জড়চৈতন্যের একত্বানুভূতি একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব। সমাধিতে এই অভেদজ্ঞানই লাভ হইয়া থাকে।

আধিকারিকপুরুষ 'জ্ঞানীগুরু'রই অন্য জায়গায় লিখিয়াছেন—"বাহ্যজগতের মর্ম্মে মর্ম্মে যে মহতীশক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহারই নাম প্রকৃতি এবং ঐ বাহ্যজগতে যে চৈতন্য স্ফূর্ত্তি স্বপ্রকাশ রহিয়াছে, তাঁহারই নাম শিব বা পুরুষ। এই চৈতন্য এবং মহতীশক্তিকে সমষ্টি করিয়া যখন একাসনে উভয়কে একত্র জড়িত বলিয়া অনুভব হইবে অর্থাৎ দুইএর একটিকে স্বতন্ত্র করিতে গেলে, যখন দুইটিই অদৃশ্য হইবে বলিয়া বোধগম্য হইবে, তখনই ব্রহ্মকে চিনিতে পারিবে।" সমাধিযোগ ব্যতীত ব্রহ্মের স্বরূপ বোধ হয় না। আলাদা বা পৃথক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে গেলেই ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গহানি হয়। আরোহ অবরোহ দুইটি ধারাকে এক সঙ্গে মিলাইতে হইবে। জোয়ার-ভাটার পৃথকত্বটাই আমরা দেখি; কিন্তু এক জায়গায় জোয়ার ভাটার যুগল-রূপও তো প্রতিষ্ঠিত। এই যুগলের দর্শনই অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের একাত্মভাবের উপলব্ধির নামই ব্রহ্মজ্ঞান। অগ্নিকে যেমন পৃথক করা যায় না দাহিকা-শক্তি হইতে, তেমনি ব্রহ্মকেও তাঁহার চিৎ-শক্তি হইতে বিবিক্ত করা যায় না। বিবিক্ত-জ্ঞান বা পৃথকজ্ঞান মনের এপারে, ওপারে অভেদ জ্ঞান। সেখানে দুই মিলিয়া তবে এক পূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন।

প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব সম্পর্কে অনির্বাণজী কয়েকটী মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন আমাকে * লিখিত পত্রে। নিম্নে তাহার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা—

"সাংখ্য সাধনার প্রয়োজনে প্রকৃতি বা শক্তিকে পুরুষ বা চৈতন্য হতে আলাদা করে নিয়েছেন। এটা হল আরোহক্রম। তাতে তত্ত্ব অপরিণামী (চৈতন্য) আর পরিণামিনী (প্রকৃতি) দু'ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে। সাধক আগে নিজের মাঝে এটা দেখেন—আধারে শক্তির তরঙ্গ উঠছে পড়ছে; কিন্তু পুরুষ নির্বিকার। পরে জগতেও তা-ই দেখেন। এই ধরণের জগদ্দর্শন হতেই শঙ্করের নির্গুণব্রহ্মবাদের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু এটা হল অনুভবের প্রথম দশা। [আবার ব্রহ্ম-নির্বাণে এইটাই শেষ দশাও] অনুভবের পরিপাকে উপদ্রষ্টা পুরুষ ক্রমে অনুমন্তা ভর্তা এবং ভোক্তা মহেশ্বর হতে পারেন। তখন আর প্রকৃতি-পুরুষে ছাড়াছাড়ি নাই। প্রকৃতি তখন পুরুষের চৈতন্যে চিন্ময়ী। তাই সে-অবস্থায় চৈতন্যের পরিণাম স্বীকৃত। এই প্রকৃতিকে বৈষ্ণবরা

---

* গ্রন্থকার স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপশক্তি বলেন। তন্ত্রে "শক্তি শক্তিমান অভেদ"—এই অর্থেই। এটা সিদ্ধের অনুভব। কিন্তু অন্তকালে প্রকৃতির বা স্বরূপশক্তির চিন্ময় পরিণামও বিশুদ্ধ সৎস্বরূপে লয় হয়ে যায়। লয়চেতনা ব্যক্তির, কিন্তু সমষ্টিতে লয়চেতনা নাই। সেখানে অব্যক্তও ব্যক্ত। এই অব্যক্তের ব্যক্তির কথা উপনিষদে আছে। উপমা দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎঝলকের। এই অনুভব আবার এই দেহে থাকতেও হতে পারে।"

অপরা-প্রকৃতিই শোধিত হইলে পরাপ্রকৃতি বা ব্রহ্মের চিৎশক্তিতে পরিণত হয়। পূর্ণাদ্বৈত, পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলিত অবস্থাকেই বোঝায়। নির্ব্বিশেষের মধ্যেও সর্ব্বসম্ভবা শক্তির বীর্য্য রহিয়াছে। ব্রহ্মের স্থিতি এবং গতিতে বিরোধ কল্পনা প্রাকৃত মনের কার্য্য, এই জন্যই মনের রাজ্য অতিক্রম না করিলে, পরস্পর যে পরস্পরের আপূরক এই সত্যিকার অনুভূতি লাভ হয় না। স্বরূপস্থিতি এবং উল্লাস বা লীলায়ন—এই দুই ভাবকে মিলাইলে তবে পূর্ণ ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। নিত্য এবং লীলায় কোন অসামঞ্জস্য নাই। অনন্তই অগণিত গুণে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছেন। দুইটি প্রত্যয় যে একসূত্রে গাঁথা কিম্বা প্রত্যয় যে মূলতঃ একই, এই অনুভব ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যেই দেখিতে পাই। প্রকৃতি বা সৃষ্টির মধ্যে ব্রহ্ম নিখুঁজ হইয়া যান নাই, পরিণামের ভিতর দিয়া তিনিই অবরোহক্রমে নামিয়া আসিয়াছেন। কাজেই জগৎ বা বিশ্ব-প্রকৃতিকে বাদ দিয়া ব্রহ্মের উপলব্ধিকে সম্পূর্ণাঙ্গ অনুভব বলে না। ব্রহ্ম প্রকৃতির অতীত হইয়াও আবার প্রকৃতিস্থ। এই দুইটি ভাবই সত্য এবং যুগপৎ এই দুইএর উপলব্ধিই ব্রহ্মোপলব্ধি।

ব্যষ্টি প্রকৃতির সঙ্গে না হয় অসহযোগ করা গেল; কিন্তু সমষ্টি প্রকৃতিকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় আছে কি? প্রকৃতি যদি ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে অস্বীকার করিতে যাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সব কিছু হইয়াও ব্রহ্ম অনিঃশেষিত—ইহাই তো প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্ম চতুষ্পাৎ, কাজেই বাদ দেওয়ার কোন প্রশ্নই ত এখানে আসে না। কাটিলে বা পৃথক করিলে ব্রহ্মের অংশকেই পাওয়া যাইবে মাত্র। অখণ্ডের রাজ্যেই ব্রহ্মের পূর্ণানুভূতি। অনির্বাণজী ব্রহ্মের চতুষ্পাৎ সম্পর্কে মূল্যবান্ অথচ সহজ-সরল কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন*। যথা—

"উপনিষদের গোড়াতেই বলা হয়েছে, 'আয়মাত্মা চতুষ্পাৎ'—চলতি কথা 'চার পো' আত্মার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। তার তিনটি ঠ্যাং ভেঙে দিয়ে একটি ঠ্যাং রাখ্‌তে হবে—একথা কোথায়? তারপর ধাপে ধাপে উঠে যাবার পথ দেখানো হয়েছে, একেকটি পাদ ধরে। চতুর্থ পাদে আর তিনটিরই সমাবেশ আছে। আরোহ থেকে অবরোহে আস্‌বার সময় অনুলোমক্রমে তিনটি পাদই ফুটে ওঠে। তাইতে ব্রহ্মবিৎ চতুষ্পাদ ব্রহ্মই হন। তিনটি পাদে যথাক্রমে—রূপ, ভাব এবং শক্তিরই বর্ণনা আছে। এই তিনটিতে প্রপঞ্চের উল্লাস। কিন্তু প্রপঞ্চ আর ব্রহ্ম তো সমমান নন, ব্রহ্ম যে প্রপঞ্চকেও ছাপিয়ে। তিনি প্রপঞ্চে উল্লসিত হয়েও তদতীত। সেই অতিষ্ঠা বা লোকোত্তর ভূমির বর্ণনায় বলা হচ্ছে, সেখানে জাগ্রদাদি কিছুই নাই, কি আছে, তা বলা যায় না। অথচ 'তস্যৈব ভাসা সর্বম্ ইদং বিভাতি।' চতুর্থ ভূমিতে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তাঁর কাছে আর তিনটি ভূমির বাধ নয়, আছে উদ্‌ভাস্।"

প্রকৃতি একটা তত্ত্ব, কাজেই তত্ত্বকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। 'স্বাং প্রকৃতিং'—ভগবানের বিশুদ্ধা-প্রকৃতিকে অস্বীকার করিলে অবতারবাদকে অস্বীকার করা হয়। ব্যষ্টিজীবের কাছে লয় থাকিতে পারে; কিন্তু

---

* গ্রন্থকারকে লিখিত পত্রের অংশবিশেষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমষ্টিচৈতন্য ব্রহ্মের নিকট লয়-বিকাশ দুই-ই যে সত্য। চোখ বুজিয়া প্রকৃতির পাশ কাটাইয়া গেলেই কি প্রকৃতি অসত্য হইবে? আমার অর্থাৎ ব্যষ্টির অস্বীকৃতিতে প্রকৃতির বাস্তবিকই কিছু আসে যায় কি? প্রকৃতির সমাধিমুখী-পরিণাম এবং বিষয়মুখী-পরিণাম উভয়ই যে ব্রহ্ম বা আত্মার লীলা। দ্বিবিধ লীলার কোন দিক্ বাদ দিতে পারি আমরা। বাদ দিলেই ত পূর্ণকে অপূর্ণরূপে দেখিবার ব্যবস্থা করা হইল। ইহাকে ত সম্যক্‌দর্শন বলে না।

প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে কোন শত্রুতা বা দ্বন্দ্ব নাই। দৈবী-প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়াই তবে পুরুষোত্তমের দিব্যলীলা। আধিকারিক-পুরুষ নিগমানন্দও আমাদের সম্মুখে প্রকৃতি-পুরুষের মিলনাত্মক ভাবটিকেই উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছেন। তিনি ছিলেন সমন্বয়-বাদী—বিচ্ছেদবাদী নহেন। বিশ্বজগৎ বা বিশ্বপ্রকৃতিকে বাদ দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই পারে না। জগৎ বা প্রকৃতি ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক নহে, সাধক। অসহযোগের ভিতর দিয়া সাংখ্যের কৈবল্য লাভ হইতে পারে; কিন্তু বেদান্ত বা উপনিষদের অভিতো ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ অসম্ভব। তান্ত্রিকবেদান্তও পুরুষ-প্রকৃতির মধ্যে বিচ্ছেদ বা ঘৃণার ভাব না জাগাইয়া সামঞ্জস্যের ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই জন্যই তান্ত্রিক বৈদান্তিক প্রকৃতির সহায়তায় লাভ করিয়াছেন দিব্যজ্ঞান। প্রকৃতিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে না দেখিয়া, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পথে তাঁহার সহায়তা যে অপরিহার্য্য—এই কথাটিই তান্ত্রিক বৈদান্তিক বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। হর-পার্ব্বতীর দিব্য কৈলাস-ধাম, সাধকের নিকট কম আকর্ষণীয় নহে? পুরুষ-প্রকৃতি উভয়ই সেই রাজ্যে সমাধিস্থ এবং সমাধিস্থা। বিকার নাই অথচ মিলন আছে; অবসাদ নাই, অথচ উদ্দীপনা আছে। প্রকৃতি যেখানে স্বরূপ-শক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে ত প্রতিবন্ধকের কোন প্রশ্নই আসে না। পুরুষের দিব্য ইচ্ছাকে সম্পূরণ করিবার জন্যই ত স্বরূপশক্তিরও বিচিত্র পরিণামের আবশ্যকতা রহিয়াছে "আত্মা স্ত্রী, পুরুষ কিম্বা নপুংসক নহেন; যখন যেরূপ শরীর আশ্রয় করেন, তদনুসারে স্ত্রী বা পুরুষরূপে উল্লিখিত হন। বাস্তবিক স্ত্রী ও পুরুষ এক চৈতন্যেরই বিকাশ; আধার ভেদে—গুণভেদে বিভিন্ন মাত্র।"—প্রেমিকগুরু। প্রকৃতি-পুরুষের আত্মসম্মিশ্রণে পরস্পরের আত্মসম্পূর্ত্তিই লাভ হইয়া থাকে। প্রকৃতির উল্লাসের ভিতর আমরা নির্গুণব্রহ্মকেই সগুণব্রহ্মরূপে দর্শন করি। আধিকারিকপুরুষের গ্রন্থাবলীতে বা উক্তিতে কোন জায়গায় সমন্বয়ের ভাব ছাড়া, অন্য কোন বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হয় না। ভেদের রাজ্যে সমন্বয়ীদৃষ্টি কমই দেখা যায়। এই জন্যই সাধন মত-পথেও দ্বন্দ্ব ফুটিয়া ওঠে; কিন্তু আধিকারিকপুষ নিগমানন্দ আমাদের সম্মুখে বিরোধী তত্ত্বের মধ্যেও সমন্বয়ভাব কিরূপে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে, তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি না করিয়া সর্ব্বদাই তিনি মিলনের পক্ষপাতী ছিলেন। রহস্য উদ্ভেদ করিবার জন্যই তিনি সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন, প্রকৃতিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া অধ্যাত্মজগতে তিনি প্রবেশ করেন নাই। দাম্পত্য-জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছিল দিব্য মধুরভাব। দুইজনের মধ্যে পারিবারিক অশান্তি দেখা দেয় নাই কোনদিন। বিরক্তিতে নহে, অপূর্ব্ব ভালবাসার টানে ত্যাগ তাঁহাদের জীবনের স্বাভাবিক অলঙ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আধিকারিকপুরুষ জগৎ-বিদ্বেষী ছিলেন না। ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও আশ্রমের কুকুর-বিড়ালের পর্য্যন্ত খুঁটিনাটি তত্ত্ব বা খবর লইতেন তিনি। এমন দরদী ব্রহ্মজ্ঞানী জগতে বাস্তবিকই বিরল। অবশ্য উদাসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মজ্ঞানীও জগতে আছেন। স্বামী বিবেকানন্দের কথাও এই ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া মনে পড়ে। ব্রহ্মজ্ঞানের পরিণতিতে তিনি একটা পোকা-মাকড়ের জন্যও ভাবিয়া আকুল হইতেন। জ্ঞানে সকল বস্তুর তুচ্ছতা দূরীভূত হইয়া, প্রত্যেকের মধ্যে তিনি দেখিতে পাইতেন, ব্রহ্মেরই সমুজ্জ্বল মহিমা বা বিভূতি। জ্ঞানগম্ভীর আধিকারিকপুরুষ লীলার শেষ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ বালকভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পশু পক্ষী, কীট-পতঙ্গের মধ্যেও আত্মসম্মিশ্রণ করিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখকে নিজের বলিয়া তিনি অনুভব করিতেন এবং দুঃখমোচনের ব্যবস্থাও করিতেন। এমন সর্ব্বাবগাহী ব্রহ্মজ্ঞান কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুবাদী নিগমানন্দ

আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের স্বরূপপরিচয় হইল—তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ গুরুবাদী। 'জয়গুরু' নাম ছিল তাঁহার অজপা-মন্ত্র। শিষ্য ভক্তদের চিঠিপত্রে প্রথমেই লিখিতেন—'জয়গুরু', কোথায়ও যাত্রা করিবার সময় উচ্চারণ করিতেন—'জয়গুরু'। সর্ব্বকার্য্যে জয়গুরু নামই ছিল তাঁহার প্রধান সম্বল। সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষের গুরুভক্তি ছিল অতুলনীয়। আমাদের নিকট প্রায়ই তিনি বলিতেন, 'সাধনা করিয়া আমার কিছুই হয় নাই, সব হইয়াছে গুরুকৃপায়।' কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলিয়াছিলেন—"গুরুদেব যখন অবগাহন করিয়া সিক্তপদে চলিতেন, আমি পেছনে থাকিয়া তাঁহার পদধৌতজলে অভিষিক্ত রজকণা সংগ্রহ করিয়া বুকে স্পর্শ করাইতাম, খানিকটা জিহ্বাগ্রেও দিতাম। সে যে কি আনন্দ।" কথাগুলি বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব যেন অন্য রকম হইয়া যাইত। গুরুভক্তির প্রসঙ্গ উঠিলেই তাঁহার সমগ্র হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াও গুরুকৃপার কথা মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি বিস্মৃত হন নাই। জ্ঞানলাভ করিয়া জ্ঞানীগুরুর শ্রীপাদপদ্মে, যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া যোগীগুরুর শ্রীচরণে, মহাশক্তির দর্শন পাইয়া তান্ত্রিকগুরুর নিকট, প্রেমভক্তি লাভ করিয়া গৌরী মার কাছে, যে ভাবে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। জ্ঞানের সঙ্গে গুরুর নামকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখার জন্য জ্ঞানীগুরু গ্রন্থ, যোগসিদ্ধির নিদর্শনস্বরূপ যোগীগুরু গ্রন্থ, তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিদাতা বামাক্ষেপার স্মরণে তান্ত্রিক গুরু গ্রন্থ এবং প্রেমভক্তিপ্রদায়িণী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌরী মাকে স্মরণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন প্রেমিকগুরু গ্রন্থ—এই চারিখানা গ্রন্থ প্রকাশ করিবার সুযোগ লাভ করিয়া বারংবার তিনি শ্রীগুরুচরণে কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়াছেন। সিদ্ধির মূল সাধনা নহে, গুরুকৃপা—ইহাই যেন তাঁহার প্রতিটী কথায় ব্যক্ত হইয়া উঠিত। পুরুষকারের সঙ্গে গুরুভক্তির অপূর্ব্ব সম্মিলন না ঘটিলে, তাঁহার ব্যবহার, তাঁহার বাণী এইরূপ মাধুর্য্যমণ্ডিত হইত না। জীবনে কোনদিন কাহাকেও তিনি একটা রূঢ় কথা বলিতে পারেন নাই। এমন দরদী, এমন করুণাদৃষ্টিসম্পন্ন সাধু খুবই বিরল। এই প্রসঙ্গে কোকিলামুখ মঠ জীবনের একটা ঘটনার কথা ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

একদিন সান্ধ্য-আরতির পর শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়ন-কক্ষে তাঁহার চরণ-সন্নিধানে বসিয়া আছি, হঠাৎ মনে একটা প্রশ্ন জাগিল। ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—

"আচ্ছা ঠাকুর! গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে হইলে ত আমাকেই পদচালনা করিতে হইবে, তেমনি গুরু ত পথ-প্রদর্শক মাত্র, সাধনা ত আমাকেই করিতে হইবে। সাধনা না করিলে কি সিদ্ধিলাভ হয়?"

আমার প্রশ্ন শুনিয়া প্রসন্ন-গম্ভীর মূর্ত্তিতে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—

"বৎস! গুরু ইচ্ছা করিলে পথশ্রম স্বীকার না করাইয়াও শিষ্যকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন।"

আমি আবার বলিলাম—

"কেহ যদি পায়ে না হাটে, তবে সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবে কেমন করিয়া?"

ঠাকুর বলিলেন—

"গুরু তাহাকে কাঁধে করিয়াও লক্ষ্য স্থলে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন।"

সুদূর অতীতের ঘটনা, আজ সদ্‌গুরুর প্রত্যেকটি কথার তাৎপর্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি।* বাস্তবিকই গুরুকৃপার কাছে অসাধ্য কিছুই নাই।

আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দের নিকট গুরুবাদই ছিল যথাসর্ব্বস্ব। গুরুকেই তিনি পরমাত্মা—পরব্রহ্ম বলিয়া মনে করিতেন। গুরু এবং ব্রহ্ম—আলাদা নহেন—'গুরুরেব পরব্রহ্ম', গুরুই পরব্রহ্ম। সাধন-রাজ্যে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গুরু এবং পরব্রহ্ম একাকার হইয়া যান্। অনেকবার তিনি এই গোপন রহস্য আমাদের কাছে ব্যক্ত করিয়াছেন।

গুরুবাদ হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি। আচার্য্যপরম্পরার ভিতর দিয়া আদিগুরু পরমেশ্বরই জীবকে মুক্তির রাজ্যে লইয়া চলিয়াছেন। গুরুর স্থূলদেহ স্থূলদৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলেও, তাঁহার গুরুশক্তি নষ্ট হয় না। গুরুশিষ্য-পরম্পরার ভিতর দিয়া আজও গুরুশক্তির ধারা চলিয়া আসিয়াছে। পরম্পরাগত গুরু-শক্তিকেই দীক্ষাগুরুর মধ্যে উপলব্ধি করিতে তিনি উপদেশ প্রদান করিতেন। গুরুবাদ এবং গুরুপরম্পরা অস্বীকার করিলে ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায় টিকিয়া থাকিতে পারে না। গুরু ভোটাভোটির বস্তু নহেন, ব্রহ্মবিদ্‌গুরু শিষ্যের মধ্যে পরম্পরাপ্রাপ্ত গুরুশক্তিকেই প্রক্ষেপ করেন। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠাশ্রমে জগদ্‌গুরুর আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সেই আসনে কোন মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা করিয়া যান নাই। ইহার মধ্যে গভীর রহস্য নিহিত। তিনি নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন—"জগদ্‌গুরুর আসন সকলের জন্য। এখানে যাঁহার, যাঁহার ইষ্ট বা গুরুকে স্মরণ করিয়া সকলেই প্রণত হইতে পারেন।" বিশেষ কোন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলে, বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্যই তাহা হইত; কিন্তু

---

* গ্রন্থকার স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল সম্প্রদায়ের জন্য একটা উদার মিলন-ব্যবস্থা হইত না। অসাম্প্রদায়িক ভাবটি আধিকারিকপুরুষের মজ্জাগত ছিল। সকলের জন্য ঐক্যবদ্ধ উপাসনা-বিধি রচনা করিতেই তিনি আসিয়াছিলেন। দেশবিশেষে জগদ্‌গুরু পরমেশ্বরের স্মরণ-মনন সকলেই করিতে পারেন। ইহা শুধু বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নির্ম্মিত হয় নাই। জগদ্‌গুরুর আসনে জগতের গুরু পরমেশ্বরকে ধ্যান-ধারণা করিবার অধিকার মানবমাত্রেরই রহিয়াছে।

নাম নির্ব্বাচনেও দেখি আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের দূরদৃষ্টি। কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা—লইয়া অনেক সম্প্রদায় ভারতবর্ষে আছে। আধিকারিকপুরুষ নূতন কোন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে আসেন নাই। তিনি আসিয়াছিলেন, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার উদ্বোধন করিতে। আধিকারিকপুরুষ 'জয়গুরু'* নামটি দিয়া গিয়াছেন বিশ্ববাসীকে। গুরুর নামে আমরা সকলেই মিলিত হইতে পারি। গুরুপূর্ণিমা সকল সম্প্রদায়েরই পালনীয় তিথি। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য—সকলেই গুরুবাদী। বিষ্ণুর উপাসক শাক্তমূর্ত্তির প্রতি কটাক্ষ করেন, আবার শক্তি-উপাসক বিষ্ণুমূর্ত্তিকে কটাক্ষ করেন দেখিতে পাওয়া যায়। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ অতীতেও কম হয় নাই, এখনো কম হইতেছে না। আধিকারিকপুরুষ এই সংঘর্ষ মোটে পছন্দ করিতেন না।

'জয়গুরু' মহানাম বা মহামন্ত্রে সকল সম্প্রদায়ই ঐক্যের নিশান লইয়া মিলিত হইতে পারেন। 'জয়গুরু' বলিলে সকল গুরুরই জয় দেওয়া হয়। আধিকারিকপুরুষের সর্ব্বদা লক্ষ্য ছিল একটী সর্ব্ববাদী-

* গ্রন্থকার রচিত 'জয়গুরু' পুস্তিকায় 'জয়গুরু' নামের তাৎপর্য্য এবং মাহাত্ম্য সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্মত পন্থার প্রতি। 'জয়গুরু'কে তিনি মহানাম বলিতেন। উদ্ধার কর্ত্তা কে ?—ভগবান্। সেই ভগবানই ত আচার্য্যরূপে আসেন। আচার্য্যের মধ্যে ভগবানের আসনকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

গুরুর কৃপা না পাইলে, স্বয়ং ভগবানও কৃপা করেন না। এই বিধি স্বয়ং ভগবানও মানিয়া চলেন। **গুরুকরণ হইলে তবে ভগবান দর্শন দেন।** সেই গুরুকেই শাস্ত্র দীক্ষাগুরু আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ কথাপ্রসঙ্গে একবার বলিয়াছিলেন, "গুরুকৃপা লাভ না করা পর্য্যন্ত, দেব-দেবীরাও আমাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া আসেন নাই; কিন্তু গুরুকৃপা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বিনা আবাহনে দেবদেবীরা পর্য্যন্ত আমায় অশেষ কৃপা করিতে আসিতেন।" অধ্যাত্ম-উন্নতির পথে গুরুকরণ অবশ্য পালনীয় বিধি। গুরুর নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ না করিলে অধ্যাত্ম-উন্নতি অসম্ভব। ভগবানের অবতারগণ পর্য্যন্ত নিজেরা গুরুকরণ করিয়া জগদ্বাসীকে এই শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় সম্পর্কে আধিকারিক পুরুষ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—"এক কঠোর সন্ন্যাসযোগ অবলম্বন এবং ব্রহ্মবিদ্‌গুরুর সেবাশুশ্রূষা ব্যতীত—ব্রহ্মজ্ঞান লাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই।"

নিছক ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন চর্চ্চার কথাই আধিকারিকপুরুষ বলিয়া যান নাই। তিনি ব্রহ্মবিদ্‌গুরুর সেবার কথাও বলিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্‌ গুরুর সন্তুষ্টি উৎপাদনই আসল কথা। গুরু সন্তুষ্ট হইলে, শিষ্যের অপ্রাপ্য আর কিছুই থাকিতে পারে না। প্রকৃত জ্ঞানানুশীলনের অধিকারী এই কলিযুগে খুবই কম, এই জন্যই আধিকারিকপুরুষ ব্রহ্মবিদ্‌গুরুর সেবার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। গুরুসেবা বলিতে, সম্প্রদায় হইতে জ্ঞানানুশীলনের ধারাকে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়াকে বোঝায় না। সনাতনধর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচার করিতে গেলে জ্ঞানার্জ্জনেরও একান্ত আবশ্যকতা রহিয়াছে। এইজন্যই ধারাবাহিক অনুশীলন-চর্চ্চার ব্যবস্থাও সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকা উচিত। তবে দুর্ব্বল অধিকারীর জন্যও তো ব্যবস্থা করিতে হইবে? আধিকারিকপুরুষ সেই ব্যবস্থাই করিয়া গিয়াছেন। উত্তম অধিকারীকে তিনি যে উপদেশ পালনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, অধম অধিকারীকে সেই নির্দ্দেশ তিনি দেন নাই। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা প্রদানে তিনি সুদক্ষ ছিলেন।

সনাতন-ধর্ম্মের মুখপত্র হিসাবে তিনি আর্য্যদর্পণ পত্রিকারও প্রচলন করেন। আর্য্যশাস্ত্রের গহনার্থ প্রচারই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য—এই কথা স্বয়ং তিনি নিজমুখে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সদ্‌গুরু নিগমানন্দ পুরীতে বসিয়া প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মধারা এবং কার্য্যপ্রণালীর পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বাবধান করিতেন। পুরী হইতে আসিয়া একবার আমার* সঙ্গে দেখা হইলে ঠাকুর বলিলেন—"সব সময় মনে রাখিও, এটা আর্য্যদর্পণ। এই পত্রিকায় আর্য্যঋষিদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, ভক্তির কথাই থাকিবে। এবারের পত্রিকায় কেবল 'ঠাকুর' 'ঠাকুর' গন্ধ বাহির হইয়াছে। আমি চাহিনা, আর্য্যদর্পণ আমার কথা দিয়া পূর্ণ হউক। আমার কথা লিখিবে সংক্ষেপে। আর্য্যঋষিদের ভাবধারা প্রচারের জন্যই দর্পণের সৃষ্টি—এই কথাটি ভুলিয়া যাইও না।" সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে কোন সময়েই তিনি প্রশ্রয় দিতেন না।

গুরুভক্তির আতিশয্য দেখিয়া একবার কোকিলামুখ মঠে আমাদের সম্মুখেই এক ব্রহ্মচারীকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়া বসিলেন—"আমার

---

* গ্রন্থকার, আর্য্যদর্পণ-সম্পাদক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহটাকে যদি গুরু বলিয়া মনে কর, তবে ফাঁকিতে পড়িবে। এই দেহের মধ্যে অন্তর্য্যামীরূপে যিনি আছেন, তিনিই তোমাদের গুরু। এই দেহঅবলম্বনে সেই গুরুকে বুঝিবার চেষ্টা কর। আমি চাই না তোমরা শুধু আমার দেহের সেবা কর। 'আমি কে'—তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর।"

মোট কথা, যেখানে সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা কিম্বা ভাববিহ্বলতা দেখিয়াছেন, সেইখানেই আধিকারিকপুরুষ নির্ম্মমভাবে কশাঘাত করিয়া গিয়াছেন। উদার ভাব এবং মত লইয়া কথা বলিলে, তিনি এত আনন্দিত হইতেন যে, তাহা আর বলিবার নয়। কোন সময় তিনি 'আমি' শব্দটী প্রয়োগ করিতেন না। বলিতেন, 'আমরা'। সমষ্টির চিন্তা লইয়া যিনি সর্ব্বদা বিভোর হইয়া থাকিতেন, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে কি করিয়া ব্যষ্টির কথা উচ্চারিত হইবে?

তিনি অনেক সময় বলিতেন—"গুরুকে বুঝিতে হইলে নির্গুণের রাজ্যে যাইতে হইবে। গুরু আর ব্রহ্ম—এক কথা। গুরুকে চিনা কি এতই সহজ? গুরুর মতবাদ বা সিদ্ধান্ত বুঝিতেও অনেক সময় লাগে। রাতারাতিতে কিছুই হয় না।"

কতবড় উন্নত আদর্শ, উদার মনোভাব, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দ আমাদের মধ্যে আসিয়াছিলেন, আজ গভীরভাবে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা যদি প্রত্যেকে আমাদের মনোমত একটি ঠাকুরকে খাড়া করি, তবে তাহাতে আসলে ঠাকুরের পরিচয় জগৎ জানিতেই পারিবে না। আধিকারিক-পুরুষ তাঁহার মতবাদ নিজে লিখিতভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আমাদের সকলের কর্ত্তব্য সেই মতবাদ বুঝিতে চেষ্টা করা। তিনি যাহা চাহেন নাই, তাহাকেই তাঁহার চাওয়া বলিয়া প্রচার করা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা বলেন নাই, তাহাকে তাঁহার উক্তি বলিয়া প্রকাশ করা, যাহা লিখেন নাই, তাহাকেই তাঁহার লেখা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া —অনুগত শিষ্যের কর্ত্তব্য নহে। জগতের ঠাকুররূপে যিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে যদি আমরা নিজেদের অদূরদর্শিতায় গণ্ডীর ঠাকুরে পরিণত করি, তবে সে দুর্ভাগ্য কাহার? তিনি যাহা হইতে চাহেন নাই, আমরা যদি তাঁহাকে তাহাই বানাই—তবে অনধিকারীর হাতে পড়িয়া তাঁহাকে কেবল লাঞ্ছনাভোগই করিতে হইবে মাত্র।

আধিকারিকপুরুষের অঙ্কিত 'জ্ঞানচক্রে' যেখানে 'নির্গুণ ব্রহ্ম' কথাটি লেখা আছে, সব সময় সদ্‌গুরু অঙ্গুলিনির্দ্দেশে সেই স্থানটিকেই গুরুর আসল স্থান বলিতেন। প্রায়ই তিনি বলিতেন—"গুরু কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম, অর্থাৎ সকলের শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত যে তত্ত্ব তাহাই গুরুতত্ত্ব।" আধিকারিকপুরুষের হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় এক করিয়া, আসুন, সকলে আমরা তাঁহার মত উদারদৃষ্টি লইয়া সকল সমস্যার সমাধান করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধিকারিকপুরুষের অভয়বাণী

গীতার অভয়বাণীর মত, আধিকারিক মহাপুরুষ শ্রীনিগমানন্দেরও সুন্দর অভয়বাণী রহিয়াছে। দুর্ব্বলের প্রাণে আশার সঞ্চার করিতে, সাধন-ভজনবিহীনের সম্মুখে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ স্থাপন করিতে—বাণী-গুলির অলৌকিক ক্ষমতা রহিয়াছে। পাপপ্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সাধক যখন ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আত্মসমর্পণের পথকে বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হয়, অভয়বাণীই তাহাকে সেই ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা হইতে সবলে ফিরাইয়া আনে। "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"—জগদ্গুরুর এই অভয়-বাণী আজও কত পাপী-তাপীর প্রাণে জাগায় অপূর্ব্ব আশা-ভরসা এবং গভীর সান্ত্বনা। আধিকারিক-মহাপুরুষ শ্রীনিগমানন্দও বলিয়াছেন—"আমিই তোদের হাতে ধরিয়া জোর করিয়া নিত্যানন্দধামে টানিয়া লইয়া যাইব। তোদের চিন্তা কিসের, ভাবনা কিসের?" পেছনে দাঁড়াইয়া বল ভরসা দিবার, সান্ত্বনা প্রদান করিবার কেহ থাকিলে মনে কত জোর আসে। ক্লান্ত-অবসন্ন দুর্ব্বল জীবের পক্ষে সাধন-ভজনের নির্দ্দেশ অপেক্ষা, অভয়-বাণীই মৃতসঞ্জীবনী সুধার ন্যায় কাজ করে।

সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষদের একটা অলৌকিক পরিত্রাণ-ক্ষমতা থাকে। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দেরও ছিল এই ঐশ্বরীয় ক্ষমতা। প্রারব্ধের ভোগকে নিস্তেজ করিতে, ভগবানের বিধানের উপরও বিধান খাটাইতে এই জাতীয় আধিকারিক মহাপুরুষগণই সক্ষম। এক জায়গায় আধিকারিকপুরুষ বলিয়া ফেলিয়াছেন, "আমার শিষ্যেরা ভগবানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এলাকার বাহিরে।" মহাপুরুষের এই উক্তির মধ্যে গভীর রহস্য নিহিত আছে। ভক্তের অনুরোধে, আধিকারিকপুরুষদের আত্মবিশ্বাসের ফলে অনেক সময় স্বয়ং ভগবান্‌ও তাঁহার বিধান উল্টাইতে বাধ্য হন। সমর্থ পুরুষের দাবী উপেক্ষা করার ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরও নাই। আমরা এমন ২।১টি ঘটনার কথা জানি, যেক্ষেত্রে যমের সঙ্গে লড়াই করিয়া আধিকারিকপুরুষ তাঁহার আশ্রিত শিষ্যকে বাঁচাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন আধিকারিকপুরুষ না হইলে এইরূপ অসম্ভব কার্য্য অন্যের দ্বারা সম্ভবপর নহে। এই জাতীয় শক্তিধর মহাপুরুষগণ ভগবদ্বিধানের উপরও মাঝে মাঝে হস্তক্ষেপ করেন। বিনা সর্ত্তে সকলকে খালাস করিয়া দেওয়ার হুকুম একমাত্র আধিকারিকপুরুষগণই দিতে পারেন। প্রাকৃত-জগতে এঁরা বাস্তবিকই মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া তোলেন। জন্ম-জন্মান্তরের কিম্বা বহুদিনের আবদ্ধ কয়েদীকেও বেকসুর খালাস দেওয়ার হুকুম এঁরাই দিতে পারেন। আধিকারিকপুরুষদের ক্ষমতা স্বয়ং ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত অনেক জায়গায় স্তম্ভিত করিয়া দেয়।

সাধন-ভজন করিয়া সিদ্ধিলাভ অনেকেই করিয়া থাকেন; কিন্তু বিনা সাধনে মুক্তির ব্যবস্থাপক হইতে পারেন, একমাত্র আধিকারিক মহাপুরুষ-গণই। স্বামী নিগমানন্দ একজন সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার অভয়বাণীতে দেখি, বেকসুর খালাস বা মুক্তির ব্যবস্থা। বিশেষ ক্ষেত্রে নিজস্ব শক্তিপ্রয়োগের ক্ষমতা না থাকিলে তিনি আর কি আধিকারিক-মহাপুরুষ! দুরূহ সাধন-ভজনের ক্লেশকে ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহারাই কমাইয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের ব্যবস্থাপত্রে দরাজ হাতের নিদর্শন পাওয়া যায়। দুরাচারী জগাই-মাধাইএর পাপের বোঝা এত ভারী হইয়াছিল যে, কেহই তাহাদের মুক্তির আশা করিতে পারিত না;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু দয়াল নিতাই একমাত্র হরিনামের জোরে তাহাদের উদ্ধার করিয়া দিলেন। যমের রাজ্য হইতে, কয়েদীকে মুক্ত করিতে পারেন একমাত্র সমর্থ আধিকারিকপুরুষই। নিজস্ব শক্তি না থাকিলে এবং শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা না থাকিলে, তিনি কি আর আধিকারিক মহাপুরুষ হইতে পারেন? আধিকারিক মহাপুরুষদের অভয়বাণী কেবল মৌখিক সান্ত্বনা নহে, তাহা রীতিমত অব্যর্থ এবং অমোঘ। বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষের বাণী কখনো ব্যর্থ হয় না। অসীম শক্তিশালী তারাপীঠ ভৈরব বামাক্ষেপা ছিলেন এইরূপ একজন বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ। তাঁহার মুখ দিয়া একবার কোন কথা বাহির হইলে সদ্য সদ্য তাহার ফল দেখা যাইত। সারা রাস্তায় শিখাইয়া পড়াইয়া লইয়া গিয়াও মুমূর্ষু রোগীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যখন তিনি উচ্চারণ করিলেন, 'শালা ত ফট্', অমনি রোগীর নাভীশ্বাস দেখা দিল। আবার মৃত্যুপথের যাত্রীকেও তাঁহার অমোঘবাণী বাঁচাইয়া তুলিয়াছিলেন, এইরূপ ঘটনাও শুনিতে পাওয়া যায়। এঁরা বাস্তবিকই অসম্ভবকেও সম্ভবে পরিণত করিতে পারেন। এই জাতীয় সাধককে স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্ত ভয় করিয়া চলেন।

সাধন-ভজনের ক্ষমতা বাস্তবিকই যাহাদের নাই, তাহাদের সম্মুখে অসংখ্য সাধন-পথ বা প্রণালীর কথা বলিয়া কোন লাভ আছে কি? বরঞ্চ তাহাদের জন্যই নিজস্ব শক্তিপ্রয়োগের আবশ্যক হয়। একমাত্র আধিকারিক মহাপুরুষই বলিতে পারেন—"তোদের কিছুই করিতে হইবে না, যাহা করার আমিই তোদের জন্য তাহা করিব।" ইহার নামই অভয়বাণী। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ এক শিষ্যকে পত্রে লিখিয়াছেন—"চিরকাল যাহা বলিয়া আসিয়াছি, আবার বলিতেছি, যাহারা আমাকে 'আমার' বলিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া শরণ লইয়াছে, তাহাদের মুক্তি না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হওয়া পর্য্যন্ত আমিও মুক্ত হইব না।" অভয়দাতাকে যদি শিষ্য-ভক্তদের সাধন-ভজন ক্ষমতার উপরই নির্ভর করিতে হয়, তবে, তিনি আর কি অভয়দাতা? পরিশ্রম না করাইয়াও পারিশ্রমিক দেওয়া ও ভজন-সাধন নিরপেক্ষ মুক্তিদান—একমাত্র আধিকারিকপুরুষেরই কাজ। শিষ্যের সাধন-ভজন ত একটা নামমাত্র—উপলক্ষ মাত্র, আসলে আধিকারিকপুরুষের এমন নিরপেক্ষ ক্ষমতা বা অলৌকিক শক্তি আছে, যাহাতে লক্ষ লক্ষ লোককে তাঁহারা মুক্তির দ্বারে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন। পরমহংসদেবের অপূর্ব্ব উপমা—'গাধাবোটকে যেমন লঞ্চ টানিয়া লইয়া যায়, তেমনি শক্তিশালী সদ্‌গুরুরাও তাঁহাদের শিষ্যদের জোর করিয়া মুক্তির রাজ্যে লইয়া যাইতে সক্ষম।" এইখানেই আধিকারিক মহাপুরুষদের অপার্থিব ক্ষমতার বিকাশ। ইচ্ছা করিলে তাঁহারা অসম্ভবকেও সম্ভবে পরিণত করিতে পারেন।

নিজের বোঝা যে বহন করিতে পারে না, সে আবার অপরের বোঝা কাঁধে তুলিতে যাইবে কেন? কিন্তু আধিকারিক মহাপুরুষগণ স্বতন্ত্র ধরণের। তাঁহারা নিজের বোঝা অপেক্ষা অপরের বোঝা বহন করিতেই বেশী আনন্দ পান। পারাপারে তাঁহাদের কোন ক্লান্তি নাই—অবসাদ নাই। অসংখ্য পাপী-তাপীকে বিনা বিচারে মুক্তির খেয়ানৌকায় করিয়া তাঁহারাই পার করিয়াছেন। নিজে পার হওয়া অপেক্ষা—অপরকে পার করিয়া দেওয়াতেই তাঁহাদের আনন্দ বেশী। আধিকারিক মহাপুরুষ নিগমানন্দ এক শিষ্যকে আশ্বাস প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন—"আমি তোমাদের গুরু, তোমাদের সকল কর্ম্মের বোঝা আমি নিজে গ্রহণ করেছি তোমাদের মুক্তি দেব বলে।" ইহাকেই বলে প্রকৃত অভয়-বাণী। অপরের নিকট হইতে প্রাপ্য আদায়ের ব্যবস্থা না করিয়া বিনা সর্ত্তে সকলকে মুক্তির রাজ্যে পৌঁছাইয়া দেওয়া কি রামা শ্যামার কাজ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর শুধু কথার জোরে কি আর চিঁড়া ভিজে? সুতরাং অভয়-বাণী দেওয়ার ক্ষমতাও সকলের নাই।

আমরা জানি, মুক্তি সাধ্য-সাধনা করিয়া অর্জ্জন করিতে হয়, কিন্তু আধিকারিক মহাপুরুষ হরির লুটের মত মুক্তিও ছড়াইয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বদ্ধজীব মুক্তির আলো দেখিতে পায়। তাঁহারা আসেনই মুক্তি দিতে, মুক্তি পাইতে নহে! "চোখের চশমা যেমন খুলিয়াও রাখিতে পারি, আবার চোখে লাগাইতেও পারি, তেমনি গুরুশক্তিকেও ইচ্ছা করিলে মনোনীত আধারে অর্পণও করিতে পারি, না-ও করিতে পারি"—এই উক্তি আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দের। মুক্তি-মোক্ষ যেন হরির লুটের বাতাসা। বিলাইয়া দেওয়া না দেওয়া তাঁহাদের স্বাধীন ইচ্ছার অন্তর্গত।

আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ একদিন বাঞ্ছাকল্পতরুর আসনে বসিয়া বলিয়াছিলেন—"তোরা কে কি চাইবি বল্ তো, আমি আজ তাই তোদের বিলাব।" সত্যই বিলাইবার বা বিতরণ করিবার ক্ষমতা লইয়া সকলে আসেন না। মুক্তি-মোক্ষ যেমন সাধনপ্রযত্নলভ্য, তেমনি আবার মহাপুরুষের একমাত্র কৃপাদৃষ্টিলভ্যও! সাধনসিদ্ধ আধিকারিক মহাপুরুষ অপরের সাধন-ভজনের অপেক্ষা না করিয়াও আত্মশক্তি সহায়ে অপরকে মুক্ত করিতে পারেন। মুক্তিপ্রদীপ হাতে লইয়া আসেন আধিকারিক মহাপুরুষগণ! কে কি করিবে, কাহার কতখানি সাধ্য—এই বিচার করিয়া তাঁহারা সময় নষ্ট করেন না, অকাতরে তাঁহারা অর্জ্জিত সাধনসম্পদকে দুই হাতে জনসাধারণের মধ্যে বিলাইয়া দেন। আবার কোন কোন সময়, বিশিষ্ট আধারে অর্জ্জিত পারমার্থিক সম্পদ বিতরণ করিয়া তাঁহারা ফকির হইয়া যান—যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে সর্ব্বস্ব দিয়া রিক্ত হইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনায় শক্তি অর্জ্জিত না হইলে বাণীর মধ্যে বীর্য্য থাকে না। আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দ ছিলেন শক্তিশালী সাধন-সিদ্ধ মহাত্মা; কাজেই তাঁহার অভয়-বাণীতেও ছিল দুর্ব্বার-শক্তি। যাহাকে যাহা বলিতেন, তাহার জীবনে তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া যাইত। সাধন করুক আর না করুক, আধিকারিকপুরুষ আসেন দায় লইয়া। তাঁহাকে নির্দ্ধারিত জীবকে মুক্ত করিয়া দিতেই হইবে। স্বামী নিগমানন্দের উপরও এই দায় পড়িয়াছিল। নির্দ্দিষ্টসংখ্যক প্রাণীকে উদ্ধার না করা পর্য্যন্ত তাঁহারও নিস্তার নাই। এই দায় ভগবান্ সকলের কাঁধে চাপান না।

আধিকারিকপুরুষ অধিকারী বুঝিয়া তন্ত্রের, যোগের উপদেশও প্রদান করিতেন। তাঁহার সাধনপরায়ণ শিষ্যও আছেন; কিন্তু দুর্ব্বল-অক্ষমদের জন্য দরদী ঠাকুর রাখিয়া গিয়াছেন—অভয়-বাণী। অভয়-বাণীগুলি পাঠ করিলে সদ্যমুক্তির অনুভূতি প্রাণে জাগিয়া ওঠে। সাধন-ভজন না করিয়াও সাধন-ভজনের শক্তি দেহের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়। এই বৈদ্যুতিক শক্তিসঞ্চার সামর্থ্য একমাত্র আধিকারিকপুরুষেরই আছে। মহাপুরুষের অভয়-বাণী শিষ্য-ভক্তদের মুক্তি পর্য্যন্ত দিতে সক্ষম। আধিকারিক মহাপুরুষদের চোখে এবং মুখের বাণীতে শক্তি ঝল্‌মল্ করিতে থাকে। সারাজীবনের তপস্যার শক্তি পুঞ্জীভূত হইয়া ওঠে—নয়নে এবং বচনে। আধিকারিক মহাপুরুষদের প্রবচনও অসীম শক্তিশালী। সাধারণ বিধি হইল, সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ; কিন্তু স্বয়ং সিদ্ধিদাতা যখন দুই হাতে সিদ্ধি দেন, তখন আর সাধন লাগে না। অধ্যাত্ম-জগতে ইহা এক অদ্ভুত রহস্য। যোগীগুরু, তান্ত্রিকগুরু পরিশেষে সস্তায় লুট দিতে লাগিলেন। অধিকারী-অনধিকারী বিচার নাই, যাহাকে দেখেন, তাহাকে ধরিয়াই প্রাণের গুহ্যকথা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। সাধন-সিদ্ধের অন্ত্যলীলা আরও বিস্ময়কর। "যোগ করিয়া কি করিবি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তপস্যা করিয়া কি করিবি, এই নে যোগের ফল, তপস্যার ফল"—ইহাই ছিল আধিকারিকপুরুষের আবেগপূর্ণ উক্তি। শিষ্যদের বলিতেন, "তোরা আর সাধন-ভজন ক'রে কি করবি, আমিই ত তোদের হয়ে অনেক সাধন-ভজন করেছি। তোরা খা' দা' আনন্দ কর্।" সাধন-পথের পরিক্রমা শেষ করিয়া সর্ব্বশেষে তিনি ভূরিদাতা রূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। "জ্ঞান চাই—এই নে জ্ঞান, ভক্তি চাই, এই নে ভক্তি, শক্তি চাই, এই নে শক্তি"—প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যাহার যাহা কাম্য, তাহাকে তাহা দিতে লাগিলেন। জীবদুঃখে কাতর, জগতের দরদী বন্ধু আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দ পরিশেষে অভয়-বাণী দ্বারা সকলকে উৎসাহিত—আনন্দিত করিতে লাগিলেন। ভাণ্ডারা-উৎসব করিয়া যাহার যে অভাব, তাহার সেই অভাব মোচন করিয়া, সকলকে অভয়-বাণী প্রদান করিয়া সকলের মুক্তি-মোক্ষের দায়িত্ব লইয়া আবার তিনি জীব-জগতের মঙ্গল চিন্তায় আত্মসমাহিত হইয়া আছেন। আধিকারিক মহাপুরুষের অভয়-বাণীর শক্তি, তাঁহার সাধন-ভজনলব্ধ শক্তি অপেক্ষা এতটুকু ন্যূন নহে। আধিকারিকপুরুষের অভয়-বাণী দুঃস্থ জীবের পক্ষে পরিত্রাণ-মন্ত্র।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজকল্যাণচিন্তায় স্বামী নিগমানন্দ

১। ব্রহ্মচর্য্যই জাতির মেরুদণ্ড। আধিকারিক মহাপুরুষের ইহাই মর্ম্মবাণী! জ্ঞান-প্রেম, শক্তি-ভক্তি লাভ করিয়া যখন তিনি সমাজে ফিরিয়া আসিলেন, সমাজের অবস্থা তখন শোচনীয়—ভয়াবহ। যাহা লইয়া আসিয়াছেন দিতে, দেবার মত উপযুক্ত লোক বড় একটা দেখিতেই পাইলেন না। জাতিগঠনের চিন্তা তখনই বিশেষভাবে তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। সমাজের দিকে তাকাইয়া প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন, এই বাঙ্গালী জাতি তো ঘুণেধরা জাতি। ব্রহ্মবিদ্যা দান করিব কাহাকে? কাজেই আগে বনিয়াদ তৈয়ার করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যহীন জাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন ব্রহ্মচর্য্য এবং ত্যাগ-সংযমের আদর্শকে। সংযমী না হইলে সন্ন্যাসীও হওয়া যায় না, আদর্শ গৃহীও হওয়া যায় না। ব্রহ্মচর্য্যবিহীন জাতির কোন আশা-ভরসা বা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নাই। প্রথমেই তিনি তাই প্রণয়ন করিলেন ব্রহ্মচর্য্য-সাধন। উৎসর্গ করিলেন, "অতীতযুগের ঋষিগণের মঙ্গলাশীর্ব্বাদ স্বরূপ হিন্দুসমাজের ভাবী আশা-ভরসাস্থল সুকুমারমতি কুমার ও যুবকগণের করে।" আহার, নিদ্রা, মৈথুন লইয়া যাহারা ব্যস্ত, তাহাদের মধ্যেই ব্রহ্মচর্য্য-পালনের উপকারিতা সম্পর্কে অক্লান্তভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন। এমন কি শরীরপুষ্টির জন্য তিনি কতকগুলি ঔষধও নির্ব্বাচন করিয়া দিলেন। তাঁহার প্রণীত 'ব্রহ্মচর্য্য-সাধনে' সেই সব অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ তৈয়ার করিবার প্রণালীও লিপিবদ্ধ আছে। ব্রহ্মচর্য্যপালন সম্পর্কে জাতির মধ্যে তেমন একটা চেতনা বা বোধই ছিল না। আধি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারিক মহাপুরুষের ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলন জাতির মধ্যে একটা নব-প্রেরণার সঞ্চার করে। মানুষ ক্রমশঃ বুঝিতে পারে যে, সুখভোগ করিতে হইলেও ব্রহ্মচর্য্য-পালনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরিচালনায় ক্লীবত্ব আনয়ন করে। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে স্মৃতিশক্তির অভাব ঘটে। মুখস্থ করিলেও পাঠ বেশীক্ষণ মনে থাকে না। এই দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য দলে দলে ছাত্রবৃন্দ আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দের নিকট আসিতে লাগিল। ছাত্রদের মধ্যে যৌগিকব্যায়ামের প্রচলন অর্থাৎ আসন-মুদ্রা—প্রাণায়াম সহযোগে স্বাস্থ্যরক্ষার কৌশল তিনিই প্রথম হাতে-কলমে শিক্ষা দেন। তাঁহার প্রণীত 'ব্রহ্মচর্য্য-সাধন', এবং 'যোগীগুরু'র চাহিদা আজ পর্য্যন্ত এতটুকুও কমে নাই। ব্রহ্মচর্য্যবিহীন শিক্ষাতে জাতির কি সর্ব্বনাশ হয়, তাহা তিনি সমাজের অভিভাবকদের ভাল করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। এই ভাবে ব্রহ্মচর্য্যপালনের প্রতি দেশে একটা চেতনার সঞ্চার হইল। ব্রহ্মচর্য্যপালন সম্পর্কে সামাজিক চেতনা বা দায়িত্ববোধ ফুটাইয়া তুলিবার ক্ষেত্রে আধিকারিকপুরুষের অবদান জাতি চিরকালই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিবে। দেশাত্মবোধের সঙ্গে চরিত্রগঠনের শিক্ষার কথা বলেন, এই আধিকারিকমহাপুরুষ শ্রীনিগমানন্দদেবই।

২। **বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা**—সম্পর্কেও স্বামী নিগমানন্দ তাঁহার গৃহস্থ শিষ্য-ভক্তকে মৌখিক উপদেশ প্রদানে এবং চিঠিপত্র দ্বারা সচেতন করিয়া তোলেন। আহার, নিদ্রা, মৈথুন—এই-গুলি ত পশুরও ধর্ম্ম। মানুষের বিশেষত্ব সংযমে—ধর্ম্মে। ব্রহ্মচর্য্যপালন ব্যবস্থা শুধু গৃহত্যাগী ব্রহ্মচারী—সন্ন্যাসীদের জন্যই নহে। গৃহীরও ব্রহ্মচর্য্য আছে। মহাভারতে ভার্য্যাগমনেরও বিধি-নিষেধের কথা উল্লিখিত আছে। সংযমী পিতামাতা না হইলে বলিষ্ঠ সন্তান-সন্ততির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্ম হয় না। গৃহস্থ লইয়াই ত সমাজ। সমাজে যদি স্বাস্থ্যবান-স্বাস্থ্যবতী পুরুষ-নারীর উদ্ভব না হয়, তবে সেই সমাজ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে টিকিয়া থাকিবে কয়দিন? "আদর্শ গৃহস্থ জীবনগঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর"* অনেক মূল্যবান উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর দৈনন্দিন জীবন-যাপনপ্রণালী সম্পর্কেও তিনি মূল্যবান উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ভোগের সুখ উপলব্ধি করিতে হইলেও সংযমের প্রয়োজন। অসংযমী ভাল করিয়া ভোগও করিতে পারে না। কাজেই নিজেরও তৃপ্তি নাই, অপরকেও সে তৃপ্তি দিতে পারে না। সমর্থ পুরুষ এবং সমর্থা নারী না হইলে সম্ভোগসুখ ভাগ্যে ঘটে না। এই সব বিষয় লইয়া আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দ গভীরভাবে চিন্তা করিতেন। আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিয়াও জনসমাজের উন্নয়ন চিন্তা তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। দাম্পত্য-জীবনে সুখভোগ করিতে হইলে, কি ভাবে চলিতে হইবে, সেই সম্পর্কে তিনি ফলপ্রদ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। মেয়েদের তিনি বলিতেন—"তোমরা যথার্থ মা হও।" মাতৃত্বের সাধনাতেই নারীজন্মের সার্থকতা। সন্তানের মঙ্গলকামনা থাকিলে, মাকে অসংযমী হইলে চলিবে না। শিশুসন্তানকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তোলা সহজ ব্যাপার নহে। দায়িত্বপালনে অপারগ হইয়া বিবাহ না করাকে আধিকারিকপুরুষ ভাল বলিতেন না। তিনি ছিলেন চতুরাশ্রমের (অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসের) পক্ষপাতী। বলিষ্ঠ নাগরিক তৈরী করিতে হইলে, সংযম ভিত্তিমূলে শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিকশক্তির বিকাশসাধনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য দিতে হইবে। বিবাহ করিলেই আদর্শ গৃহী হওয়া যায় না। বিবাহ

---

* গ্রন্থকার প্রণীত একটী মূল্যবান্ পুস্তক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা পবিত্র ব্রতবিশেষ। এই ব্রতপালনে দায়িত্ব, সংযম, ত্যাগ, তিতিক্ষা সব কিছুরই প্রয়োজন হয়। ঋষিদের বাণী—'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ', সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে। প্রবৃত্তির তাড়নায় যখন যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া ফেলা প্রকৃত মনুষ্যত্বের লক্ষণ নহে। অধিকার অর্জ্জন বা যোগ্যতা অর্জ্জনও চাই। যোগ্যতার অভাবে যে সকল কাজ পণ্ড হয়, এই কথাটা আমরা মনে রাখি না। আদর্শ জাতিগঠনে ত্যাগ—সংযম—ব্রহ্মচর্য্যপালন অপরিহার্য্য। সমাজের মধ্যে আসুরিক-শক্তি প্রবল হইলেও বিপদ। এই জন্যই সময় থাকিতে স্রোতে বাঁধ দিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য হইল সেই—বাঁধ। আসল বাঁধের জন্য কোন চিন্তা নাই, বাহিরে বড় বড় বাঁধের ব্যবস্থা করিলে কি হইবে? আধিকারিক-পুরুষ ঋষিসমাজের কথা বারংবার উল্লেখ করিতেন। সংসার করিয়াও, স্ত্রী-পুত্র পরিবার লইয়াও কেন তাঁহারা গভীর গবেষণা করিবার শক্তি হারান নাই। আশ্রমোচিত কর্ত্তব্যপালনে কোন সময় ঋষিদের মধ্যে পলায়ন-বৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। গৃহস্থের সংসার ছিল, সুখের—শান্তির সংসার। এখন সংসার-ক্ষেত্রে কেন আগুন জলিয়া উঠিয়াছে। কারণ কি এবং তাহার প্রতিকার কি—এই সম্পর্কেই তিনি সমাজপতি-গণকে সাবধান-সতর্ক করিয়া গিয়াছেন।

সংযতভোগকেও ব্রহ্মচর্য্য বলে। বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষেও ব্রহ্মচর্য্য-পালনে অশেষ উপকার সাধিত হয়। আজকাল সমাজশিক্ষায় ব্রহ্মচর্য্যের কোন প্রসঙ্গই নাই। অথচ ব্রহ্মচর্য্যরক্ষা করিতে না পারিলে সুস্থ-সবল-বলিষ্ঠ মানুষ গঠিত হওয়া অসম্ভব। ত্যাগ-সংযমকে বাদ দিয়া আদর্শ সমাজের পরিকল্পনা শুধু চিন্তাবিলাস মাত্র। আদর্শগৃহস্থজীবনগঠন সম্পর্কে আধিকারিকপুরুষের মৌলিক চিন্তা অনুধাবন করিলে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩। **নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা**—করিয়া গিয়াছেন, আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দ। অজ্ঞানতা দূরীকরণের জন্য আক্ষরিক শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। জাতির ভাণ্ডারে যে অমূল্য-ধন সঞ্চিত আছে, তাহার পরিচয় লাভ করিতে হইলে বিদ্যালয়ের শিক্ষারও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই হইবে। লৌকিকবিদ্যা এবং অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি উচ্চ-বিদ্যালয় এবং ঋষিবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ঋষিবিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষা এবং ভাব আয়ত্ত করিবার জন্যই এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। বেদবেদান্ত উপনিষদ্, রামায়ণ মহাভারত, গীতা-ভাগবতের পঠন পাঠন না হইলে, উন্নত আদর্শ শিক্ষা করিবে মানুষ কোথা হইতে? ব্রহ্মবিদ্যালাভ করিয়া লৌকিকবিদ্যা অর্জ্জনকে অস্বীকার করেন নাই—স্বামী নিগমানন্দ। উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে মানুষ-গঠন অসম্ভব। এই দিক্ দিয়াও আধিকারিকপুরুষের চেষ্টা যত্ন কম ছিল না। আর্য্যজাতির ভাষাই ছিল সংস্কৃত; কাজেই সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্যই ঋষিবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

৪। **রোগনিরাময়ের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাও** আধিকারিক-পুরুষের এক অমরকীর্ত্তি। মানুষের মনের রোগ যেমন আছে, তেমনি আছে দেহের রোগ। মনের রোগের সুচিকিৎসক ছিলেন তিনি। দৈহিকরোগ নিরাময়ের জন্যই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা। নর-নারায়ণের সেবার দিকেও তাঁহার তীক্ষ্ণ নজর ছিল। দুর্গতের সাহায্যের জন্য তিনি নিজে সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবনে তিনি ত্যাগী সেবকদের পাঠাইতেন। দুর্গতের সেবাকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই। এই ভাবে মানুষকে সুখী করিতে তাঁহার চেষ্টা-যত্নের ত্রুটি ছিল না। শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উন্নতির জন্য সর্ব্বদা তিনি ভাবিতেন। অধ্যাত্ম-উন্নতি এবং উৎকর্ষের ফলে, মানুষকেই তিনি ভগবান্ মনে করিতেন। মানুষের সেবাই ত ভগবানের সেবা। তিনি প্রায়ই আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেন—"আমার ভগবান ত তোরাই। তোদের জন্যই আমার সাধন-ভজন তোদের জন্যই কঠোর তপস্যা।" জীব-জগতের কল্যাণের জন্য, মঙ্গলের জন্য প্রাণপাতী প্রচেষ্টা যিনি করিয়া গিয়াছেন, তিনিই আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দ। সর্ব্বগুণাকর এইরূপ মানুষ-ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়া বাস্তবিকই আমরা ধন্য। একাধারে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিকাশ বড় একটা দেখা যায় না; ক্রমশঃই শক্তির দৈন্য দেখা দিতেছে যে ক্ষেত্রে, সেই ক্ষেত্রে এইরূপ আধিকারিকপুরুষের আবির্ভাব জাতির প্রাণে পরম আশারই সঞ্চার করে। তিনি একটি কথা প্রায়ই আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেন—"সাধু হইলে কি মানুষ বোকা হয়রে?" বরঞ্চ সংযমের ফলে সমস্ত বৃত্তিগুলি প্রখর-সতেজ হইয়া ওঠে।" ব্রহ্মজ্ঞানী, জাগতিক জ্ঞানেও সমপারদর্শী—ইহাই ছিল তাঁহার অভিমত। বৈষয়িক বুদ্ধির ক্ষেত্রেও তাঁহার কোন দীনতা ছিল না। উকিল-মোক্তার, ডাক্তার-কবিরাজ, জজ-ব্যারিষ্টার—সকলের বুদ্ধি-প্রতিভা এই আধিকারিকপুরুষের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন বলিয়া জাগতিক জ্ঞানের অভাব আমরা তাঁহার জীবনে কোনদিন লক্ষ্য করি নাই। প্রয়োজন পড়িলে সব শক্তিরই ক্রিয়া তিনি দেখাইতেন। সর্ব্বশক্তির বিরাট আধার ছিলেন—আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দ।

৫। **মানুষ তৈরী করিবার জন্য মঠাশ্রমের প্রতিষ্ঠা** করেন আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দ। সমাজের কলুষিত আবহাওয়া হইতে দূরে—নিভৃত প্রদেশে মানুষ তৈরী করিবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন—"মঠাশ্রমগুলি হচ্ছে শক্তিকেন্দ্র,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখান হইতে চরিত্রগঠন এবং আধ্যাত্মিক বল সঞ্চয় করিয়া দেশের-দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।" ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তিতে ত্যাগ-সংযম লক্ষ্য করিয়া এই মঠাশ্রমগুলি প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী নিগমানন্দ। সন্ন্যাসী হইবে কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর। মঠাশ্রমে একদিকে চলিবে—ধ্যান, ধারণা, উপাসনা, অন্যদিকে চলিবে স্বাবলম্বী হইবার জন্য কর্ম্মচক্রের সাধনা। কর্ম্মচক্র এবং ধর্ম্মচক্র হইল প্রতিষ্ঠানের দুইটি প্রধান অবলম্বন। চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কামকর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং শুদ্ধচিত্তে পরমেশ্বরের চিন্তাই হইবে মঠবাসিদের প্রধান লক্ষ্য। ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযমই হইবে মঠের ত্যাগী-সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের প্রধান লক্ষ্য। এই মঠ হইতেই বেদান্তবিদ্ গুরুর বিকাশ হইবে—আধিকারিকপুরুষের ইহাই ছিল প্রাণের অভিলাষ। তাঁহারাই দেশদেশান্তরে বেদান্তের বাণী প্রচার করিবে। মঠাশ্রমগুলি সমাজের অধ্যাত্মক্ষুধা নিবৃত্ত করিবে। সনাতন ধর্ম্মপ্রচারক এই অধ্যাত্ম-প্রতিষ্ঠান।

৬। **সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা**—কলির দুর্ব্বল জীবের জন্য সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন—আধিকারিকপুরুষ। তিনি নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, "যেখানে তিনজন শিষ্য আছে, সেইখানেই একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।" এই বিধানের মূলে পরম মঙ্গল নিহিত আছে। দুর্ব্বল জীবের চিত্তচাঞ্চল্য বেশী, কাজেই একত্রিত না হইলে কর্ম্মে, ধ্যানে, উপাসনায় কোন ক্ষেত্রে শক্তির বিকাশ হয় না। এক লক্ষ্য, এক আদর্শ লইয়া ভাবপুষ্টির জন্যই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। সঙ্ঘবদ্ধভাবে, মিলিতভাবে লক্ষ্যানুকূল কর্ম্ম করাই সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য। সংঘ শিক্ষা দিবে—নিয়মানুবর্ত্তিতা, ত্যাগ, সংযম, চরিত্রগঠন, অধ্যাত্ম-উন্নতি। সমবেত শক্তির সহায়তায় মনুষ্যত্ব অর্জ্জনই সঙ্ঘের প্রধান লক্ষ্য। একনায়কত্ব, প্রভুত্ব, জুলুমবাজীর স্থান সঙ্ঘে হইবে না। স্বেচ্ছায় এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দে সঙ্ঘের লক্ষ্য এবং আদর্শকে বরণ করিয়া লইবে সঙ্ঘসেবী। সঙ্ঘ-শক্তির সহায়তায় বিরাট কল্পনাকে রূপদান করিতে সুবিধা হয়। সঙ্ঘ-গুলির পৃথক্ কোন সত্তা নাই, ইহারা মঠাশ্রম অর্থাৎ সমগ্র প্রতিষ্ঠানের পুষ্টিকারক এবং ধারক। বিভাগীয় আশ্রমের নিয়ন্ত্রণাধীনে এই সঙ্ঘগুলি পরিচালিত হইবে ত্যাগী-সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর নির্দ্দেশে। মঠাশ্রমের উন্নতি এবং রক্ষার জন্য আধিকারিকপুরুষ নিয়ম-পঞ্চকের * ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই স্থূল আদেশগুলি প্রত্যেক গৃহীর অবশ্য পালনীয়। এই ভাবে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক এবং পারমার্থিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিবার জন্য আধিকারিকপুরুষ যে পরিকল্পনা এবং বিধি প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা মানিয়া চলিলে এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিবে কে?

আধিকারিকপুরুষের পরিকল্পনায় কোন গলদ নাই, কিন্তু কূটনীতি এবং মতলববাজী" ঢুলিলেই বিপদ। এত কিছু করিয়াও তিনি সর্ব্বদা সকলের জন্য মুক্তিপথটী উন্মুক্ত রাখিয়া গিয়াছেন। প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাতারই বিভূতি, আত্মশক্তিরই বিচ্ছুরণ। "আনন্দ না পাইলে, ভাল না লাগিলে সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দে। গাছতলার সন্ন্যাসীর আবার ভয় কিসের?" আধিকারিকপুরুষ প্রায়ই এই কথাগুলি বলিতেন। আশ্রমগুলি আনন্দনিকেতন, শান্তিনিকেতনে পরিণত হইবে, তাহা যদি না হয় তবে এই প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা কি? আনন্দের জন্যই সৃষ্টি। আনন্দ ব্যাহত হইলে সেই সৃষ্টির কোন সার্থকতা নাই। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপহরণ অধ্যাত্মপ্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হইতে পারে না। আধারের যোগ্যতা-অযোগ্যতা বুঝিয়া সঙ্ঘসেবীর উপর কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত করিতে হইবে। অধ্যাত্মভাব পুষ্টির জন্যই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। মানবিক অধিকারে এবং মৌল সংস্কারে আঘাত দেওয়া সঙ্ঘের উদ্দেশ্য নহে।

* গ্রন্থকার প্রণীত একটি পুস্তিকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৈবীবৃত্তির চর্চ্চা করিয়া সঙ্ঘের প্রত্যেকটী সেবক হইবে দেবভাবাপন্ন—ইহাই ছিল আধিকারিকপুরুষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। সঙ্ঘ অত্যাচার-উৎপীড়নের আড্ডা নহে। সঙ্ঘ হইল—দৈবী-শক্তির কেন্দ্রভূমি। এইরূপ সঙ্ঘ দ্বারাই জগতের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে—ইহাই ছিল অধিকারিকপুরুষের স্থিরনিশ্চিত বিশ্বাস।

৭। **কুম্ভমেলারই আরেকরূপ ভক্তসম্মিলনীর অনুষ্ঠান।** সকল বিষয়ে মহামিলন বা ঐক্যপ্রতিষ্ঠাই ছিল—আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দের প্রাণের অভিলাষ। ভক্তসম্মিলনীর পুণ্য অনুষ্ঠান তাঁহাকে চির-অমর করিয়া রাখিবে। কুম্ভমেলায় যেমন বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় একত্রিত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করেন, তেমনি ভক্তসম্মিলনীতেও গৃহী-সন্ন্যাসী, শাক্ত, শৈব, সৌর গাণপত্য ও বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত সকল শিষ্য-ভক্তের হয় অপূর্ব্ব সম্মিলন। এই ভক্ত-সম্মিলনীকে আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দের বিভূতি বলাও চলে। ইহা তাঁহারই বিরাটরূপ বা বিশ্বরূপ। শক্তিধর পুরুষ না হইলে বিভিন্ন মত-পথের সাধককে এক জায়গায় সম্মিলিত করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও সকলের পক্ষেই যে মিলনমন্দির নির্ম্মাণে সহায়তা করা চলে ভক্ত-সম্মিলনী দেখিলে তাহাই মনে হয়। ভক্ত-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা সকলেরই প্রাণের আরাধ্য দেবতা; কাজেই সকলের লক্ষ্যই একমুখী। এখানে ভেদের স্থান নাই। সকলেই এক মত, এক ভাব, এক লক্ষ্যের পানেই ছুটিয়া চলিয়াছে। একই দেবতার নিগূঢ় শক্তির লীলা, বিভিন্ন আধারে বিভিন্ন রূপে এখানে লীলায়িত। ভক্ত-সম্মিলনী একেরই বহুরূপী অনুষ্ঠান। শক্তির তারতম্যে ভেদ-সৃষ্টি না করিয়া, মাহাত্ম্য স্বীকারেই সকলকে অনুপ্রাণিত করে। ভক্ত-সম্মিলনী তাঁহাদেরই জন্য, যাঁহারা ভগবান্‌কে ভালবাসেন, ভগবানেরই অন্যরূপ আচার্য্যকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রদ্ধা করেন। শক্তিমন্ত্রের উপাসক এবং বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসক ভক্ত-সম্মিলনীতে গলাগলি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। শাক্ত-বৈষ্ণবের উগ্র সাম্প্রদায়িকতার লেশাভাসও এই সম্মিলন-ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না। এখানে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য আছে; কিন্তু সেই বিশিষ্ট শক্তি একেরই পূজায় নিয়োজিত।

বাংলাদেশে ভক্ত-সম্মিলনীর আদি প্রবর্ত্তক স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস দেব। সকল শিষ্য-ভক্তের মধ্যে প্রীতির ভাবকে জাগ্রত করিয়া তোলাই—ভক্ত-সম্মিলনীর প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া, স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসদেব ভক্ত-সম্মিলনীর উদ্দেশ্য নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। আদর্শ গৃহস্থ জীবনগঠন, সঙ্ঘশক্তির প্রতিষ্ঠা এবং ভাব-বিনিময়ই হইল—ভক্তসম্মিলনীর উদ্দেশ্য। এখানে বিনিময়েরই—আদান-প্রদানেরই কারবার। সকলের উন্নতিই কাম্য। একজনের আধ্যাত্মিক উন্নতিই বড় কথা নহে, সকলের—সমষ্টির চাই অভ্যুদয়। এই পরিকল্পনা লইয়াই ভক্ত-সম্মিলনীর প্রবর্ত্তন করেন আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দ।

কুম্ভমেলার ন্যায় ভক্ত-সম্মিলনীতে অমৃতানন্দেরই হয় উদ্ভব। কর্ত্তব্যের মূলেও রহিয়াছে আনন্দেরই অমৃত-প্রস্রবণ। আনন্দ হইতেই হয় কর্ম্মের বিসৃষ্টি। আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। শাসনের ভয়ে এখানে কর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হয় না, কর্ম্মচক্র আবর্ত্তিত হয় আনন্দের আবেগে। ভক্তসম্মিলনীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা স্বামী নিগমানন্দ এই জন্যই, আনন্দ-সভাকে ভক্ত-সম্মিলনীর বিশেষ অঙ্গ-রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সম্মিলনীর আনন্দ শিষ্য-ভক্তদের সারা বৎসরের খোরাকী।

আনন্দেই সঙ্ঘশক্তির প্রতিষ্ঠা, ভাববিনিময় এবং আদর্শগৃহস্থজীবন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গঠন হয়—বাধ্যবাধকতায় বা হুকুমে নহে। ভক্ত-সম্মিলনীর প্রাণ-পুরুষ শ্রীশ্রীনিগমানন্দের ইহাই ছিল প্রাণের আকুতি। ভক্ত-সম্মিলনী কূটনীতি বা রাজনীতির আলোচনা-চক্র নহে, ইহা নিছক আধ্যাত্মিক ভাবেরই পূর্ণ বিকাশস্থলী। আনন্দে থাকিলে, প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ হইলে—শক্তির জাগরণ, আদর্শের প্রতিষ্ঠা এবং পরস্পরের মধ্যে অকৃত্রিম ভাবের হয় অনায়াস আদান-প্রদান। কর্ত্তব্য অনেক সময় দায় বলিয়া মনে হয়; কিন্তু আনন্দ হইতে যে কর্ত্তব্যের প্রেরণা জাগে, সেই কর্ত্তব্যে মন-কষাকষির ভাব নেই। ভক্ত-সম্মিলনী অবাধ আনন্দেরই লীলাভূমি। আনন্দেই ইহার সৃষ্টি, আনন্দেই ইহার স্থিতি এবং আনন্দেই ইহার ইতি হয়। ভক্তসম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আনন্দময় পুরুষ শ্রীনিগমানন্দ। ভক্তসম্মিলনী আধিকারিকপুরুষেরই আনন্দ-রূপ। এই আনন্দে যোগদান করিয়া আনন্দময়ের পূজা করাতে সকলেরই সমান অধিকার। ইহাতে উচ্চ-নীচ, ছোট বড়, পণ্ডিত মূর্খ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের মধ্যে কোন ভেদ নাই। ভক্ত-সম্মিলনীতে সকলেই গুরুভাই। এক গুরুব্রহ্মের নামে সকলেই মিলিত। পুরুষ একমাত্র তিনি, আর সকলেই আনন্দলীলায় তাঁহারই প্রকৃতি বা শক্তি। ভক্ত-সম্মিলনীতে সর্ব্বধী সাক্ষীভূত যিনি, সেই গুরুব্রহ্মের নামেই সকলে মিলিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবদুঃখমোচনে বিভূতি-প্রয়োগ

বিভূতি না চাহিলেও মহাপুরুষদের সেবাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিভূতি তাঁহাদের পেছনে পেছনে ধাবিত হয়। যোগ এবং তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধি-লাভের পর আধিকারিকপুরুষের মধ্যে অলৌকিক শক্তির বিকাশ হয়। শক্তিকে চাপিয়া রাখিলেও, মাঝে মাঝে সেই শক্তি প্রকটিতা হইয়া উঠিত। দুরারোগ্য ব্যাধির যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া নরনারী যখন তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিত, তখন আর তিনি বিভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এই ভাবে কত রোগী যে রোগযন্ত্রণা হইতে তাঁহার কৃপায় মুক্তি পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তন্ত্র-মন্ত্র অনেক কিছুই তিনি জানিতেন। পরিব্রাজক অবস্থায় দেশ-দেশান্তর ভ্রমণকালে 'সন্ন্যাসীর-ঝোলায়' অনেক কিছু তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মন্ত্রশক্তির প্রভাব এবং দ্রব্যশক্তির রোগারোগ্য ক্ষমতা দেখাইয়া আমাদিগকে তিনি স্তম্ভিত করিয়া দিতেন। রোগমুক্তির জন্য তিনি অর্থ আদায় করিতেন না। পরের উপকার করাই ছিল তাঁহার ব্রত; কিন্তু এই ভাবে বেশীদিন তিনি রোগারোগ্যও করিতে পারেন নাই। একদিন তাঁহার গুরুদেব সাক্ষাৎভাবে প্রকটিত হইয়া বলিলেন--"আমি তোকে ভবরোগ চিকিৎসার জন্য নিয়োজিত করিয়াছি, আর তুই কিনা ডাক্তারী-কবিরাজী আরম্ভ করিয়াছিস্।" সেই দিন হইতে তিনি আর ঔষধ-পত্র কাহাকেও দেন নাই। অথচ রোগ আরোগ্য করিবার উপায় এবং বিদ্যা তাঁহার জানা ছিল। বিদ্যা লাভ করিয়া উপযুক্ত ক্ষেত্রে তিনি তাহা প্রয়োগ করিতেন। প্রয়োগে যদি বিদ্যা কার্য্যকরী না হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ তাহার ফল হাতে হাতে পাওয়া না যায়, তবে সেই বিদ্যা-অর্জ্জনে কি লাভ? তিনি প্রায়ই একটি কথা বলিতেন—"পঠিতবিদ্যায় গঠিত-জীবন হইতে হইবে।" বিদ্যার প্রয়োগ আছে। প্রয়োগেই বিদ্যার সফলতা-বিফলতা ধরা পড়ে। সারা জীবনে তিনি যখন যে বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন, তখনি তাহা প্রয়োগ করিয়া তবে নিঃসন্দিগ্ধ হইতেন। মন্ত্রপ্রয়োগে, ঔষধপ্রয়োগে কোথায়ও তিনি ব্যর্থ হন নাই। স্তব-কবচ পাঠ করিতে অনেক সময় তিনি আমাদের বলিতেন। 'বটুকভৈরব স্তব'টী অনেককেই পাঠ করিবার নির্দ্দেশ দিতেন তিনি। মন্ত্রের উপর এবং দ্রব্যশক্তির উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল।

প্রয়োগ-বিধি বা যথার্থ ক্ষেপণ-প্রণালী না জানিলে বিদ্যা অব্যর্থ হয় না। মরাকেও ২।১টী ক্ষেত্রে মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে তিনি প্রাণদান করিয়াছেন—এইরূপ ঘটনা আমরা জানি। তিনি বলিতেন, "ভারতে অনেক বিদ্যাই আছে; কিন্তু অনুশীলন-চর্চ্চার অভাবে আজ তাহা অব্যক্ত।" অনেক বিদ্যারই অধীশ্বর ছিলেন তিনি। প্রত্যহ কতকগুলি মন্ত্র তিনি আওড়াইতেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "মন্ত্রগুলিকে আবৃত্তি দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিতে হয়।" উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে তিনি মন্ত্রশক্তির প্রয়োগ করিতেন। অনেক কিছু জানিয়াও, অনেক কিছুই তিনি গোপনে রাখিয়াছিলেন। অবশ্য বিশেষ, কোন কোন ক্ষেত্রে বিভূতির বিকাশ দেখাইতেন। তিনি বলিতেন—"মন্ত্রের সফলতার পরীক্ষা হয় প্রয়োগে।" স্থান, কাল, পাত্র এবং দ্রব্য—কিভাবে অধ্যাত্ম-চেতনা বা ভাবকে জাগ্রত করিয়া তোলে অনেক সময় তিনি তাহা আমাদের কাছে প্রকাশ করিতেন। ভগবান্ বিশেষ বিশেষ শক্তি সম্পুটিত করিয়া, বিশেষ বিশেষ প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন। সব এক হইতে পারে না। লীলাজগতে বৈচিত্র্যের চমৎকারিত্ব স্বীকার করিতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে সিদ্ধিলাভের পক্ষে দ্রব্যসংগ্রহ এবং উপযুক্তকাল পাওয়াই আসল কথা। বস্তুর সংস্পর্শে আড়ষ্টচেতনার চৈতন্যলাভ হয়। তাঁহার জীবনে প্রত্যক্ষভাবে এই সব তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। ঈশ্বর-সত্তা সকল স্থানেই আছে, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে তাহার বিশেষ বিভূতি প্রকাশ পায়। বিভূতি সত্যেরই আরেকটা দিক্। তবে বিভূতিতে মজিয়া গিয়া তত্ত্বকে বিসর্জ্জন দিলেই বিপদ্।

বিবিধ-বিদ্যার অনুশীলন হইত এবং এখনো হইতেছে এই ভারতবর্ষে। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা সেদিন পর্য্যন্ত তারাক্ষেপা বহু স্বর্ণপাত তৈরী করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দও সোনা তৈয়ার করিবার প্রক্রিয়া জানিতেন; কিন্তু এই সব বিদ্যার চর্চ্চা তিনি পরিশেষে একদম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। তবে মাঝে মাঝে নানা বিদ্যার কথা আভাসে-ইঙ্গিতে বলিতেন। বিভূতির খেলা স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনদিন তিনি প্রদর্শন করেন নাই। তবে পরের দুঃখে কাতর হইয়া অনেক সময় লুপ্ত বিদ্যার প্রয়োগ করিতেন। আধিকারিকপুরুষ নিগমানন্দ ছিলেন প্রবল অনুসন্ধিৎসু। গৃহীদের মধ্যে উপযুক্ত অধিকারী পাইলে, তিনি তান্ত্রিকী বিদ্যার প্রয়োগকৌশল বলিয়া দিতেন। কামাখ্যা-পীঠে মন্ত্র জপে কিভাবে শিহরণ জাগে, তাহা তিনি আমাকে* বলিয়াছিলেন। আমি সেইভাবে আজও কামাখ্যা গেলে মন্ত্র জপ করিয়া আশ্চর্য্য শক্তির উপলব্ধি পাইয়া থাকি। রাজা সাহেব ৺প্রফুল্লচন্দ্র ভঞ্জ দেব, কেন জানি জানিনা দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে তন্ত্রের অনেক গুপ্ত গুহ্য রহস্যের কথা আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কত বড় রহস্যবিদ্ ছিলেন, তাঁহার কথায় আমার তাহা

---

* গ্রন্থকার স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্যক্ উপলব্ধি হয়। অনেক বিদ্যা তাঁহার আয়ত্তে ছিল; কিন্তু অধিকারী না পাওয়ায়, সেই বিদ্যার কথা তিনি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেন নাই। অনেক বিদ্যাকে বাস্তবক্ষেত্রে গোপনে প্রয়োগ করিয়া, তাহার সার্থকতা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেন। পরীক্ষা করিয়া, না দেখিয়া, কোন কিছু সম্পর্কে মন্তব্য করা তাঁহার স্বভাব ছিল না। পরা-বিদ্যায় যেমন ছিলেন তিনি পারদর্শী, অপরাবিদ্যাতেও ছিলেন তেমনি অভিজ্ঞ। কৃপাবাদকে তিনি অস্বীকার করিতেন না, কিন্তু আক্ষেপ করিয়া বলিতেন; "ভারতে এত বিদ্যা আছে এবং বিদ্যাদানের গুরুও আছেন; অথচ কেউ বড় একটা সাধনা করিয়া সে সব দেখিতে বা পরখ করিতে চায় না।" সাধন-রহস্যবিদের জন্যই তো ভারতবর্ষের এত মহিমা। অনেক সাধন-প্রণালীর কথা নিজে পরখ করিয়া তবে তাহা জোরগলায় প্রকাশ করিতেন। মন্ত্রচৈতন্যের কৌশলক্রমে মন্ত্রজপ করিলে তাহাতে অন্তরে সাড়া জাগিবেই—ইহা অবিকম্প কণ্ঠে তিনি বলিতেন। সাধন-রহস্যবেত্তা গুরুরই আজকাল অভাব। সেই জন্যই সব বিদ্যা লোপ পাইতে বসিয়াছে। শ্মশানসাধনায়—অর্থাৎ চিতা-সাধনায় এবং শবসাধনায় তিনি ছিলেন ওস্তাদ। অনেক তান্ত্রিক প্রক্রিয়া মহাশ্মশানে বসিয়া তিনি সম্পন্ন করিতেন। হরকোপানল এবং আশুতোষ মূর্ত্তি—আধিকারিকপুরুষের এই দুইরূপই আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

এত বড় শক্তিধর মহাপুরুষ, এত প্রচ্ছন্নভাবে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন যে, আমরা অনেকেই তাঁহার রহস্যময় সাধন-জীবনের কথা জানিই না। অনুসন্ধান করিলে এখনো অনেক তথ্য সংগৃহীত হইবে। পুরাতন অন্তরঙ্গ শিষ্যভক্তদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের অলৌকিক রহস্যপূর্ণ জীবনের দিক্‌টাও ক্রমশঃই ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার* মনে পড়ে, পূর্ব্ববঙ্গের মেহার কালীবাড়ীতে গিয়াই প্রথম আমি জানিতে পারি, ভৈরবীচক্রানুষ্ঠানে শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন সাক্ষাৎ ভৈরব—মহাকাল। আগমবাগীশ মহাশয় আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—আপনারা কেবল ঠাকুরকে শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী বলিয়াই প্রচার করিতেছেন; কিন্তু আপনারা জানেন না, তিনি কত বড় মহাকৌল তান্ত্রিক ছিলেন।" আধিকারিকপুরুষের সাধন-জীবন কাটিয়াছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। সাধনায় অনেক কিছুই তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু সব কথা গোপন রাখিতেন। হয়ত উপযুক্ত অধিকারীর নিকট তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমরা সে খবর রাখি না বা জানি না।

আধিকারিকপুরুষ শ্রীনিগমানন্দের ঘটনাবহুল জীবনী তিনি কাহা দ্বারা লিখাইবেন তিনিই জানেন। কি যে শক্তি তাঁহার ছিল আভাসে-ইঙ্গিতে তাহার পরিচয় পাইয়াছি মাত্র এবং তাহাতেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। তাঁহার স্বরূপপরিচয় দিবার শক্তি আমার নাই। পরকায়-প্রবেশ, সূক্ষ্মশরীরে গমনাগমন, দূরদৃষ্টি, জাতিস্মরতা, লোকলোকান্তরে অব্যাহত গতি, অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতা ছিল তাঁহার অসাধারণ। এই সব অলৌকিক বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে শুধু বলিতেন—"তাই না-কি? কৈ আমি ত কিছুই জানি না। বিশ্বাসের চোখে তোমরা ঐরূপ দেখ।" এই পর্য্যন্ত। ভারতবর্ষের অলৌকিক তপঃশক্তিসম্পন্ন অনেক মহাপুরুষের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক কথা

---

* গ্রন্থকার স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি অগ্রিম বলিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাকে ত্রিকালজ্ঞ বলিয়াই মনে হয়। এইরূপ একটি অলৌকিক জীবন খুব কমই দেখা যায়। তাঁহার জীবনরহস্য বা মহিমা যোগ্যব্যক্তি বর্ণনা করিবেন—এই আশা লইয়া প্রতীক্ষায় আছি। মহাশক্তিধর আধিকারিকপুরুষের জীবন-কথা প্রকাশিত হইলে জনসমাজের মহা উপকার সাধিত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi